মুক্তালতাবলীগ্রন্থ।

অর্থাৎ

কল্কিপুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণানন্দ বোদ্ধারিত

দ্বাদশধ্যায়ঃ হইতে সংগৃহীত।

বক্ত্যা বেদব্যাস গোস্বামী শ্রোতা শৌরমুখাদি মুনিগণ

শ্রীযক্ত শিবরাম দাসানুমত্যানুসারে

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণ কর্ত্তৃক

পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে

বিরচিত

প্রকাশক

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা

কলিকাতা,

চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নম্বর ভবন।

সন ১২৮৪ সাল।

তাং ১১ অগ্রহায়ণ।

সূচিপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
অথ নবনারীর কুঞ্জর রূপ ধারণ	২৫
অথ শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবনে গমন	২৬
অথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে বিরহাবস্থা	২৭
অথ কৃষ্ণের নবনারী কুঞ্জর দর্শন	২৮
অথ রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জবনে বিলাস	৩০
অথ কলঙ্ক ভঞ্জনারম্ভ	৩২
অথ কৃষ্ণের মুর্চ্ছা	"
অথ যশোদার রোদন	৩৩
অথ নন্দের আক্ষেপ	৩৪
অথ শ্রীদামাদির কাতরুক্তি	৩৫
অথ বলরামের আক্ষেপ	৩৭
অথ বৈদ্যের আগমন	৩৮
অথ বৈদ্যের গণনা	৪১
অথ উপনন্দ কর্ত্তৃক নারীগণের আহ্বান ও নারীগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব করণ	৪২
অথ রোহিণী কর্ত্তৃক নারীগণের দ্বন্দ্ব নিবারণ	৪৩
অথ জটিলার নিকটে যশোদার গমন	৪৫
অথ জটিলা কুটিলায় কথোপকথন	৪৬
অথ বৈদ্যের কেশ সেতু নির্ম্মাণ	৪৭
অথ জটিলার কেশ সেতু পার হওন	৪৮
অথ কুটিলার কেশ সেতু পার হওন	৪৯
অথ যশোদাকে জল আনিতে বৈদ্যের নিষেধ	৫১
অথ বৈদ্যের গণনা	৫২
অথ শ্রীমতীকে যশোমতীর বিনয়	৫৩
অথ শ্রীমতীর সেতু পরীক্ষা স্বীকার ও যমুনায় গমনোদ্যোগ	৫৫
অথ শ্রীমতীর যমুনায় গমন	৫৬
অথ শ্রীমতী কৃষ্ণের স্তুতি করেন	৫৮

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অথ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নবনী খাওয়ান।

ধুয়া। জয় জয় শ্রীনন্দ নন্দন যশোদা জীবন ধন, গোকুল উজ্জলকারি গোপীকা মনোরঞ্জন ॥

পয়ার। মুনিগণ প্রতি ব্যাসদেব মুনি কন। দ্বাপরেতে প্রভু যবে শ্রীনন্দনন্দন ॥ এক দিন প্রভাতে উঠিয়া নন্দরাণী কোলে লয়ে নীলমণি করিছে নিছনি ॥ চাঁদমুখে ননী দেন আদর করিয়া। যত দেন তত খান নাচিয়া২ ॥ দেমা দেমা আর দেমা মুখে এই বোল। ভাবদেখে নন্দরাণী ভাবে উত্ত রোল ॥ ক্ষীর সর নবনী যে লইয়ে বহুতর। গোপালের মুখে দেন আনন্দ অন্তর ॥ স্বর্গে থাকি দেবগণ বলে ধন্য ধন্য। জন্ম জন্মান্তরে কত যশোদার পুণ্য ॥ বিধি ভব আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়। হেন প্রভু যশোদার আঙ্গিনে খেলায় ॥ এইরূপে খেলিছেন জননী সদন। হেনকালে তথায় আইলা গোপীগণ ॥ ললিতা বিসখা বৃন্দা চিত্রা ত্রিলোচনা। চম্পক ললিতা চন্দ্রাবলী চন্দ্রাননা ॥ রঙ্গদেবী সুদেবী সুন্দরী সুরঙ্গিণী। প্রধানা শ্রীমতী সতী শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী ॥ আর যত গোপীগণ নাম কব কত। সবে কৃষ্ণপরায়ণা কৃষ্ণভাবে রত ॥ ক্ষীর সর নবনী লইয়ে জনেজন। দেখিতে আইল সবে প্রভুর নাচন ॥ গোপালে ঘেরিল আসি যত গোপীগণ। হইল আশ্চর্য্য শোভা কি কব কথন ॥ সকলে নবনী দেয় শ্রীকৃষ্ণের করে। দুই হাত পাতিলেক আনন্দঅন্তরে ॥ হাসি হাসি মুখ মেলি দুই হাতে খান। আর দে বলিয়া হরি বারে বারে চান যশোদা বলেন ওরে শুন বাপধন। গোপীরা আইল তোর দেখিতে নাচন। সখীগণ মাঝে হরি নাচ একবার ॥ যত ননী খেতে পার দিব অনিবার ॥ মায়ের বচনে কৃষ্ণ হয়ে

হরষিত। নৃত্য আরম্ভিলা ভবে জননী বিদিত॥ চারিদিকে সখীগণে দেয় করতালি। কত ভঙ্গিমাতে নাচে প্রভুবনমালী কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নুপুর। গোপীগণ করতালী দেয় সুমধুর॥মধুর কঙ্কণধ্বনি সহ পড়ে তাল। আনন্দেহইল ভোর নাচয়ে গোপাল॥ আকাশেথাকিয়া দেখে যত দেবগণ আরম্ভ করিল তথা দুন্দুভি বাজন॥ একবারে বাদ্যধ্বনিউঠিল নগণে। হেথা প্রভু নাচিছেন নন্দের ভবনে॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে হরি পদতলে। এই বেশে নাচ মম হৃদয় কমলে॥

অথ ব্রজবালকগণ গোষ্ঠে যাইতে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। এইরূপে নন্দালয়, নাচেন আনন্দময়, ব্রজঙ্গনার পুরাইতে ভাব। যশোদা রোহিণী তার, আছেন পুলক কার,হেনকালে দেখ আর ভাব॥হইল গোষ্ঠের বেলি যতেক রাখাল মেলি, বলরাম শিঙ্গায় দিল সান। বাজিল বলার বেণু, বেরবে জীবন কানু, শুনি রাণীর কাঁপিল পরাণ শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বসুদাম, একত্র হইয়া সখাগণ চুড়া বান্ধি ধড়া পরি, হাতেতে পাচন করি;বাহির হইল সর্ব্ব জন। বৎসগণ লয়ে সঙ্গে,সকলে পরম রঙ্গে,উপনীত নন্দের ভবন। সাজিয়ে গোষ্ঠেরসাজ,বেরবেরাখালরাজ,ধায়ে আসি দিলা দরশন॥শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কাছে,স্বচ্ছন্দে আনন্দে আছে দেখি তাহা রুষিল রাখাল। ঈষৎ ইঙ্গিত ছলে,শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, দয়াধার প্রভু নন্দলাল॥

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতে যশোদার কাছে অনুমতি চান।

পয়ার। শ্রীদাম কহিছে ওরে শুনরে কানাই। গোঠে যাইবার বুঝি বেলা হয় নাই। মায়ের নিকটে আছ আদরে বসিয়া। কতেক হইল বেলা না দেখ চাহিয়া। এই ব্রজবাল কের সবারি মা আছে। কে থাকে তোমার মত সদা মার কাছে॥ চিরকাল আমাদের কিনে রাখ নাই। নিত্য নিত্য ডাকিতে আসিব তোরে ভাই॥ কিসের লাগিয়া কর এত ঠাকুরাল। নিত্য২ কে রাখিবে তোর ধেনুপাল॥ রাজ পুত্র

বলিয়া গরব কর কত। কে হেন নফর আছে কে সহিবে এত
এইরূপে রাখালেরা কহিছে রুষিয়া। উত্তর করেন হরি ঈষৎ
হাসিয়া॥ মধুরবচনে কন শুন সখাগণ। কি লাগিয়া হইয়াছ
এত উচাটন॥ তোমাসবাকার সঙ্গে যাব গোচারণে। ইহার
অন্যথা কিছু না ভাবিহ মনে॥ মায়ের দুলাল আমি মায়ের
জীবন। না পারি যাইতে বিনে মায়ের বচন॥ আমারে জা
নিবে ভাই মাতৃআজ্ঞাকারী মায়ের আরতি বিনে যাইতে না
পারি॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর চাহিয়া আমায়। মায়ের কাছেতে
আগে হইব বিদায়॥এইরূপে সখা সহ কথোপকথন। শুনিয়া
ব্যাকুল হৈল যশোদার মন॥

অথ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে
যাইতে নিষেধ করেন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। শুনি বালকের বাণী, ব্যাকুল হইয়া রাণী,
কোলে তুলি লইল তনয়। চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া, মুখ ঘর্ম্ম মুছা
ইয়া,ঝাড়িল অঙ্গের ধুলাচয়। আটিয়াধরিল কোলে,কৃষ্ণেরে
চাহিয়া বলে, আজি যেতে নাহি দিব বনে। পুনঃ শ্রীদামের
চেয়ে, বলে রাণী ব্যগ্র হয়ে,মৃদু মৃদু মধুর বচনে॥ বাপ সব
শুন ওরে, আজিকার মত ঘরে, রাখি যাও মোর নীলমণি।
এই যে নীলরতন,সবে ঘরে এই ধন,প্রাণধন নয়নের মণি॥
অবলা অন্ধের নড়ি, দরিদ্রের ধন কড়ি, হাপুতির পুত নন্দ-
লাল। কত জন্ম জন্ম ধরি, হরগৌরী পূজা করি, পেয়েছিরে
এ হেন দুলাল॥ পাঠায়ে নয়ন তারা, একেবারে হয়ে সারা,
কেমনে রহিব এই ঘরে। জননীর মাথা খাও,আজিকার মত
যাও, নীলমণি ভিক্ষা দিবা মোরে॥ দেখিয়া মায়ের স্নেহ,
কৃষ্ণের বাড়িল মোহ, সখাগণে কহেন তখন। মায়েরে কা-
ন্দায়ে ভাই,যাইতে নাহিক চাই,আজি তোমা সবে যাও বন
শ্রীদুর্গা প্রসাদ কয়,দেখিব হে দয়াময়, ভকতবৎসল ধর নাম
শিশু সবে তোমা বিনে, নাহি জানে অন্য জনে,ছাড়িতে না
রিবে প্রভু শ্যাম॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের কাতরুক্তি।

পয়ার। শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে নিষ্ঠুর বচন। বিষণ্ণ হইল মনে যত সখাগণ॥ আঁখি ছল ছল করে নাহি সরে বাণী। যতেক রাখাল হৈল আকুল পরাণী॥ আমা সবাকারে কৃষ্ণ বুঝি তেয়াগিল। না জানি অদৃষ্টে আজি কি দশা ঘটিল॥ ক্রোধ করিয়াছে বুঝি ভৎসনা বচনে। আর গোষ্ঠে নাহি যাবে আমাদের সনে॥ এতভাবি যতশিশু অস্থির হইয়া। কহিতে লাগিল তবে রাণী সম্ভাষিয়া॥ শ্রীদাম কহিছে মাগো করি নিবেদন। সবাকারপ্রিয় হয় তোমারনন্দন॥ যেমন দেখগো তুমি কৃষ্ণ প্রাণধন। তেমন জানিবে কৃষ্ণ সবারি জীবন॥ বিশেষত রাখালের আর কেহনাই। কৃষ্ণেরকারণে বনে সবে রক্ষা পাই॥ শুনগো জননী তোর গোপালেরগুণ। বেণু রবে ধেনু ফিরে নাহি যায় বন॥ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি জন্তু কত বনে। বৎস শিশু দেখি আইসে হিংসিবার মনে। শুনিয়া কা নুর বেণু হিংসা যায় দূরে। পুলকিত হয়ে তারা সবে যায় ফিরে॥ অত্যন্ত তপন তাপে যদি তনুদয়। বেণুর নিনাদে মেঘ হয়গো উদয়॥ তপনে ঢাকিয়া বিন্দু বরিষয়ে জল। সে জলে সবারঅঙ্গ হয়গোশীতল। আর কতগুণ মাগো কহিতে কি পারি। কানুরগুণেতে মোরা বিপদেতেতরি॥ ওরে কৃষ্ণ তুমি যদি নাহি যাবে বনে। ক্ষুধানলে অন্নদিয়ে কে বাঁচাবে প্রাণে॥ পিপাসা হইলে জল দিবে কোনজন।দুঃখপেলে কে কহিবে মধুর বচন॥ রাখালের দ্বন্দ্ব কেবা ঘুচাবে কানাই। সঙ্কটে পড়িলে বল কে রাখিবেভাই॥কে বাঁচাবে বিষপানে করিয়া যতন। কে করিবে ঘোরবনে দাবাগ্নি রক্ষণ॥ বকের উদরে কেবা করিবে উদ্ধার। বিপদ সাগর হৈতে কে করিবে পার॥ ওরে কানু তোরে ছাড়ি কে যাইবে বন। রাখালের প্রাণধন তুমি সে জীবন। তবে যে বলেছি দুষ্ট ভৎসনা বচন ক্রোধ করিয়াছ বুঝি তুমি সে কারণ॥ তুমি বিনে আমাদের কেবা আছে আন। সেই হেতু ভাই তোরে করি অভিমান। আগেতে আদর দিয়া বাড়ায়েছ মান। এখন তাহাতে কেন কর অপমান॥রাখালিয়া স্বভাবে বলেছি দুষ্টকথা॥ তাহাতে

হৃদয়ে বুঝি ভাবিয়াছ ব্যথা॥ তুমি যদি আজি কৃষ্ণ নাহি যাবে বন। এখনি তোমার কাছে ত্যজিব জীবন॥ এতবলি আঁখি জলে শ্রীদাম ভাসিল। হেট মাথা করি তথা দণ্ডায়ে রহিল॥ দেখি শ্রীদামের ভাব ভাবেন শ্রীহরি। দুইপক্ষে ঠেকিলাম উপায় কি করি॥ দারুণ মায়ের স্নেহ কেমনে কাটিব। কেমনে বা রাখালের বাঞ্ছা পুরাইব॥ দুইদিক রক্ষা করা হৈল ঘোর দায়। এতভাবি কৃষ্ণচন্দ্র হেটমাথে রয়॥ কিঞ্চিৎ ভাবিয়া হরি মাথা বিস্তারিল। বালকের ভাবে যশোদারে ভুলাইল॥ রাখালের রোদনে রাণীর হৈল দয়া। শ্রীদামে কহেন তবে আশ্বাস করিয়া। না কান্দ না কান্দ বাপ স্থির কর মন তোমাদের সঙ্গে কৃষ্ণে পাঠাইব বন॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর সাজাইয়া দিব। দ্বিজ কহে সেইরূপ নয়নে দেখিব॥

নন্দরাণী শ্রীকৃষ্ণকে সাজান।

পয়ার। গোপালে লইয়া রাণী যতনে সাজায়। মরি কি সুন্দর সাজে নবঘন কায়॥ ধন্য রাণী পুণ্যবতী কৃষ্ণ লয়ে কোলে। চাঁদমুখ মুছাইয়া নেত্রের অঞ্চলে॥ অলকা তিলকা দিল নাসিকা কপালে। চন্দনের বিন্দু মাথা কিবা শোভা ভালে॥ নয়নে অঞ্জন মনোসাধে পরাইল। ঈষদ হেলায়ে চূড়া বাঁন্ধি মাথে দিল॥ চূড়াপরে শিখিপুচ্ছ গুঞ্জকার দিয়ে। এক চিত্ত হয়ে রাণী দেখে নিরখীয়ে। কোঙ্কতে কিঙ্কিণী সহ ধড়া বান্ধি দিল। অপূর্ব্ববসন আনি পৃষ্ঠেতে আটীল। চরণে পরায়ে দিল মধুর নূপুর। হাতেতে বলয়া তাড় সুবর্ণ কেয়ূর॥ গলাতে সুবর্ণ হার কর্ণেতে কুণ্ডল। মেঘেতে বিজলী যেন হৈল ঝলমল হইল যেরূপ রূপ কি কহিব তাহা। যোগীগণ হৃদপদ্মে বাঞ্ছা করে যাহা॥ এইরূপে সাজাইয়া নন্দের ঘরণী। হাতেতে আনিয়া শেষে দিলেক পাচনী॥ পাচনী করেতে দিয়া বলে নন্দরাণী। এই বেশে একবার নাচ নীলমনি। মায়ের বচনে হরি নাচে আরবার। সে নৃত্য দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার॥ তবে রাণী ক্ষীরসর নবনী লইয়া। ধড়ার অঞ্চলে কিছু দিলেন বান্ধিয়া। তার পরে কৃষ্ণমাথে বান্ধেন রক্ষণ। রামনাদি দশনাম করি উচ্চারণ॥ দীপশিখা দিয়া ভালে কাজবন্ধি

করে। ডাইন ভূত প্রেতনীর ভয় যাবেদুরে ॥ অবশেষে বাম কর অঙ্গুলী ধরিয়া। দন্তাঘাত করি রাণী দিলেক ছাড়িয়া ॥ যায়ে দন্তাঘাত করে যাহার শরীরে। অন্তে তার অঙ্গে দন্ত বসাইতে নারে ॥ এইরূপে নানাবিধ করিয়া রক্ষণ। আশী র্ব্বাদ করে রাণী স্মরি নারায়ণ ॥ আর যত বৃদ্ধাবৃদ্ধ গোয়া-লিনী ছিল। সবাকার পদধুলি কৃষ্ণমাথেদিল॥ সবাকারে কন রাণী করিয়া বিনয়। বনেযান প্রাণকানু ভাল যেন রয়॥ এত আশীর্ব্বাদ গোপী করগো সকলে। সদা যেন মোর কৃষ্ণ থাকয়ে কুশলে। তবে যশোমতী ধরি গোপালের করে। করে করে বলরামে সমর্পণ করে। ধর বাপ বলরাম লহরে জীবন মা বলিতে ঘরে আর নাহি অন্যজন॥ দেহ হৈতে প্রাণ আনি দিনু তোর আগে। দেখ২ কাছে রেখ মোর দিব্য লাগে ॥ আবাল কানাই মোর কিছু নাহিজানে। পথভ্রমে ভুলিপাছে যায় অন্য বনে ॥ বলরাম কন মাগো কিছু না ভাবিবে। সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ নিতান্ত জানিবে। স্থির হও না ভাবিহ শুনগো জননী। সন্ধ্যাকালে আনি দিব তোর নীলমণি ॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণে লয়ে শিশুগণ। ধবলী শ্যামলী রবে করিলা গমন ॥ যে অবধি গোষ্পদের ধুলা দেখা যায়। আনি মেষে হয়ে রাণী একদৃষ্টে চায় ॥ দ্বিজ কহে যার জন্যে ভাব গো জননী। বিশ্বের ভাবনা ভাবে সেই নীলমণি ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন।

লঘু-ত্রিপদী। সহ শিশুগণ, নন্দের নন্দন, গোধন লইয়া যাই। নাচিয়ে গাইয়ে, বাঁশী বাজাইয়ে, আনন্দের সীমা নাই ॥ চৌদিকে রাখাল, মাঝে নন্দলাল, বলাইয়ের গলে ধরি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে, চলে অতি ধীরি ধীরি দেখিয়া সে ভাব, উঠে কত ভাব, যে জন যেমনভাবে। আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরি, ভুবন ভুলালে ভাবে ॥ এইরূপে হরি, বৎস্য সঙ্গে করি, গোষ্ঠ মাঝে উত্তরিলা। যমুনা পুলিনে লয়ে সখাগণে, আনন্দে সবে চলিলা। যতেক রাখাল, লয়ে ধেনুপাল, খাওয়াইয়া তৃণ জল। সবে করি মেলা, আরম্ভিলা

খেলা,হয়ে অতি কুতুহল ।। কৃষ্ণ কন তবে,শুন সখা সবে,এক খেলা আছে ভাই । বৎসগণ গলে, দিয়া মুক্তমালে, সুবেশ করে সাজাই ।। একথা শুনিয়া,সকলে হাসিয়া,কহিছে হরির ঠাঁই । বৎসগণ সবে,মুক্তাতে সাজাবে,মুক্তা কোথা পাবেভাই মুকুতার হার,বহু মুল্য তার,এক মুক্তা পাওয়া ভার । আমরা রাখাল,নবলক্ষ পাল,মুক্তা পাব কোথা তার । হরি পুনঃ কন শুন সখাগণ,এক মুক্তা পেলে হয় । করিয়া রোপণ,মুক্তালতা বন; সৃজন করিব তায় ।। হলে লতাবন, ফলিবে তখন, মুক্তা ফল কতশত । পাড়িয়া লইব,গোধনে সাজাব, যার যে মনের মত । সুবল কহিছে মুক্তা যথা আছে,আমি কয়ে দিতেপারি নাসা কানে গলে, মুক্তা কত দোলে, যদি দেয় রাধা প্যারী শুনি কন হরি, যাহ ত্বরা করি, যথা আছে কমলিনী । করি মোর নাম,একমণি দান,চাহিয়া আন এখনি ।। কৃষ্ণের বচনে আনন্দিত মনে, সুবল চলিল ধেয়ে । কহে দ্বিজ সার, মুক্তা পাওয়া ভার, সে বড় বিষম মেয়ে ।।

মুক্তার কারণ সুবলের রাধিকার নিকটে গমন ।

পয়ার । শ্রীকৃষ্ণের বচনেতে সুবল তখন । শ্রীমতীর নিকটেতে করিল গমন ॥ বসিয়া আছেন প্যারী রত্ন সিংহাসনে বৃন্দা আদি সখী সহ আনন্দিত মনে ।। হেনকালে সেইস্থলে সুবল আইল । তাহারে দেখিয়া প্যারী জিজ্ঞাসা করিল ।। গোষ্ঠে ছিলে একা এলে কিসের কারণ । কোথায় কালিয়ে সোণা সে বংশীবদন ।। সুবল কহিছে ওগো শুন কমলিনী । গোষ্ঠেতে বসিয়া আছে সে রতনমণি ।। গো ভূষণ কালাচাঁদ মুক্তাতে করিবে ।। পাঠালেন তোমার কাছে মুক্তা দিতে হবে ।। একথা শুনিয়া প্যারী লাগিল হাসিতে । গরুর ভূষণ হেতু মুক্তা হবে দিতে ।। অহঙ্কারে শ্রীমতীর জন্মাইল ভ্রম । বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর বিক্রম ।।পরিহাস ছলে কত উপহাস করে । কহিতে লাগিল তবে সুবল গোচরে ।। বহুমুল্য মুক্তা এত কেলিকদম নয় । ফেলে মেলে হারাইলে ক্ষতি নাই হয় ।। স্বাতিজলে সমুদ্রেতে শুক্তির ভিতরে । যে

মুক্তা জন্মায়ে তাহা দিব রাখালেরে॥ গোষ্ঠে থাকে ধেনু রাখে ফেরে বনে বনে। মুক্তার কতেক মুল্য রাখালে কি জানে॥ শিশু পশু সঙ্গে যার সদা সহবাস। কহিতে তাহার কথা মুখে আইসে হাস॥ এতবলি হেসে ঢলে পড়ে কমলিনী। অভিমানে সুবলের চক্ষে বহে পানি। কান্দি কহে মুক্তা মোরে নাহি দিল রাই। মুক্তা হল বড় মুল্য অমুল্য কানাই॥ এত বলি যথা হরি করিল গমন। কৃষ্ণের নিকটে আসি দিল দরশন॥ কৃষ্ণ বলে সুবল এলে মুক্ত দেহ ভাই। মন সাধে এসো সবে গোধনে সাজাই। সুবল বলিল মুক্ত নাহি দিল প্যারী। তোমারে বলিল মন্দ উপহাস করি। রাখাল বলিয়া কত করিল ভৎসন। সে কথা কহিতে মুখে না সরে বচন॥ এতবলি আঁখি জলে ভাসিল সুবল। অন্তর্যামী ভগবান জানিল সকল। দ্বিজ কহে কৃষ্ণচন্দ্র জগত আধার। দর্প হৈলে তাঁর কাছে নাহিক নিস্তার॥

কৃষ্ণ যশোদার নিকটে মুক্তা আনিতে যান।

পয়ার। সুবলের মুখে শুনি এসব কাহিনী। কুপিলা অন্তরে তবে দেবচক্রপাণি॥ দর্পহারি ভগবান বুঝি অহঙ্কার হরিতে রাধার দর্প করিয়া বিচার। সুবলে কহেনপ্রভু সান্তন বচন। শুন২ সখা তুমি স্থিরকর মন। কান্দায়েছে কমলিনী তোমারে যেমন। নিশ্চয় জানিবে প্যারী কান্দিবে তেমন॥ এত বলি সখাগণে রাখি সেই বনে। আপনি চলেন হরি যশোদা সদনে॥ স্নেহমুখে মা মা বলে উত্তরিল গিয়া। তাহা দেখি নন্দরাণী আইল ধাইয়া। চাঁদমুখে চুম্বদিয়া কোলেতে লইল। ব্যস্ত হয়ে কানায়েরে জিজ্ঞাসা করিল॥ হাঁরে কৃষ্ণ একা আলি কিসেরকারণ। কোথা দাদাবলরাম কোথা সখাগণ॥ দ্বন্দ করি বুঝি আসিয়াছ কারসনে। কে করেছে অপমান মোর বাছাধনে॥ কৃষ্ণ কন কার সহ দ্বন্দ নাহি করি। যে জন্য এসেছি মাগো নিবেদন করি॥ বৎসগণে সাজাইতে সাধ হৈল মনে। সেই হেতু আইলাম তোমার সদনে। মুক্তা দিয়ে গোভূষণ করে দিব আমি। অতএব আমারে মা মুক্ত

দেহ তুমি ।। দেমা দেমা বলি হরি যুড়িল রোদন । নন্দরাণী বলেবাপ এ আর কেমন ।। আরেরে আবালছেলে এ কেমন খেলা। গরুর গলায় দিবে মুকুতার মালা ।। এক মুক্তা বহু মুল্য ও নীলরতন ।। নহেত গাছের ফল দিব ততক্ষণ । ঘৃত ঘোল নহে বাছা যতপার খাবে আর ব্রজবালকেরে ডাকিয়া খাওাবে ।। মায়ের কথাতে ব্যথা পাইয়া অন্তরে । কান্দিয়া কহেন কৃষ্ণ জননী গোচরে ।। মুক্তা হৈল বহুমুল্য অমুল্য কাঞ্চন । নাহিদিলে যদি তবে যাই অন্য স্থান ।। মুক্তা হেতু যমুনার পারে আমি যাব । মুক্তা লাগি পরের মায়ে মা বলে ডাকিব ।। নতুবা জননী এক মুক্তা দেহ তুমি । রোপণ করিয়া মুক্তা বৃক্ষ করি আমি ।। মুক্তা বৃক্ষ করি আমি মুক্তা ফলাইব । যত মুক্তা চাহ মাতা তত আনি দিব ।। রাণী বলে অবোধ ছেলে এতে কি বৃক্ষ হয় । শস্যহীন সুকঠিন বৃক্ষজিবী নয় ।। ব্রজপুরে ঘরে ঘরে কত ছেলে আছে । কপাল গুণেতে বিধি সন্তান দিয়েছে ।। কৃষ্ণ বলে জানি মাগো যত দয়া মোরে । বান্ধেছিল চারিকড়া নবনীর তরে ।। তোমার যতেক স্নেহ আমা প্রতি আছে । ব্রজের যতেক লোক নয়নে দেখেছে । এত বলি বনমালী কান্দিতে লাগিল । তা দেখিয়া যশোদার দয়া উপজিল ।। কর্ণহৈতে এক মুক্তা লইয়া তখন । কৃষ্ণের করেতে তবে অর্পণ করেন ।। রাণী বলে বৃক্ষ যদি না পার করিতে । নবনীর মত পুনঃ বান্ধিব করেতে ।। কৃষ্ণ ভাবে জননীগো বান্ধিবে কি তুমি । বিনা ডোরে তোর কাছে বান্ধা আছি আমি ।। তবে হরি হরষিত হইয়া তখন । নাচিতে২ গেল যথা সখাগণ ।। কৃষ্ণ কন আনিয়াছি মুকুতা রতন । কর্দ্দম করহ তাহে করিব রোপণ ।। শুনি গোপালের বাণী যত শিশুগণ । যমুনার তীরে ভূমি করিল খনন । জল দিয়া কর্দ্দম করিল কুতুহলে । আপনি রোপিল হরি মুক্তা সেই স্থলে ।। যার মায়ায় অনিত্যকে নিত্য করি মানে । মুক্তালতা কোন তুচ্ছ দ্বিজ কবি ভনে ।।

কৃষ্ণ মুক্তাবৃক্ষ হইতে জন্মান্তর তৎফল দ্বারা গোভূষণ করেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। মুক্তারোপি কর্দ্দমেতে, হরি বলে সকলেতে অঙ্কুর তাহাতে জনমিল ॥ শুনহ অপূর্ব্ব কথা, দেখিতে২ পাতা, ক্রমে লতা বাড়িতে লাগিল। মায়াধারী মায়া কৈল ক্ষণেক মকুল হৈল, ফুটিল লতার যত ফুল। গন্ধেতে পূরিল ব্রজ, তুচ্ছ করি সরসিজ, লোভেতে ধাইল অলিকুল। ব্রজেতে নিবসে যারা, পুষ্পগন্ধ পেয়ে তারা, বলে ফুল কোথায় ফুটেছে! কেহ বলে গোবর্দ্ধনে, কেহ বলে বৃন্দাবনে, পুষ্প গন্ধে আমোদ করেছে। হেথা পুষ্প হৈল বাসি, মুক্তাধরে রাসি২, তোলে মুক্তা যতেক রাখাল। তবে সে চিকণকালা, আপনি গাথয়ে মালা, আর যত ব্রজের ছাওয়াল ॥ শ্রীদামের তরে হরি, কহেন বিনয় করি, আন বৎস সাজান মুক্তাতে। শুনিয়া হরির বাণী, শত শত বৎস আনি, মুক্তা দিল বৎসের গলেতে। বৃক্ষ পার্শ্ব দেশ, মুক্তায় করিল বেশ, প্রতি লোমে মুকুতার হালি। শৃঙ্গে শ্রুতি নাশামূলে, গেথে দিল মুক্তা তুলে, নাচে শিশু দিয়া করতালি ॥ শতচন্দ্র জিনি আভা, এক এক বৎস শোভা, দেখি সবে আনন্দিত মন পরে তুলি মুক্তাফল, হয়ে অতি কুতুহল, কৃষ্ণেরে সাজান সর্ব্বজন। কৃষ্ণ আনন্দিত মনে, মুক্তা তুলি তৎক্ষণে, সখাগণে দেন সাজাইয়া। সবে আনন্দেতে ভোর, আমোদের নাহি ওর, নাচে সবে নাচিয়া২ ॥ বেষ্টি কৃষ্ণ বলরাম, উচ্চারিয়া হরিনাম, নাচে গায় দেয় করতালি। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, ধন্য রে র[illegible]চয়, যার সখা প্রভু বনমালী ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিজালয়ে গমন।

লঘু-ত্রিপদী। মুকুতা লইয়া, হরিষ হইয়া, সুখে করে সবে কেলি। এমন সময়, সূর্য্য অস্ত হয়, অবসান হৈল বেলি বেলা হৈল শেষ, দেখি হৃষীকেশ, সখা প্রতি তবে কয়। শুন সখাগণ, ফিরাও গোধন, চল যাই নিজালয় ॥ রাণী মুক্তা দিল, তাহে বৃক্ষ হৈল, ফলিল বহু রতন। চল যাই ঘরে, বলিগে মায়েরে, করুন আসি দরশন ॥ আর কিছু মতি

তুলিয়া সংপ্রতি, লেহ বৃষ পৃষ্ঠে করি। মুকুতার ভারে, দিব জননীরে, দেখুক ব্রজের নারী।এতেক বলিয়া, মুকুতা তুলিয়া গাঁথিয়া সুন্দর হার। হয়ে কুতুহলী, বৃষ পৃষ্ঠে তুলি, লৈল সবে ভার ভার॥ তবে শিশুগণ, হইয়ে মিলন, আবা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে। মাঝে রাম কানু,বাজাইয়া বেণু,আনন্দে চলিল ঘরে॥ যাইতে যাইতে, দেখা আচম্বিতে, শ্রীমতীর সখীসনে দেখি সহচরী, উঠিল শীহরি, চমৎকার মানি মনে॥ দেখি মুক্তাচয়,হইয়া বিস্ময়,রাধারে কহিতে গেল। হেথা নন্দলাল, লয়ে ধেনুপাল,নিজালয়ে উত্তরিল॥ শুনি বেণু ধ্বনি, নন্দের ঘরণী, বাহির হইল ধেয়ে। দেখে মুক্তাময়, হইয়া বিস্ময়, এক দৃষ্টে রহে চেয়ে॥ তবে নন্দরাণী, লয়ে নীলমণি, চাঁদমুখে চুম্ব দিয়ে। বলে ও রতন, একি রে রতন, হেরি নাই জনমিয়ে॥ বলে কোথা পালি, ওরে বনমালী, এ হেন অমূল্য নিধি। কিবা তোরে দয়া, করে ভবজায়া, কিবা দয়া করে বিধি॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, কহে শুন নন্দরাণী। কিবা ভাব বিধি, বিধাতার বিধি, তোমার এ নীলমণি॥

যশোদা মুক্তা দর্শনে বিস্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের
শরীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখেন।

পয়ার। কৃষ্ণ কন শুন মাগো করি নিবেদন। তোমার প্রসাদে হৈল মুকুতার ধন॥ দিয়াছিলে যেই মুক্তা করিনু রোপণ। জন্মিল অপূর্ব্ব বৃক্ষ মুক্তালতাবন॥ তাহাতে ফলিল বহু মুক্তা রাশি রাশি। আপন চক্ষেতে মাগো দেখ তুমি আসি॥ এত শুনি যশোমতী হয়ে চমকিত। চলিলা কাননে তবে রোহিণী সহিত॥ যমুনার তীরে দেখে অপূর্ব্ব কানন। তার মাঝে শোভা করে মুক্তালতাবন॥ ঝলমল করে কত অমূল্য রতন।হেরিয়া বিস্ময় হৈল যশোদার মন।রাণী ভাবে এ কর্ম্মত মনুষ্যের নয়। পুত্রভাবে জনমিল কোন মহাশয়॥ ভাবিতে ভাবিতে হৈল জ্ঞানের উদয়। দিব্যজ্ঞানে দেখে রাণী হইয়া বিস্ময়॥ বিশ্বের আধার প্রভু বিরাট আকার।একেক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার॥ আকাশ পাতাল ভূমি জঙ্গল

সাগর। নাগ নর দেবাসুর গন্ধর্ব্ব খেচর ।। বিধি ভব সাগর বরুণ হুতাশন। অরুণ কুবের যম সোম ষড়ানন ।। কত শত পৃথিবীতে দেখে কত আর। কতশত বৃন্দাবন মধ্যেতে তাহার কতশত নন্দঘোষ কত যশোমতী। কতশত ধেনুপাল রাখাল প্রভৃতি ।। কৃষ্ণের শরীরে সব নিরীক্ষণ করে। জন্মিল বিষম ভয় রাণীর অন্তরে ।। সাক্ষাতে পরমব্রহ্ম পুরুষ রতন। স্তব করিবারে রাণী করিল গমন। বুঝি জননীর ভাব প্রভু ভগবান। মায়া বিস্তারিয়া পুনঃ মায়েরে ভুলান ।। কেমন কৃষ্ণের মায়া আশ্চর্য্য কথন। দেখিতে দেখিতে রাণী হৈল বিস্মরণ। ঘুচিল ঈশ্বর ভাব পুত্র ভাব হৈল। বদন চুম্বিয়া কৃষ্ণে কোলেতে করিল ।। আশ্চর্য্য মানিয়া তবে রোহিনী সহিত। আপন আলয়ে গেল হয়ে হরষিত। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন। এখানেতে শ্রীমতীর কহি বিবরণ ।।

দূতী কর্ত্তৃক শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের
সংবাদ দেন।

ধুয়া। শুনশুন ওগো রাধে পিরীতের প্রলয় হলো।
সাধের মন্দিরে বিষাদাসি প্রবেশিল ।। নাহি জানি
কি কারণ, কালচাঁদ হৈল হেন, আমারে হেরিয়া
কেন বাঁকা আঁখি ফিরাইল ।। *

পয়ার। হেথা দূতী মুক্তমালে দেখি গো ভুষণ। লোক মুখে শুনিয়া যতেক বিবরণ ।। দ্রুত হয়ে শ্রীমতীর নিকটেতে গিয়া। কহিতে লাগিল কথা বিশেষ করিয়া ।। আজি গিয়াছিনু আমি নন্দের ভবন। পথেতে দেখিনু যাহাশুন বিবরণ আসিতে আসিতে পথে হেন জ্ঞান হয়। অকস্মাৎ পুর্ব্বদিকে লক্ষ চন্দ্রোদয়। স্তুকিত হইয়া আমি রহি সেইখানে। আশ্চর্য্য দেখিনু রাধে শুন বিদ্যমানে। গোষ্ঠেহৈতে নন্দসুত গোধন লইয়ে ।। নাচিতে নাচিতে আইসে সেই পথ দিয়ে ।। মুক্তা দিয়ে মণ্ডিত করেছে ধেনুপাল। মুক্তার মণ্ডিত আর যতেক রাখাল ।। তার মাঝে মুক্তায় মণ্ডিত রাম কানু। মৃদু মৃদু গমনেতে বাজাইছে বেণু ।। কি কব তাহার শোভা না হয় বর্ণন। শত শত চক্ষু হৈলে করি দরশন ।। আর কত মুক্তা

তার বৃষ পৃষ্ঠে করে। লইয়াছে জননীরে ভেটিবার তরে॥ মুক্তার আভাতে আলো হৈল চমৎকার। নিশিতে চন্দ্রিমা যেন হবে অন্ধকার॥ দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় হইলাম মনে। অবশ্য আনিবে মুক্তা তোমার কারণে। আপনি করিবে হার তোমার ভূষণ। আমরা করিব সবে সুখে দরশন॥ কিন্তু রাধে কালা চাঁদে সে ভাব না দেখি। আমারে হেরিয়া হরি ফিরাইল আঁখি॥ শেষে শুনি লোকমুখে সব বিবরণ। সুবলে পাঠায়েছিল মুকুতা কারণ॥ তুমি তারে এক মুক্তা নাহি দিলে প্যারী। আর কত করেছিলে উপহাস করি॥ সেই অভিমানে মনে ক্রোধিত হইয়া। নন্দরাণী স্থানে মুক্তা চাহিয়া লইয়া॥ যমুনার তীরে গিয়া করিয়া রোপণ। সৃজন করিয়া তথা মুক্তা লতাবন॥ শুনে কমলিনী হৈল বিষণ্ণ বদন। অবাক হইয়া মুখে না সরে বচন॥ রাধা কন মুক্তা জন্য নাহি ভাবি দুঃখ। বুঝি নন্দসুত মোরে হইল বৈমুখ॥ হায় আমি কি করিলাম সুবলে ভর্ৎসিয়া। মুক্তা না দিলাম কেন ভ্রমান্ধ হইয়া॥ তুচ্ছ ধন হেতু কৃষ্ণ ধনে তুচ্ছ করি। ধিক এ জীবনে আমি কেন প্রাণ ধরি॥ সোণা ফেলে দিলাম কি অঞ্চলেতে গিরে। প্রমত্ত হইয়া পুন্য না চাহিনু ফিরে॥ দোষে রোষিয়াছে হরি আসিবে কি আর। তবে বল এ জীবনে কি ফল আমার॥ বল ওগো সহচরী কি করি উপায়। শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে বুঝি প্রাণ যায়॥ কি করিতে কি হইল না বুঝি কারণ। আমারে ত্যজিলে কি হে শ্রীমধুসূদন॥ এত বলি কপালে আঘাত করে প্যারী। দ্বিজ বলে কর্মগুণে হারাইলে হরি॥

ললিতা শ্রীমতীকে ভৎসনা করেন।

ধুয়া। এখন কান্দিলে রাধে উপায় কি হবে আর। হারাইলে নটবর তুমি দোষে আপনার॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী। তবে ত ললিতা ধনী, কহিছে ভৎর্সনা বাণী, শ্রীমতীরে করি সম্বোধন। মুক্তা বহুমূল্য করি, অমূল্য

করিলে হরি, ভাবিলে কি হইবে এখন ।। মুক্তা হেতু সুবল এলো, না পাইয়া ফিরে গেল, লোকে মুখ দেখাব কেমনে। পড়িল বিষম দায়, নাহি দেখি সদুপায়, হারাইলে বুঝি কৃষ্ণ ধনে ।। আর নাপাইবে দেখা, না আসিবে সেই সখা, প্রমাদ করিলে বিনোদিনী। ব্রজনাথ কোপ কৈল, সকলি বিফল হৈল, বল দেখি কি করিবে ধনী ।। অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, পাসরিলে সব তত্ত্ব, অনিত্য ভাবিলে নিত্যধন। ধন মদে মত্ত ছিলে, উচিত তাহার পেলে, দর্পহারী শ্রীমধুসূদন ।। সেই যে নীলরতন, ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন, তুচ্ছ ধন হেতু তুচ্ছ কর। যেমন করিলে গর্ব্ব, হইল তাহার খর্ব্ব, এখন কান্দহ নিরন্তর ।। শুনি ললিতার বাণী, কান্দি কহে কমলিনী অন্তরেতে পাইয়া যাতনা। কৃষ্ণের বিরহ জ্বরে, সদা দেহ দগ্ধ করে, আর তাহে কর না লাঞ্ছনা ।। স্মরিলে কালার কথা, হৃদয়েতে পাই ব্যথা, প্রাণ সদা কান্দি কান্দি উঠে। সে জ্বালায় জ্বলে মরি, দিলনাকো সহচরী, কাটা ঘায়ে লবণের ছিটে ।। হয়ে আছি শবাকার, শবের উপরে আর, অস্ত্রাঘাত করিলে কি হবে। এক্ষণে উপায় কর, মিলাইয়া নটবর, রাধারে কিনিয়া রাখ সবে। রামচন্দ্র পুর ধাম, শ্রীদুর্গা-প্রসাদ নাম, হৃদয়েতে ভাবি বনমালি। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, গ্রন্থ করে মুক্তাবলী ।।

সখীগণের মন্ত্রণা।

পয়ার। রাধাকে কাতরা দেখি যত সখীগণ। মন্ত্রণা করয়ে কৃষ্ণ মিলন কারণ ।। বৃন্দা কহে ললিতা গো শুনহ বচন। গত অনুসুচনাতে নাহি প্রয়োজন। কৃষ্ণের বিরহানল হইয়া প্রবল শুকাইল রাধিকার শ্রীমুখকমল ।।আর তাহে বাক্য বায় অনুচিত তায়। এক্ষণে মিলন হেতু ভাবহ উপায় ।। এমন উপায় তার করহ এখন। রাধার সম্মান থাকে মিলে কৃষ্ণ ধন ।। কালি প্রাতে উঠি জল আনিবার ছলে।। চল সবে যাই মোরা যমুনার জলে ।। জলের ছলেতে গিয়া মুকুতার বন। যত মুক্তা লতা পাতা করিব হরণ ।। মূল সহ

একেবারে করিব যে চুরি। তার অন্বেষণে ব্যস্ত হবে নর হরি॥ ব্যস্ত হয়ে কালাচাঁদ ভ্রমিবে যখন। আমরা কহিব তবে ইঙ্গিত বচন॥ কমলিনী লইয়াছে মুকুতা হরিয়া। তাহা শুনি হৃষীকেশ আসিবে রুষিয়া॥ রোষে হউক তোষে হউক আইলে এখানে করিতে পারিব তবে মিলন বিধানে॥ গৃহে এলে নটবরে নানা কথা কব। উলটিয়া রাধাকান্তে রাধারে সাধাব॥ এতেক মন্ত্রণা করি রজনী বঞ্চয়ে। প্রভাতে যমু-নায় যায় সকলে মিলিয়ে॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কহে শুন সখীগণে চোরের বিষয় চুরি করিবে কেমনে॥ কটাক্ষেতে মন চুরি করেছে যে জন। কেমনে করিবে চুরি সে চোরের ধন॥

মুক্তাবন রক্ষণে শ্রীদামাদি নিযুক্ত।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। এখানেতে নারায়ণ, জানিয়া সখীর মন, প্রাতঃকালে উঠি ত্বরা করি। হয়ে অতি দ্রুতমন, সঙ্গে লয়ে সখীগণ, গোষ্ঠেতে চলিল নরহরি॥ ধবলী শ্যামলী রবে, ধেনু বৎস্য লয়ে তবে, উপনীত যথা মুক্তাবন। দেখিয়া অপূর্ব্ব মতি, হরিষ হইয়া অতি, শ্রীদামের প্রতি হরি কন॥ শুন সখা মোর বোল, নাহি হও উতরোল, বৎসের চারণ আমি করি। হয়ে অতি সাবধান, রক্ষা কর মুক্তা বন, কেহ যেন নাহি করে চুরি॥ এতবলি জনার্দ্দন, সমর্পিয়া ক্ষ্যান, শ্রীদামাদি আর শিশুগণে। বলরামে লয়ে সনে, নিভৃত নিবীড় বনে, গেলা হরি বৎসের চারণে॥ এইরূপ নন্দসুত, মনে ভাবে কত মত, লীলা করে কত কব তার। অনাদি অনন্ত বিভু, অনাথের নাথ প্রভু, যার লীলা ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর ভকতবৎসল শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজদাস, অন্তে দিয়া চরণ কমল॥

সখীগণের মুক্তাবনে গমন ও শ্রীদামের দর্প।

ধুয়া। আজি ধরা গেল ভাল মনচোরা নারী। ভাঙ্গিল গুমান এবে যত ভারিভুরি॥ প্রকাশিয়া ভারিভুরি, কৃষ্ণধন কর চুরি, না জান সে নরহরি, যেই ভঙ্গে তারি॥

পয়ার। জল আনিবার ছলে যত সখীগণ। উপনীত হৈল গিয়া যথা মুক্তাবন॥ দেখিয়া মুক্তার শোভা অতি সুশোভন এক চিত্ত হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ॥ অবাক হইয়া সখী কিঞ্চিৎ রহিয়া। ধীরে ধীরে মুক্তাবনে প্রবেশিল গিয়া॥ মুকুতা হরণ হেতু করিয়া মনন। চমকিত হয়ে সবে করেন ভ্রমণ॥ হেনকালে রাখালেরা দেখিয়া সত্বর। ফের ফের বলি শব্দ করে ঘোরতর॥ অসি ঢাল খাড়া টাঙ্গী হস্তেতে লইল। অতিবেগে সেইদিকে ধাইয়া আইল॥ চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে করে মহা সোর। কেহ বলে দেখো যেন না পলায় চোর॥ কেহ ঢাল খাড়া ঝাপে কেহ যোড়ে তীর। দন্ত কটমট করে কম্পিত শরীর॥ কাট কাট মার মার বলে কোনজন। কেহ বলে করে করে করহ বন্ধন॥ কেহ বলে সাবধানে ধর চোরা নারী। হাজির করিব লয়ে কংস বরাবরি॥ এইরূপে রক্ষকেরা করে যে তর্জ্জন। মহা ভয়ঙ্কর স্থান হৈল মুক্তাবন॥ দেখিয়া সখীর মনে উপজিল ভয়। হেটমাথা করি সবে স্তব্ধ হয়ে রয়॥ তবেত শ্রীদাম কহে কোপেতে রুষিয়া। শ্রীমতীর দূতী সখী বৃন্দারে চাহিয়া। নারী হয়ে চুরিকর্ম্ম কর নিরন্তর। আজি ধরা পড়িয়াছ শিখাব সত্বর॥ আমাদের সর্ব্বধন নন্দের নন্দন। চোরা প্যারী কটাক্ষে হরেছে তার মন। চিরকাল আমাদের ধনে তোরা বৈরি। পুনরপি আসি সবে মুক্তা কর চুরি। নারী না হইলে ফল পাইতে তৎপরে। আপনার মান লয়ে পলাও সত্বরে।' সুবল কহিছে পুনঃ পূর্ব্ব রাগ স্মরি। কোন মুখে আসি তোরা মুক্তা করিস চুরি॥ এক মুক্তা লাগিয়া সয়েছ কত কথা। সে কথা স্মরিতে হৈলে মনে পাই ব্যথা॥ পলাও পলাও সবে কর নিজ কায। নারী হয়ে চুরি কর্ত্তে নাহি বাস লাজ॥ মনে ভাবিয়াছ বুঝি পাবে কৃষ্ণনিধি। সেই দিনে সে বাসনা ঘুচায়েছে বিধি॥ আর না পাইবে কৃষ্ণ শুনসা রোদ্ধার। আপনার মান লয়ে যাহ নিজাগার॥ এতেক শুনিয়া বাণী যত সখীগণে। ঝর ঝর ঝরে বারি কমল নয়নে॥ রাখালের স্থানেতে পাইয়া অপমান। কান্দিতে কান্দিতে সবে করিল পয়ান॥ মনে ভাবে কোন

ভাবে পাব কৃষ্ণধনে। দ্বিজ বলে কৃষ্ণরূপ সদা ভাব মনে॥ ভক্তের পরাণ কৃষ্ণ ভক্তের জীবন। ভক্তিতে ভাবনা কর পাবে কৃষ্ণধন॥

শ্রীকৃষ্ণ মিলনাশে গোপীগণের উপায় চেষ্টা।

পয়ার। তবে সখীগণ অতি বিষাদিত মনে। সেদিন চলিল সবে আপন ভবনে॥ কোনমতে কৃষ্ণ পাব করেন ভাবনা। পুনরপি বৃন্দা দূতী করিলা মন্ত্রণা॥ কালি পুনঃ যমুনার আনিবারে জল। তৃতীয় প্রহরকালে সকলেতে চল॥বৈকালে বিপীনে হরি ভ্রমিবে যখন। রাধা লয়ে সেই পথে করিব গমন॥ গুণময়ী রাধিকা প্রকাশি নিজগুণ। বন্দি করিবেক সেই শ্রীহরির মন॥ প্রথমেতে রজোগুণ করিয়া সঞ্চয়।করিব কৃষ্ণের মনে রসেরউদয়॥ তাহাতে কটাক্ষ বাণকরিয়া সন্ধান বিন্ধিয়া আঁনিবে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ॥তাহে যদি বশীভূত হয় নরহরি। পুনরপি তমোগুণ প্রকাশিত করি॥ আঁখি ঘোরতর করি বাড়াইল মান। হরিয়া হরির মন করিবে প্রয়াণ॥ সে ভাবেতে যদি নাহি ভুলে শ্রীনিবাস। তবে আছে সত্বগুণ করিবে প্রকাশ॥ ভক্তিডোর দিয়ে বন্দি করি নারায়ণে। তখনি আসিবে লয়ে আপন ভবনে॥ সত্ব তত্বময় সেই প্রভু নারায়ণ। না পারিবে ভক্তি ডোর করিতে ছেদন॥ বান্ধিয়া আনিবহরি কি ভাবনাতার। তিনি গুণময়ীমায়া গুণেতে রাধার॥ এতেক মন্ত্রণা করি সে দিন থাকিয়া।পরদিন গৃহ কর্ম্ম সব সমর্পিয়া। ভোজনান্তে একত্রে মিলিয়াসখীগণ।জল আনিবার ছলে চলিল তখন॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহন রূপ ধারণ।

পয়ার। এখানেতে শ্রীনিবাস জানিলা অন্তরে। আসিতেছে গোপীগণ ভুলাবার তরে। কটাক্ষ করিয়া চাহে আমা ভুলাইতে। ইহার উচিত ফল শীঘ্র হবে দিতে॥ এত ভাবি নারায়ণ হৈল মনোমোহন। হেরিলে হইবে মোহ গোপীকারমন মায়াধারী মায়া করে অপূর্ব্ব কথন। যাহার মায়ায় মুগ্ধ এ ন ভুবন॥ যে মায়াতে মোহ প্রাপ্ত বিধি শূলপাণি।সেই

হরি ব্রহ্মরূপ ধরিলা আপনি।। নিকটেতে বসি যত ব্রজশিশু ছিল। দেখিতে দেখিতে তারা চতুর্ভুজ হৈল। মৃগ করি অশ্ব আর শল্লকী। ভ্রমরা কোকিল শিখি চতুর্ভুজ দেখি।। অন্য পক্ষ শল্লভাদি চতুর্ভুজ সবে। তৃণ গুল্মলতা বৃক্ষ সবে ব্রহ্ম-ভাবে।। কত দূরে স্বর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাইলা। শত লক্ষ পুরী হরি তথায় করিলা। কিবা সে পুরের শোভা কে বলিতে পারে। অপূর্ব্ব পতাকা উড়ে ধ্বজের উপরে। স্থানে২ মাণিক্য বেদিকা শোভা পায়। কাঞ্চনে সোপান বদ্ধ উজ্জ্বল তাহায়। শেষ কক্ষে রত্ন সিংহাসনের উপরি। বসিলেন রাধাকান্ত লক্ষ্মী সঙ্গে করি। প্রতিদ্বারে এক এক রাধার প্রহরী।। ললিতা বিশাখা আদি সঙ্গে সহচরী। কি কব যে রাধারূপ বুঝ অনুভাবে। বৃষভানু নন্দিনী হেরিয়া মোহ যাবে। এই রূপে চক্র করে রহে চক্রপাণি। হেনকালে সখী সহ আইল কমলিনী।।

শ্রীরাধার গোষ্ঠে গমন।

লঘু ত্রিপদী। হেথা কমলিনী, লইয়া সঙ্গিনী উপনীত গোষ্ঠ মাঝে। না দেখিয়ে কালা২ হইল বিকলা, হৃদয় সরসী রাজে।। না দেখি গোধন, নাহি সখাগণ২ নাহি কিছু পূর্ব্ব ভাব। নাহি বনচর, ময়ূর চকোর, কোকিল ভ্রমর রব।। সে সব আকার২ নাহি কিছু আর২ নহে যেন বৃন্দাবন। বৈকুণ্ঠ সমান, হেরি সে স্থান, চমকিত হৈল মন। যে দিকে নেহারে সেইদিকে তারে, দেখে চতুর্ভুজময়। নব জলধর, রূপ মনোহর, শঙ্খচক্র শোভা হয়।। দেখিয়া সে রূপ, অতি অপরূপ, রাধার জন্মিল ভয়। হইল অবাক, নাহি সরে বাক, মনেতে জন্মে বিস্ময়।। হায় একি দায়, এলাম হেথায়, এ স্থান বিষম দেখি। আমারে ত্যজিয়ে, নিষ্ঠুর কালিয়ে, কোথা গেল বল দেখি।। করেছিনু গর্ব্ব, হইল সে খর্ব্ব, বল কি উপায় করি। কালার বিরহে, সদা মন দহে, বুঝিগো প্রাণেতে মরি। বলিতে বলিতে, হৈল আচম্বিতে, যেন পাগলিনী প্রায়। কৃষ্ণে অন্বেষিয়ে, বেড়ায় ভ্রমিয়ে, দ্বিজবর ভায়া গায়।।

শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ বিরহ।

ধুয়া। নাথের বিচ্ছেদে সখী বুঝি পাগলিনী হই। কি হইল অন্তরে মোর বুঝিতে না পারি সই।। আমি গো অবলা বালা, না সহে বিরহ জ্বালা, বিনে সে চিকণ কালা, কেমনে জীবনে রই।।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মুগধা হয়ে কমলিনী। ভ্রমণ করেন তথা যেন পাগলিনী।। সম্মুখে যতেক দেখে বৃক্ষলতা ফুল। জিজ্ঞাসা করয়ে রাধে হইয়া ব্যাকুল।। মাধবী লতার প্রতি কহিছে কিশোরী। তুমি কি দেখেছ মোর প্রাণ কান্ত হরি।। এই যে আছিল তব নিকটে বসিয়া। সখাগণে সাজা ইল তব ফুল দিয়া।। আমারে দেখিয়া নাথ অদেখা হইল। কহ কহ মাধবী গো কোথা লুকাইল।। নাথের বিরহে মোর বিদারিছে হিয়ে। তুমি গো মাধবী বট মাধবের প্রিয়ে।। তবে কেন মোর বোলে উত্তর না দিলে। স্বপত্নী বলিয়া বুঝি বিবাদ সাধিলে।। পরে ধনী ধেয়ে যায় যথা কৃষ্ণকেলি।। কহিতে লাগিল কিছু করে কৃতাঞ্জলি।। কৃষ্ণের নামেতে তব নাম আদ্যমূল। অবশ্য জানহ তুমি কৃষ্ণের আমুল।। কদম্বে কহিছে ধনী করিয়া মিনতি। সর্ব্বদা তোমার মূলে নাথের বসতি।। পদচিহ্ন পড়ে আছে দেখি তব হেথা। কহ কহ কদম্ব হে কৃষ্ণ গেল কোথা।। অশোকে দেখিয়া প্যারী যায় ত্বরা করি। আলিঙ্গন করে গিয়া অশোকেরে ধরি। বলে ধনী তব নাম জানিহে অশোক। তোমারে ধরিয়া কেন বাড়ে মোর শোক।। অনুভব করি পূর্ব্বে আছিল অশোক। নাথের বিরহে বুঝি হয়েছে সশোক।। নতুবা অশোক কেন তোরে দিয়া কোল। বন্ধুর বিচ্ছেদ শূল হইল প্রবল।। এই রূপে বনেবনে করয়ে ভ্রমণ। হেনকালে দেখেযত চতুর্ভুজগণ দ্রুত হয়ে তথা গিয়া জিজ্ঞাসয়ে কথা। তোমরা দেখেছ মোর প্রাণকান্ত কোথা।। অভিন্ন কৃষ্ণের বপু দেখি তোমা সবে। অনুভবে বুঝি যে কৃষ্ণের কেহ হবে।। অতএব নিবেদন করি মহাশয়। কৃষ্ণের বিরহে মোর দহিছে হৃদয়।। নারীজাতি না

বুঝিয়া করেছিনু গর্ব্ব। সে গর্ব্ব আমার এবে হইয়াছে খর্ব্ব। এক্ষণে নাথেরে পাই কিবা সে কৃতান্ত। তবেত রাধার প্রাণ হইবেক শান্ত॥ যদ্যপি তোমরা তার জানহ সন্ধান। বলে দিয়ে অধিনীর রক্ষা কর প্রাণ। এত বলি হরিপ্রীয়ে করেন রোদন। কোন চতুর্ভুজ কিছু না কহে বচন॥ তবে ক্রোধে চতুর্ভুজে কহে কমলিনী। তাচ্ছল্য করিলে বুঝি দেখিয়া দুখিনী॥ যেমন না বুঝিলে হে মোর মনস্তাপ। এই হেতু তোমা সবে দিব অভিশাপ। কৃষ্ণ ভজনের গুণে কৃষ্ণ বপু হবে। কি সুখ কি দুঃখ বোধ দেহেতে না রবে। শাপ শুনি সবাকার আনন্দিত মন। শাপ বর হৈল বলি নাচে সর্ব্বজন॥ তথা হৈতে কমলিনী করিয়া গমন। কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥ এইরূপে ভ্রমে রাধা পাগলিনী প্রায় তদন্তে শুনহ সবে দ্বিবর গায়॥

শ্রীরাধার মোহন।

ধুয়া। কোথা হে কালিয়ে সোণা রাধিকা মনোরঞ্জন॥ অধিনীরে দয়া করি দেহ দরশন॥ আমি জানি আমি রাধা, তোমার অঙ্গের আধা, এবে হেরি বাধা, এ আর কেমন॥

পয়ার। কান্দিতে কান্দিতে প্যারী ভ্রমে সেইবন। শ্রীকৃষ্ণের মায়া পুরী হৈল দরশন॥ কহে কমলিনী শুন বৃন্দা সহচরী। এই পুরী মধ্যে গিয়া লুকায়েছে হরি॥ চল চল শীঘ্র যাব পুরীরভিতরে। অবশ্য পাইব মোরা সেইনটবরে॥ এত বলি সখী সঙ্গে চলে কমলিনী। দ্বোবিরিকা দেখে দ্বারে অপুর্ব্বকাহিনী সুবর্ণের ছড়ি হাতে সঙ্গেসহচরী। বসিয়া আছেন দ্বারে হইয়া প্রহরী॥ আপন আকার প্যারী দেখে সমুদয়। আপনার সখী সম দেখে সখীচয়। কিন্তু রূপ আপনা হইতে সমুর্জ্জল। নানাবিধ অলঙ্কারে করে ঝলমল॥ দেখিয়া কিশোরী মনে হইল বিস্ময়। নিরব হইয়া ধনী একদৃষ্টে রয়॥ তাহা দেখি দ্বোবারিকা জিজ্ঞাসা করিলা। কে তুমি কোথায় থাক কি হেতু আইলা॥ ঝর ঝর রাধিকার ঝরিছে নয়নে। দুঃখিনী সমান কেন ভ্রমিতেছ বনে॥ শুনি কমলিনী কহে

শুন দৌবারিণী। কৃষ্ণের প্রেয়সি নাম রাধা বিনোদিনী ॥ ব্রজেতে বসতী বৃষভানুর কুমরী। কাতরা হয়েছি হারাইয়া বংশীধারী। অহঙ্কার করেছিনু নাথের উপরে। সেই হেতু প্রাণকান্ত ছাড়িয়াছে মোরে ॥ তার অন্বেষণে আমি ভ্রমিতেছি বনে। সেই হেতু আইলাম তোমার সদনে ॥ অনুপা করি পুরে আছে নরহরি। যদি দ্বার ছাড় তবে দরশন করি। নাথের বিচ্ছেদে মোর প্রাণ বাহিরায়। দয়া করে দৌবারিণী দেখাও তাহায় ॥ শুনি দৌবারিকা রাধা কহে রাধা প্রতি। রাধা নাম ধর কোন ব্রজেতে বসতি। এখানে কমলা কান্ত কমলা লইয়া। বিহারকরেন সদা বিরলে বসিয়া ॥ শত দ্বারে শত রাধা আছে দৌবারিণী। আধার আছয়ে রাধা শ্রবণে না শুনি ॥ কোন সখী আসি হাসি এ দেখায় ওরে। দেখ দেখ আসিয়াছে রাধা নাম ধরে ॥ কেমন কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে। আর কি আছয়ে রাধা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে অবাক হইয়া সবে করে উপহাস। তাহা দেখি কিশোরীর অধিক হুতাশ ॥ তবে দৌবারিণী রাধা কহে দয়াকরি। যাও যাও পুরী মধ্যে দেখ গিয়া হরি। কিন্ত এইমত আছে শতেক দুয়ার। শতেক প্রহরী রাধা আছয়েতাহার ॥ সবাকার নিকটেতে হবে কৃতাঞ্জলি। তবে সে দেখিতে পারে প্রভু বনমালী এই কথা শুনি প্যারী চলে তৎক্ষণ। অন্তদ্বারে গিয়া তবে দিল দরশন। সেখানেতে এইরূপ পরিচয় দিলা। ক্রমে২ শত দ্বারে প্রবেশ করিলা ॥ প্রতিদ্বারে পূর্ব্বমত উপহাস করে দেখিয়া বিস্ময় হৈল রাধার অন্তরে। মনে ভাবে গর্ব্ব আমি করেছি যেমন। তাহার উচিতফল পেলাম তেমন। অনাথের নাথ হরি ব্রহ্ম সনাতন। যাহার ইচ্ছায় হয় এ তিন ভুবন ॥ রাধা সৃষ্টি করা তাঁর কোন বড় ভার। না বুঝিয়া নিজ মনে করি অহঙ্কার ॥ এত ভাবি রজ তম গুণ তেয়াগিল। সত্ত্বগুণ আসি হৃদে উদয়হইল ॥ তবে কতক্ষণে রাই প্রবেশিয়া পুরে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম দরশন করে ॥ ব্রহ্মরূপে বিরাজিত কমললোচন। কমলা করেন বসি চরণ সেবন। শ্রীঅঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ করি দরশন। মুর্চ্ছিত হইয়া পুনঃ পড়ে সেইক্ষণ ॥ কি

ক্ষিৎ বিলম্বে ধনী চৈতন্য পাইলা । ব্যস্তেব্যস্তে নারায়ণে স্তুতি আরম্ভিলা ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে শ্রীকৃষ্ণ চরণে । পুরাও শিশুর আশা প্রভু নিজগুণে ॥

শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । ব্রহ্মরূপ হেরি হরি, করযোড় করি প্যারী স্তুতি করে অনেক প্রকার । তুমি ব্রহ্ম তুমি শিব, তুমি দেহ তুমি জীব, তোমা হৈতে এতিন সংসার ॥ স্থাবর জঙ্গম জল, তুমি শূন্য তুমি স্থল, চারচর ভুচর খেচর । তুমি নাগ তুমি পক্ষ, তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ, দেব সুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ তুমি গুল্ম তুমিলতা, তুমি বৃক্ষ তুমি পাতা, তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন ॥ তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি অগ্র তুমি মূল, তোমা হৈতে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥ তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র, তুমি বিদ্যা তুমি যন্ত্র, বাদ্যকর আপনি কুমারী । তুমি ত্রিজগত কর্ত্তা, তুমি নারী তুমি ভর্ত্তা, আমি নারী কি বলিতে পারি ॥ তুমি সূর্য্য তেজো রাশি, নক্ষত্রেতে তুমি শশী, শাম বেদ তুমি গদাধর ইন্দ্রিয়ের মন তুমি, ভুমেতে চৈতন্য গামি, একাদশ রুদ্রেতে শঙ্কর ॥ বসুর পাবক কয়, পর্ব্বতেতে হিমালয়, পুরোহিত তুমি বৃহস্পতি । সেনাপতি স্কন্দমানি, নদিতে সাগর জানি, মহর্ষিতে ভৃগু মহামতি ॥ সিদ্ধিতে কপিল কয়, অশ্বে উচ্চৈশ্রবা হয়, বৃক্ষে হয় অশ্বত্থ গণন । হস্তী মধ্যে ঐরাবত, গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, দেবঋষি নারদ তপোধন । আয়ুধেতে বিপ্ররূপ, নৃপ মধ্যে তুমি ভূপ, কামধেনু ধেনুতে বাখানি । সর্পেতে বাসুকি হও, নাগেতে অনন্ত কও, বরুণেতে যাদব আপনি । অসুরে প্রহ্লাদ তুমি, মৃগে সিংহ জানি আমি, পক্ষীতে গরুড় ধর নাম । বিদ্যাতে অধ্যাত্ম যেই, স্রোতবা জাহ্নবী সেই, শস্ত্রপাণি তুমি হে শ্রীরাম ॥ জপ যজ্ঞ সমদম, তুমি সে নিয়ম যম, তব গুণ ত্রিগুণ অতীত । আছহ সর্ব্বত্র ব্যাপে, লিপ্ত নহ কোন রূপে, নিরাকার সকারা বিদিত ॥ অনাথের নাথ প্রভু, অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিভু, গুণাতিত তুমি গুণ

ধাম। আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, দুঃখিজনে না হইও বাম॥ কুলশীল তেয়াগিয়ে, তোমার শরণ লৈয়ে, নাম হৈল রাধা কলঙ্কিণী। তোমা বিনে নাহি জানি, মোরা যত আহিরিণী, দয়াকর ওহে যাদুমণি॥ পঞ্চ মুখে পঞ্চাননে কৃষ্ণগুণ নাহি জানে, বেদ মুখে বিধি না হি পায়। ষড়মুখে ষড়ানন, যার অন্ত নাহি পান, এক মুখে কি করি উপায়॥ মুদিয়ে যুগল আঁখি, স্তুতি করে বিধুমুখী, দয়া উপজিল মনে। আপনি উঠিয়া হরি, শ্রীমতীর করে ধরি সান্ত্ব করে অনিয়া বচনে॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, সদা কর ভকত বৎসল। শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ-দাস অন্তে দিও চরণ কমল॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি সদয়।

পয়ার। স্তবেতে হইয়া তুষ্ট প্রভু নারায়ণ। সম্মোহন রূপ তবে করি সম্বরণ। দূরেগেল মায়াপুরী দ্বারী চতুর্ভুজ। পূর্ব্ব মত হৈল প্রভু সুন্দর দ্বিভুজ॥ আপনি উঠিয়া তবে শ্রীমধুসূদন। শ্রীমতীর করেধরি কহেন বচন। স্থিরহও প্রাণপ্রিয়ে কেন এত স্তুতি। তবগুণে বদ্ধ আমি আছি গুণবতী। তোমার আমায় কভু নাহিক প্রভেদ। কি কারণে কমলিনী এত কর খেদ॥ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের আধা রাধা বিনোদিনী। আগম নিগমে বেদে এই কথা শুনি॥ তোমার অধীন আমি আছি চিরকাল। তোমার কারণে ব্রজে হই নন্দলাল। স্থিরহও ভয় ত্যাজ চাহ একবার। সম্মুখে দাড়ায়ে দেখ শ্রীকৃষ্ণ তোমার এতেক বলিলা যদি কোমললোচন। আস্তে ব্যস্তে কমলিনী মেলিলা নয়ন॥ আঁখি মেলে দেখে ধনী পূর্ব্বরূপ নাই। সম্মুখে দাড়ায়ে আছে নন্দের কানাই॥ শ্রীদাম সুবল আদি রাখে বৃন্দাবন। অন্য রাখালেরা সবে চরায়গোধন। নাহিক সে সব দ্বারী নাহি সেই পুর। দেখিলেন কমলিনী নিজ ব্রজ পুর॥ তবে সখীগণ কহে রাধারে চাহিয়া। হায় হায় কি হেরিলাম কেনৈল হরিয়া॥ সহচরীগণের দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বৈষ্ণবী মায়াতে হরি তখনি ভুলান। দূরেগেল পূর্ব্বভাব হইল

স্বভাব। করেতেধরিয়া কৃষ্ণ বাড়াইয়া ভাব॥ তবে হরি প্রিয়া কহে হরি পদতলে। যদ্যপি করিলা কৃপা নিজদাসী বলে। ক্ষমিলে সকল দোষ রাজিবলোচন। রাখিতে হইবে নাথ মোর নিবেদন॥ অদ্য রজনীতে প্রভু যাবে কুঞ্জবন। পূজিব অভয় পদ এই আকিঞ্চন॥ কৃষ্ণ কন কমলিনী কি ভাবনা তার। নিতান্ত জানিবে প্যারী আমি যে তোমার॥ তবে তুষ্ট হয়ে হরিপদে প্রণমিয়া। নিজালয়ে চলে ধনী সখী সঙ্গে লৈয়া॥ দ্বিজ কহে যেই শুনে হরির সদয়। অন্তে তার নাহি থাকে শমনের ভয়॥

অথ শ্রীরাধার সখীগণ সহিত কুঞ্জবনে গমন।

পয়ার। গৌরমুখ কন পুনঃ করিয়া মিনতি। যে কহিলা কৃষ্ণ লীলা অপূর্ব্ব ভারতী॥ তদন্তরে কি হইল কহ মহাশয়। শুনিতে পুরাণ কথা বড় বাঞ্ছা হয়॥ ব্যাসদেব কন পুনঃশুন তপোধন। শ্রীকৃষ্ণ বচনে তুষ্টা হয়ে সখীগণ॥ আপন ভবনে তবে আইল কিশোরী॥ ক্রমে ক্রমে রবি অস্তে প্রবেশে শর্ব্বরী॥ কৃষ্ণের সঙ্কেতে কাল হৈল আগমন। দেখি রাধা গৃহকর্ম্ম করে সমাপণ। সখী সঙ্গে করি প্যারী গেলা কুঞ্জ-বনে। করয়ে বাসর সজ্জা যত সখীগণে॥ কুতূহলে তুলে সবে ফুল নানা জাতি। মল্লিকা মালতী জাতি যুথি কেয়া-পাতি। টগর ডাগর কৃষ্ণকেলি রামকেলি॥ আট পারুল বেল বকুল সিউলি॥ অশোক চম্পক বক মাধবী রঙ্গণ। তরুলতা সুর্য্যমুখী পলাস কাঞ্চন। গোলাপ অপরাজিতা পরিপাটি কত। গুলঞ্চ কবরী গান্দা তুলে শত শত॥ তুলিলা অনেক ফুল গন্ধে আমোদিত। যার গন্ধে অলিকুল সদত মোহিত। এইরূপে নানা ফুল তুলিয়া যতনে। গাঁথিল অপূর্ব্ব মালা কৃষ্ণের কারণে॥ তাঁর পর বহুফুলে কুঞ্জ সাজাইল। ফুলের করিয়া শয্যা মধ্যেতে রাখিল॥ তদন্তরে সখী সবে আনন্দিত মনে। শ্রীমতীকে ফুল দিয়া সাজায় যতনে॥ এইরূপ গোপিগণ বাসর সাজায়ে। কৃষ্ণের আশ্বাসে রহে পথ নিরখিয়ে॥ হেমকালে কমলিনী সখিগণে কয়। অদ্য র

জনীতে হরি আসিবে নিশ্চয় ।। কিন্তু বড় অভিমানে রয়েছে অন্তরে । বিনা দোষে অপমান করেছেন মোরে ।। যদি বল অহঙ্কারে করেছিনু গর্ব্ব । সেই হেতু কালাচাঁদ করেছেন খর্ব্ব কিন্তু সে গরবের মুল সজনি সে জন । বিনাদোষে দোষী মোরে কৈলা কিকারণ ।। বুদ্ধ সাক্ষী রূপে থাকে সবাকার ঘটে । যখন ঘটায় যাহা তাই আসিরটে ।। দোষগুণ যত বল সকলি তাহার । তবে কেন অপমান করিল আমার ।। এই হেতু মনে বড় হয় অভিমান । কিঞ্চিৎ করিব সখী ইহার বিধান ।। প্রথমেতে নটবরে দেখা নাহি দিব । প্রকার প্রবন্ধে সবে সন্মুখে রহিব।। তোমরাত অষ্টসখী আমি একজন।নয় জনে একত্রেতে হইয়া মিলন ।। নবনারী মিলে হব অপূর্ব্ব কুঞ্জর । কুঞ্জর রূপেতে রব কুঞ্জের ভিতর ।। তাহা দেখি কালাচাঁদ কি করে দেখিব । পরেতে মনের সাধ সবে পুরাইব করিরূপে প্রাণকান্তে পৃষ্ঠেতে করিয়া । ব্রজের বিপিন মাঝে বেড়াব ঘুরিয়া ।। শুনিয়া রাধার বাণী সবে দিল সায় । মুক্তালতাবলী গ্রন্থ দ্বিজবর গায় ।।

অথ নবনারীর কুঞ্জর রূপ ধারণ ।

পয়ার । তবে রঙ্গে সখী সঙ্গে মিলিয়া শ্রীমতী । হইল নিকুঞ্জে এক অপূর্ব্ব মুরতি ।। আদ্যশক্তি ময়ী রাধা শক্তি বিস্তারিলা । বৃন্দা আদি চারি সখী উঠি দাণ্ডাইলা ।। দুই২ সখী তার হইয়া মিলিত । দুই দিকে দাড়াইলা হয়ে ভাগমত ।। উভয়ে উভয় পদ একত্রকরিয়া । নীলাম্বরে গুল্‌ফাবধি রাখিল ঢাকিয়া ।। এমনিভঙ্গিতে রাখিলেক পদ ফের । অভিন্ন হইল যেন পদ কুঞ্জরের ।। পরে তিন সখী উঠে মধ্যভাগে রয় । পরস্পরে গলে২ সকলে ধরয় ।। গলা অবলম্বনেতে করিয়া নির্ভর । যোগাসন করি পদ তুলিল সত্বর ।। পদে২ তিনজনে সংযোগ রহিল । পার্শ্ব সখী ধরি তাহে কিঞ্চিৎ তুলিল ।। কক্ষতলে রাখিল পদের যোগাসন । তিন মাথা উচ্চ হৈল কিঞ্চিৎ তখন ।। তিনজনে সমভাগে এমতিরহিল । মাতঙ্গের বক্ষদ্বয় ক্রমে জানাইল ।। তার পর শুন আর অপূর্ব্ব রচন ।

সম্মুখ ভাগেতেছিল সখী যেইজন। তাহার মস্তকে উঠিলেন এক ধনী। মাথামাথি করে দোঁহে রহিলা অমনি॥ করীর সমান তুণ্ড মুণ্ডেতে করিয়া। শুণ্ড হেতু বাম পদ দিল ঝুলা- ইয়া॥ দক্ষিণের জানু সেই সখী বক্ষে থুয়ে। রাখিল দক্ষিণ পদ বঙ্কিম করিয়ে॥ মাতঙ্গ বদনসম হইল তাহাতে। তবেত সম্মুখ সখী ভাবিলা মনেতে॥ বিচারিয়া বিনদিনী বাড়ায় দুহাত। অভিন্ন হইল দুটি কুঞ্জরের দাঁত॥ পাশাপাশি করি চক্ষু রাখে সুমিলনে। হস্তিনীর সম চক্ষু দেখায় নয়নে॥ কর্ণের কারণে তবে মনে বিচারিয়া। নীলাম্বর অঞ্চল দিলেক ঘুরাইয়া॥ দুই পার্শ্বে হেন ভাব হইল তাহাতে। করীবর কর্ণের সম লাগিল ঝুলিতে। শুণ্ডমুণ্ড চক্ষু কর্ণ দন্ত আদি করি। দেখিতে হইল যেন সুন্দর কুঞ্জরী॥ তবে রাধা বিনদিনী উ- ঠিয়া তখন। সহচরীগণমাথে কৈল আরোহণ॥ শুইল শ্রীমতী তথা নানা ভঙ্গি করি। কত ভঙ্গি জানে নিজে ত্রিভঙ্গের নারী॥ এমন বঙ্কিম হয়ে রহিল তথায়। কুঞ্জরের পৃষ্ঠসম হইল তাহায়॥ তবে ধনী নিজ বেণী এলাইয়া দিল। করীর পুচ্ছের সম ঝুলিতে লাগিল॥ অঙ্গের উজ্জল আভা লুকা- বার তরে। সকলসখীর অঙ্গ ঢাকে নীলাম্বরে॥ হইল অপূর্ব্ব করী সুন্দর আকার। তবে কমলিনী মনে করিয়া বিচার॥ আপনার পৃষ্ঠ দেশে পাতিয়া অঞ্চল। বিচিত্র আসন সম হইল উজ্জল॥ আসন রাখিল মনে এই সাধ করি। উঠিয়া বসিবে ইথে প্রাণকান্ত হরি। এইরূপে নবনারী মিলিয়া যতনে হইয়া কুঞ্জর রূপ রহে কুঞ্জবনে॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন। নবনারী কুঞ্জরের এই বিবরণ॥ এক চিত্ত হয়ে যেই এই কথা শুনে। দ্বিজ কহে তার ভয় না থাকে শমনে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবনে গমন।

পয়ার। এখানেতে শ্রীকৃষ্ণের শুন বিবরণ। গোষ্ঠ হতে আইলেন আপন ভবন। রজনী যোগেতে হরি করিয়া ভো- জন। জননীর নিকটেতে করিলা শয়ন॥ কিন্তু নেত্রে নিদ্রা নাই সদত বিমন। কতক্ষণে নিদ্রিতহইবে পুরজন॥ তিনদিন রাধাসহ নাহি সহবাস। উদয় হইল মনে বিরহ হুতাশ॥ তবে

কতক্ষণে ঘুমাইল পুরজন। আস্তে ব্যস্তে ব্রজনাথ উঠিয়া তখন॥ ধরিয়া মোহন বেশ গোপীকার পতি। চলিলেন কুঞ্জবনে মৃদুমন্দ গতি॥ রজনী হইল ঘোর করে ঝিল্লিরব। কোন দিকে মনুষ্যের নাহি অনুভব॥ আকাশে উদয় মেঘ গভীর গর্জ্জন। বিন্দু বিন্দু হইতেছে জল বরিষণ॥ ঘোরতর অন্ধকার দৃষ্টি নাহি চলে। ক্ষণে২ গগণেতে সৌদামিনী জ্বলে তাহাতে কেবল মাত্র পথ দেখা যায়। তাহা অনুসারি হরি চলিলা ত্বরায়॥ পথে যাইতে কত আছয়ে উৎপাত। তাহাতে কমলাকান্ত না করেন দিকপাত॥ রাধার ভাবেতে কৃষ্ণ হয়ে উতরোল। রাধাবিনে মুখে আর নাহি অন্য বোল হা রাধা কোথায় রাধা কতক্ষণে পাব। কতক্ষণে কুঞ্জে গিয়া রাধারে হেরিব॥ এইরূপ রাধাকান্ত করিয়া গমন। ছয় দণ্ডে উত্তরিল যথা কুঞ্জবন॥ দ্বিজ কহে শুন সবে এক মন হৈয়া। কুঞ্জবনে রাধাকান্ত প্রবেশিল গিয়া॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে বিরহাবস্থা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। এইরূপে রাধাকান্ত, রাধা ভাবে হয়ে ভ্রান্ত, পনীত উইল ক্রমে২। কুঞ্জের দুয়ারে থাকি, রাধা২ বলে ডাকি, উত্তর না পান কোনক্রমে॥ শেষেতে কুঞ্জের মাঝ, প্রবেশিয়া ব্রজরাজ, চারিদিক করি নিরীক্ষণ। নাহি প্যারী সহচরী, দ্রব্য আছে সারি২ কুঞ্জবনে করি দরশন। চৌদিকে সাজান ফুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল, মধ্যে ফুল শয্যা আছে তায়। দ্রব্য আছে ভিন্ন ভিন্ন, গোপীকার পদচিহ্ন চারিদিকে দেখিবারে পায়॥ কিন্তু সখীগণ নাই, নাহি কমলিনী রাই, দেখি মনে লাগিল হুতাশ। বিরহে ব্যাকুল চিত, নাহি মানে হিতাহিত, রাধা বলি ছাড়েন নিশ্বাস। পরে করি অনুমান, ছিল প্যারী এই স্থান, মোরে দেখি কোথা লুকাইল। এত ভাবি গুণমণি, অন্বেষিয়া প্রেমাধিনী, চারিদিকে ভ্রমিতে লাগিল॥ তবে ফুল বনে গিয়ে, চৌদিকে দেখেন চাইয়ে, শেষে জান তমালেরবনে। তথায় নাপায়ে প্যারী, তবে যান নরহরি, শাল তাল পিয়াল কাননে॥ সেখানে না দেখাপান, পরে শ্যাম কুঞ্জে যান, রাধাকুঞ্জে তাহার নিশ্চিত্তে। তার

পরে অন্য বন, করি হরি অন্বেষণ, কোন স্থানে না পান দে-
খিতে ।। রাধা ভাবে হয়ে ভোর, ভাবনায় নাহি ওর, ভাব-
ভরে হইয়া অস্থির । ব্যাকুল হইয়া মনে, ফুললতা বৃক্ষগণে,
জিজ্ঞাসা করেন যদুবীর ।। শুন২ বৃক্ষগণ, করি সবে নিবেদন,
দেখেছ কি কিশোরী আমার । যদ্যপি দেখিয়া থাক, বলে
দিয়া প্রাণরাখ, কর সবে এই উপকার ।। যদি বল বন্ধুজন, এসে
থাকে এই বন, কিশোরীকে মোরা নাহি চিনি । শুনহ আ-
কার কই, রূপেতে ত্রিলোক জয়ী, অঙ্গ আভা জিনি সৌ-
দামিনী ।। বদন নির্ম্মল শশি, তাহাতে ঈষৎ হাসি, বিম্বফল
জিনি ওষ্ঠাধর । বচন অমিয় ভাষা, তিল ফুল জিনি নাসা,
অথবা জিনিয়া খগবর ।। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, গৃধিনী জিনিয়া
দেখি, শ্রবণের সুগঠন হয় । দীর্ঘকেশী মধ্যক্ষিণা, বয়সেতে
নবীনা, কদম্ব জিনিয়া কুচদ্বয় ।। মৃণাল জিনিয়া ভুজ, কর
পদ সরসীজ, নিতম্বের না যায় বর্ণন । নখ শশধর জ্যোতি,
মৃদু২ মন্দগতি, জিনিয়া সে মরাল বারণ ।। এই রূপে যেই
ধনী, আমার হৃদয়মণি, কেহ কি দেখেছ সেই জন । হয়েছি
বিষম আর্ত্ত, বলিয়া তাহার বার্ত্তা; কিনে রাখ শ্রীনন্দ নন্দন
এতেক মিনতি করি, বারে২ নরহরি, রাধার করেন অন্বেষণ
ভ্রমিয়া সকল বন, নাহি পান দরশন, অবশেষে শুন বিবরণ
শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর ভকত বৎ-
সল ।। শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস, অন্তে দিয়ে
চরণ কমল ।।

অথ শ্রীকৃষ্ণের নবনারী কুঞ্জর দর্শন ।

পয়ার । তবে কৃষ্ণ বনে২ ভ্রমণ করিয়া । কোন স্থানে শ্রীম-
তীর দেখা না পাইয়া । বিরহে ব্যাকুল হয়ে বিষাদিত মনে
পুনরপি আইলেন নিকুঞ্জকাননে ।। পুনরপি কুঞ্জেতে করেন
অন্বেষণ । যেখানে২ আছে স্থান সুগোপন ।। হেনকালে
দেখিলেন অশোকের কাছে । প্রস্তুত মাতঙ্গ এক দাণ্ডাইয়া
আছে ।। রাধার বিরহে একে দহিছে হৃদয় । কুঞ্জর হেরিয়া
হরি পাইলেন ভয় ।। করী হেরি কালাচাঁদ গণিয়া হুতাশ ।
এই করি কিশোরীকে করেছে বিনাশ ।। সর্ব্ব অন্তর্য্যামি যেই

প্রভু ভগবান। পিরীতি প্রভাবে তেঁই হারাইয়া জ্ঞান॥ না বুঝিতে পারি কিছু ইহার প্রভেদ। কি ভাব কৃষ্ণের করে নাহি জানে বেদ॥ ভাসিলা করুণাময়, শোকসিন্ধু জলে। হা রাধা বলিয়া হরি পড়েন ভূমিতলে॥ হায় প্রিয়ে মোর আশে আসি কুঞ্জবন। করীর হাতেতে বুঝি হারালে জীবন কোথা গেল কমলিনী আমারে ছাড়িয়া। তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় বিদরিয়া॥ হায়রে দারুণ বিধি কি দোষ পাইয়া আমার প্রাণের প্রিয়ে লইলি হরিয়া॥ ওহে প্রিয়ে একবার দেহ দরশন। তোমা বিনে দগ্ধ মোর হতেছে জীবন॥ রাধা এ অঙ্গের আধা জানে সর্ব্বজনে। অঙ্গহীন হয়ে এবে রহিব কেমনে॥ কি দোষ পাইয়া তুমি ছাড়িলে আমারে। অধৈর্য্য হয়েছি আমি না দেখে তোমারে॥ অনুমান করি তুমি আ-মার লাগিয়ে। গিয়াছিলে গোষ্ঠমাঝে ব্যাকুল হইয়ে॥ তাহাতে এসেছ মনে পেয়ে অপমান। সেই অপমানে বুঝি ছাড় নিজ প্রাণ॥ অতেব উচিত নহে ওহে কমলিনী। একেবারেএ অধিনে ছাড়িলে অমনি॥তাহে যদি অভিমান হয়েছে তোমার। মানিনী হইয়া দেখা দেহ একবার। পূর্ব্বমত সাধি তব চরণেতে ধরি। তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে নাপারি রাধিকা আমার দেহ রাধিকা জীবন। রাধিকা বিরহে নাহি ধৈর্য্য মানে মন॥ রাধা যদি ছাড়ি গেল এই বৃন্দাবন। তবে আর কি কারণ ধরিব জীবন॥ ওহে করি বিনাশিলে মোর প্রাণপ্রিয়ে। পুনরপি বধ কর আমারে আসিয়ে॥ কৃষ্ণের কাতর দেখি অক্ষুর কিশোরী। মনে ভাবে করী রূপ পরি-ত্যাগ করি॥ আবার ভাবেন মনে আছে বড়সাধ। করীপদ্ম পৃষ্ঠেতে করিব কালাচাঁদ॥ এত ভাবি হরি প্রিয়ে করীরূপ রন। রাধাকান্ত রাধা শোকে করেন রোদন॥ স্বর্গে দেবগণ দেখি মানে মোক্ষ লাভ। বলে মরি২ কিবা শ্রীকৃষ্ণের ভাব শোকেতে অধৈর্য্য হৈল ত্রিজগতপতি। তাহা দেখি শূন্য থাকি বলেন ভারতি॥ ওহে হরি ত্যজ শোক শুনহ বচন। একবার করি পৃষ্ঠে কর আরোহণ॥ তবে সে পাইবে তব রাধা বিনো দিনী। শুনহনারায়ণ অপূর্ব্ব কাহিনী॥ এতযদি আকাশেতে

হৈল দৈববাণি। শুনিয়া সুস্থির কিছু দেব চক্রপাণি॥ ব্যগ্র হয়ে হৃষিকেশ উঠিয়া তখন। আস্তে ব্যস্তে করী পৃষ্ঠে করি আরোহণ॥ তবেনবনারী করি আনন্দিত মনে। করি পৃষ্ঠে হরি ফিরে নিকুঞ্জ কাননে॥ দ্বিজ কহে কত ভাব জানেন কিশোরী। নবনারী করী হয়ে পৃষ্ঠে করে হরি॥

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ বনে বিলাস।

পয়ার। হরিপৃষ্ঠেকরি তবে নবনারী করি। কুঞ্জবনে নানা স্থানে ভ্রমে ফিরি২॥ যেখানে যেখানে আছে মনোহর স্থান হরিরে লইয়া সুখে সেই স্থানে যান॥ নারীর পরশ পেয়ে শ্রীহরি তখন। মলয়া মারুতে হৈল উল্লাসিত মন॥ মনে২ ভাবে কৃষ্ণ এ আর কেমন। করি পৃষ্ঠ সম এত নহে কাচন অনেক কঠিন হয় কুঞ্জরের অঙ্গ। করি পৃষ্ঠ সম এ যে দেখি কত রঙ্গ॥ এতভাবি রাধানাথ এক দৃষ্টে চান। কিশোরির কমলাক্ষি দেখিবারে পান॥ তবে কৃষ্ণ নামিলেন হয়ে দ্রুত তর। অবিলম্বে ধরিলেন শ্রীমতির কর॥ তবে রাধা সখীগণে ইঙ্গিত করিলা। ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ক্রমে সবে দাণ্ডাইলা॥ ঘুচিল কুঞ্জর রূপ হৈল নবনারী। দেখি ধন্য ধন্য তবে করেন মুরারি॥ হায় কি দেখিনুরূপ আহা মরি২। জনমিয়ে দেখি নাই নবনারি করি॥ নারী হয়ে কুঞ্জর হইলে নয় জনে। চিনিতে নারিনু আমি হেরিয়া নয়নে॥ আদ্যাশক্তি মহা মায়া তুমি কমলিনি। মায়া বলে ভুলাইলে বিধি শুলপাণী মায়াতীত হই আমি তথাপী প্রিয়সী। তোমার মায়ায় বদ্ধ আছি দিবানিশি॥ রাধা কন রাধাকান্ত তব পদস্মরি। হইয়া ছিলাম বনে নবনারী করী॥ সাধ ছিল তোমারে লইব পৃষ্ঠে করি। সেই সাধ পুর্ণ এবে হইল শ্রীহরি॥ তবে রাধা-কান্ত অতি আনন্দিত মনে। একাসনে বসিলেন নিকুঞ্জ কাননে॥ সখীগণ চারি দিকে চামর ঢুলায়। কেহ আনি পুষ্পমালা দিতেছে গলায়॥ অগোর চন্দন আনি দেয় কোন জন। সুবাসিত জল আনে মিষ্ট ওঅন॥ কোন সখী তাম্বুল যোগায় ত্বরা করি। আনন্দে হইয়া মগ্ন যত সহচরী॥ এই রূপে রাধা সহ প্রভু বনমালি। করেন করুণাময় নানা রস

কেলি ।। তবে হরি কহিছেন রাধা করে ধরি । তুমি কি করেছ মান আমারে কিশোরী ।। গোষ্ঠমাঝে গিয়া তুমি হয়েছিলে দুঃখি । সেই হেতু প্রিয়ে তুমি আছ মান মুখী ।। এত যদি কহিলেন প্রভু নারায়ণ । করপুট হয়ে প্যারী করে নিবেদন ।। তুমি ত্রিজগৎ কর্ত্তা ব্রহ্ম সনাতন । অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ প্রভু নিরঞ্জন ।। তোমার হইতে সৃষ্টি স্থিতি হয় লয় । কটাক্ষেতে আমা সম কত রাধা হয় ।। গোষ্ঠ মধ্যে শত রাধা সৃষ্টি কর তুমি । তাহে কি কারণে কৃষ্ণ দুঃখি হব আমি ।। তবে যে কারণে নাথ দুঃখিআছি মনে । নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে ।। পরমাত্মা পরাৎপর তুমি নারায়ণ । তোমারে ভজিতে লোক হয় সাধুজন ।। বিধিভব বাসব বরুণ হুতাশন । তোমার ভজনা করে যত দেবগণ ।। তোমার ভজনা করি ভবের ভবানী । পরম বৈষ্ণবী নাম ধরিলা আপনি ।। তোমারে সদত সেবী লক্ষ্মী সরস্বতী । ত্রিভুবন লোক মাঝে হয়েছেন সতী ।। আর ভুমিতলে নর-নারী কতজন । তোমারে ভজিয়া পাপে হয়েছে মোচন ।। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী মন্দোদরী তারা । তোমার ভজন গুণে সতী হৈল তারা ।। কেবল তোমারে ভজে আমি অভাগিনী ব্রজমাঝে নাম হৈল রাধা কলঙ্কিনী ।। অতএব মোরে তব নাহি দয়া লেশ । এই হেতু দুঃখে সদা ভাসি হৃষীকেশ ।। শুনি রাধিকার বাণী রাধাকান্ত কন । এই হেতু প্রিয়ে তুমি আছ দুঃখ মন ।। তোমার সমান সতী কেবা আছে নারী অহর্নিশি আমি যার আছি আজ্ঞাকারি ।। কালি হৈতে বৃন্দাবনে যত গোপীগণ । সতীরূপে বলিবে তোমারে সর্ব্ব-জন ।। অতএব কমলিনি বড় সুখ পাবে । কালি হৈতে কলঙ্কিনী নাম তব যাবে ।। এইরূপ কথাতে আছেন হৃষীকেশ হেনকালে রজনী হইল অবশেষ ।। তবে রাধাকান্ত করি রাধারে সান্ত্বন । আপন আলয়ে শীঘ্র করিলা গমন ।। সখীগণ কমলিনি গেলা নিজ ধাম । দ্বিজ কহে সুখে মুখে বল হরি নাম ।।

অথ কলঙ্ক ভঞ্জনারম্ভ।

পয়ার। গৌরমুখ কন পুনঃ শুন মহাশয়। কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ আসি নিজালয়। ব্যাস কন অন্তে শ্রীমধুসূদন জননীর নিকটেতে করিল শয়ন॥ বালক সমান হরি ঘুমাইয়া রয়। হেনকালে সুখের রজনী গত হয়॥ শশি অস্তাচলে গেল পোহাইল নিশি। ভানুর উদয় হৈল প্রকাশিল দিশি॥ বায়স বিহঙ্গ পিক করে কলরব। ক্রমে ক্রমে পুরবাসি জাগিলেক সব॥ যশোদা রোহিণী উঠি গৃহ কর্ম্ম সারি। মনের আনন্দে জাগাইল নরহরি॥ শয্যা হৈতে উঠি তবে শ্রীমধুসূদন। সুবাসিত জলে করেন মুখ প্রক্ষালন॥ ক্ষীরসর নবনীতো লইয়া যতনে। আনন্দে দিলেন রাণী কৃষ্ণের বদনে॥ পড়ে চূড়া ধড়া বান্ধি বেশ করি দিল। মনের আনন্দে রাণী কৃষ্ণ সাজাইল॥ পাচনি করেতে দিয়া বলে নন্দরাণী। এই বেশে একবার নাচ নিলমণি॥ মায়ের বচনে হরি নাচিতে লাগিল। সে নৃত্য দেখিয়া সবে মোহিত হইল॥ কিন্তু মনে জাগিতেছে রাধিকার বাণী। কি রূপে ঘুচাব নাম রাধাকলঙ্কিণী॥ দ্বিজ কহে যেনাম স্মরিলে পাপ যায়। কলঙ্ক ঘুচানো তাঁর কোন বড় দায়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা।

পয়ার। রাধার কারণে হরি চিন্তিত অন্তর। কিরূপে কলঙ্ক তার হইবে অন্তর॥ মায়ার আধার প্রভু অনন্ত মহিমা। গুণাতিত বটে কিন্তু গুণে নাহি সীমা॥ মনে মনে নারায়ণ করিয়া বিচার। পাতিলা বিষম মায়া কে বুঝিবে তার॥ মায়ের নিকটে সুখে নাচে নন্দলাল। নাচিতে২ কিছু ঘামিল কপাল॥ ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপিলেক ঘাম। অকস্মাৎ মুর্চ্ছা হয়ে পড়ে ঘনশ্যাম॥ পদ্মপলাষ চক্ষু উর্দ্ধেতে উঠিল অমল কমল মুখ ক্রমে শুখাইল॥ নন্দরাণী দেখে কৃষ্ণ ভূমেতে পড়িল। শীঘ্রগতি আসি সতী কোলেতে তুলিল॥ কি হৈল কি হৈল বলে করে কলরব। ধাইয়া আইল তবে গোপীগণ সব॥ সুশীতল জল মুখে দেয় কোনজন। আপনি রোহিণী অঙ্গে করয়ে ব্যজন॥ অথাপি নাহিক স্পন্দ-না

সরে নিশ্বাস। দেখি যশোমতী অতি গণিল হুতাশ॥ তবে ব্রজ পুরবাসী যত গোপগণ। শুনিয়া কৃষ্ণের মুর্চ্ছা আইল সর্ব্বজন॥ আর বৃদ্ধা বৃদ্ধা যত গোপীগণ ছিল। কৃষ্ণ অমঙ্গল শুনি সকলে ধাইল॥ তবে চন্দ্রাবলী গিয়ে রাধার গোচরে। কৃষ্ণের মূর্চ্ছার কথা কহিলা সত্বরে॥ চন্দ্রা বলে ওগো রাধে করি নিবেদন। আচম্বিতে মূর্চ্ছাগত শ্রীনন্দনন্দন কতজন কত মত ঔষধ করিল॥ তথাপি কিঞ্চিৎ তার চেতন নহিল॥ রাধা বলে চন্দ্রাবলী একি অকস্মাৎ। বিনা মেঘে ব্রজপুরে হৈল বজ্রাঘাত। কৃষ্ণ যদি ছাড়ি যান এ ব্রজ ভুবন। তবে আর কি কারণে ধরিব জীবন॥ চল২ নন্দালয়ে সবে যাই চল। যদ্যপি কৃষ্ণের ভাল দেখি তবে ভাল॥ নতুবা যমুনা জলে জীবন ত্যজিব। পুনর্ব্বার আর ঘরে ফিরে না আসিব॥ এত বলি কমলিনী লয়ে সখীগণে। উপনীত হৈল সবে নন্দের ভবনে॥ দেখে ব্রজবাসী যত বিষণ্ণ হইয়া মাথে হাত দিয়া সবে আছে দাণ্ডাইয়া। মুর্চ্ছাগত বনমালী রাণীর কোলেতে। দেখিয়া শ্রীমতিসতী ভাসিল শোকেতে॥ লোকের গঞ্জনা হেতু নাকান্দে ফুকুরে। বিন্দু২ বারিধারা নয়নেতে ঝরে॥ এক পার্শ্বে কমলিনী রহিলা দাঁড়য়ে। পরে শুন যেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে॥ বহুজনে বহুমত শান্তি করাইল। কোনমতে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নহিল॥ তাহা দেখি নন্দরাণী অসার ভাবিয়া। দ্বিজ কহে কান্দে সতী ভূমি লোটাইয়া॥

অথ যশোদার রোদন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। বহুমত করি শান্তি, কৃষ্ণের নহিল ভ্রান্তি, তাহে ভ্রান্তি হৈল সর্ব্বজন। অসার ভাবিয়া রাণী, ভালে করাঘাত হানি, উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥ সে রোদন বর্ণিবারে, কার সাধ্য কেবা পারে, বাণি যিনি আপনি স্তম্ভিত লিখিতে তাহার অন্ত, ব্যাসের লিখন ক্ষান্ত, এই হেতু বর্ণন রহিত॥ রাণীর ক্রন্দন ছান্দে, যত পুরবাসী কান্দে, কৃষ্ণ শোকে হয়ে নিরানন্দ। উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি, ব্যাপিল ভুবন খানি, গোষ্ঠে থাকি শুনিলেন নন্দ॥ তবে অতি ব্যস্ত হয়ে,

উপনন্দ সঙ্গে লয়ে, উত্তরিলা আপন ভবন ।। প্রবেশি পুরীর মঝ, দেখেন বিষম কার্য, অকস্মাৎ কৃষ্ণ অচেতন ।। তাহা দেখি প্রাণ উড়ে, আছাড় খাইয়া পড়ে, ছিন্নমূল তরুবর প্রায় । উপনন্দ কাছে ছিল, করেতে ধরি তুলিল, বিধিমতে নন্দরে বুঝায় । কহিছেন উপনন্দ, শুনং ওরে নন্দ, নিরানন্দ এরে যুক্তি নয় । দেখ কি হইল রোগ, করহ ঔষধ যোগ, যে রূপেতে রোগ মুক্ত হয় ।। বিচিন্তিয়া বিজ্ঞজনে, বিবেচনা করে মনে, বিপদেতে না করে শোচন । বিহিত চিন্তিয়া তার, করে বহু প্রতিকার, যাতে হয় বিপদ মোচন ।। এই রূপে বহুমত, নন্দেরে বুঝান যত, প্রবোধ কি মানে মনে তার । এ বড় বিষম কার্য্য, কেমনে ধরিব ধৈর্য্য, অচৈতন্য কৃষ্ণ পুত্র যার ।। হা কৃষ্ণ বলিয়া নন্দ, হয়ে অতি নিরানন্দ, কান্দিং কৃষ্ণ কাছে যায় । দেখিয়া কৃষ্ণের ভাব, শ্রীনন্দের জ্ঞানাভাব, হৈল যেন পাগলের প্রায় ।। শোক সলিলেতে ভাসি, ধীরেং কাছে আসি, উঠ বলি ডাকে উভরায় । কহে কবি দ্বিজবরে, সে ভাব দেখিলে পরে, পাষাণ বিদারিয়া যায় ।।

অথ নন্দের আক্ষেপ ।

রাগিনী মোহিনী পরজ । তাল আড়া ।

ধুয়া । গা তোলো গা তোলো, ও নীলকমল গোকুল নিবাসি আকুল হলো ।।

লঘু ত্রিপদী । কান্দি নন্দ কন, উঠ বাছাধন, অচেতন কেন রও । বিধুমুখ হাসি, আধ আধ ভাসি, সুধা জিনি কথা কও ।। পিতা বলি মোরে, ধেয়ে এসো ওরে, তুবাহু ধরেরে শিরে । তোরে কোলে করি, দুঃখসিন্ধু তরি, ভাসিব আনন্দ নীরে । তোমা বিনা আর, কে আছে আমার, বলরে এ ব্রজ পুরে । দিনকর করে, দগ্ধ কলেবরে, পদে কত কুশাঙ্কুরে ।। উঠি ত্বরাকরি, ওরে গিরিধারি, বাধ্য জল ঝারি দেহ । হেরি তোর মুখ, দূরে যায় দুঃখ, যুড়াক তাপিত দেহ ।। এই বৃদ্ধ কাল, ওরে নন্দলাল, আর দুঃখ নাহি সয় । তোমা বিনে মোর এই ঘর ঘোর, সব অন্ধকার ময় ।। উঠ বাপধন, ও নিলরতন

বারেক দেখরে চেয়ে। পিতা নন্দ তোর, কান্দিয়া কাতর, শোকেতে বিদরে হিয়ে॥ তোর যে জননী, হয়ে পাগলিনী, মণিহারা ফনি প্রায়। তোমার লাগিয়া, ব্যাকুল হইয়া, ভুমে গড়াগড়ি যায়॥ হের সখাগণ, শোকে অচেতন, ধেনুবৎস আদি করে। তোর মুখ হেরে, ভাসি আঁখি নীরে, কেহ না ধৈরজ ধরে॥ উঠ ওরে বাপ, ঘুচাও সন্তাপ, চাঁদমুখে বাপ বল ওরে নিলমণি, যুড়াক পরাণি, শুনে তোর সুধা বোল॥ এই রূপে নন্দ, করিয়া প্রবন্ধ, ডাকিছেন উচ্চস্বরে। পাগল সমান, দেহে নাহি জ্ঞান, আকুল হইয়া ঘরে॥ ক্ষণে মোহ যায়, ভুমেতে লোটায়, ক্ষণে ক্ষণে উঠি ধায়। ক্ষণে চমকিয়ে উঠে শিহরয়ে, কৃষ্ণের নিকট যায়॥ দুবাহু পসারি, শ্রীকৃ-ষ্ণেরে ধরি, কোলে করে ততক্ষণ। হেরি মুখ শশী, আঁখি জলে ভাসি, ঘন করয়ে চুম্বন॥ ক্ষণে আঁখি ধরে, রাখে হৃদি পরে, ক্ষণে করে হায়২। ক্ষণে কোলে হতে, রাখিয়ে ভুমেতে, একদৃষ্টে চেয়ে রয়॥ দেখিতে২ পুনঃ আচম্বিতে, আছাড় খাইয়া পড়ে। স্পন্দহীন রহে, নিশ্বাস না বহে, যেন দেহে প্রাণ ছাড়ে। পুনঃ চমকিয়া, হা কৃষ্ণ বলিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে উঠি ধায়। ক্ষণে কান্দে হাসে, ক্ষণে কত ভাসে, যেমন পাগল প্রায়॥ এরূপ হইয়া, বিলাপ করিয়া, শ্রীনন্দ কৃশাঙ্গ অতি। শক্তি হীন প্রায়, বসিয়া তথায়, মুখে না স্বরে ভারতী ব্যাগ্র চিত্ত হয়ে, শ্রীদামে ডাকিয়ে, কহে অতি মৃদুভাষে। তুমি কৃষ্ণ প্রিয়, কৃষ্ণ তোর প্রিয়, অতিশয় ভাল বাসে॥ মোর কথা রাখ, তুমি কৃষ্ণে ডাক, তোর কথা কৃষ্ণ রাখে। শুনি নন্দ বোল, শোকে উতরোল, শ্রীদুর্গা কৃষ্ণেরে ডাকে॥

অথ শ্রীদামাদির কাতরুক্তি।

পয়ার। শ্রীদাম শুনিয়া তবে শ্রীনন্দের বোল। অধিক শোকেতে মগ্ন হইল বিহ্বল॥ দুই চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল। আস্তেব্যাস্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিল॥ সুবলাদি করি যত শিশু সঙ্গে লৈয়ে। দাণ্ডাইল চারি দিকে কৃষ্ণেরে ঘেরিয়ে॥ তবেত শ্রীদাম ডাকে করিয়া মিনতি। উঠউঠ ওরে ভাই রাখালের পতি॥ তুমি বিনে রাখালের আর কেহ নাই

উঠরে২ ওরে প্রাণের কানাই ।। কি কারণে ওরেকানু হইলে এমন । তোমার শোকেতে মজে সুখ বৃন্দাবন ।। এই ব্রজে বসতি করয়ে যত জন । সবাকার প্রাণধন তুমি সে জীবন ।। আর যদি ক্ষণকাল তুমিনা উঠিবে । সকলে ত্যজিবে প্রাণ নিশ্চয় জানিবে ।। ওরে কানু তোর মনে এই কি আছিল । শোক সিন্ধু সলিলেতে ভাষাবে গোকুল । এত যদি কানাইরে ছিল তোর মনে । ইন্দ্র বৃষ্টীকালে তবে বাঁচাইলে কেনে বামহাতে ধরি কেন গিরি গোবর্দ্ধন । রক্ষা কর ওরে ভাই এই বৃন্দাবন ।। কিকারণে বিষপানে বাচালেরাখাল । বকের উদরে কেন বাঁচালে গোপাল ।। দাবাগ্নি করিয়া পান রাখ গোপগণে । পিতারে করিলে রক্ষা সর্পের দংশনে । বরুণ আলয় হৈতে আন সেই জনে । তোর শোকে প্রাণ ছাড়ে না দেখ নয়নে ।। জননী জনক মরে মরে গোপীগণ । ওরে হরি এতে কেন না কর রক্ষণ । ধবলী শ্যামলী আদি ধেনু বৎসগণ । তৃণ জল তারা কিছু না করে ভক্ষণ ।। এক দৃষ্টে তোর মুখ নিরীক্ষিয়া আছে । অনিবার বারিধারা নয়নে গলিছে ।। উঠ কানু লহ বেণু চল গোষ্ঠে যাই । ধেনু বৎস লয়ে সবে কাননে চড়াই ।। সবে মেলি কুতূহলে খেলাকরি ভাই । রাখালের রাজা হয়ে বৈস২ কানাই ।। হেনমতে শ্রীদামাদি যত শিশুগণে । আক্ষেপ করিয়া বহু ডাকে জনে জনে ।। কিছু'ত নহিল যদি কৃষ্ণের চেতন । তবেত অধৈর্য্য হৈল যত গোপগণ ।। নিশ্চয় জানিয়া মৃত্যু কান্দে উচ্চৈস্বরে । কার সাধ্য সে রোদন বর্ণিবারে পারে ।। তবে বলদেব দেখি বিস্ময় হইল । কোন মতে শ্রীকৃষ্ণের চেতন নহিল ।। আপনি অনন্ত অন্ত ভাবিয়া পান । কি কারণে কৃষ্ণ চন্দ্র হারাইল জ্ঞান ।। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভাবিয়া ত্রিভুবন । কোন স্থানে কিছু নাহি পান অন্বেষণ ।। আশ্চর্য্য মানিয়া মনে রোহিণী নন্দন । ত্রৈলোক্য বিজয়ী শিঙ্গা করিয়া ধারণ ।। গোপগণে বলদেব বলেন তখন । কিছু কাল শান্ত কর সকলে রোদন ।। শিঙ্গাস্বরে ডাকি আমি করে উচ্চৈ ধ্বনি । দেখি দেখি কেন হেন হৈল নীলমণি ।। এতবলি বলি

জনে করিয়া সান্তনা। দ্বিজ বলে বলাই দিল সিঙ্গাতে ঘোষণা ॥

অথ বলদেবের আক্ষেপ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। বলরাম সিঙ্গা ধরি, সঘনে ফুৎকার করি, সিঙ্গা স্বরে ডাকেন তখন। বলার সিঙ্গার শানে, ব্যাপিলেক ত্রিভুবনে, চমকিত যত পুরজন। অতল সুতল তল, বিতলাদি রসাতল, ক্রমে সপ্ত পাতাল ভেদিল। তথায় বসতি কত, নাগ কুর্ম্ম আদি যত, সকলেতে কাঁপিতে লাগিল ॥ সপ্ত স্বর্গে সুর গণ, সবে চমকিত মন, কৈলাসে জানিলা পঞ্চানন। ব্রহ্ম লোকে ব্রহ্মা শুনি, কম্পিত হয়ে অমনি, সঙ্গে লয়ে যত দেব গণ। আকাশ বিমানে আসি, দেখে যত ব্রজবাসি, কৃষ্ণ শোকে লোটায় ধরণী। অচৈতন্য ভগবান, ভূমে গড়াগড়ি যান, দেখি স্তব্ধ বিধি শূলপাণি ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া মনে, লয়ে যত দেবগণে, বিধাতা ভাবেন সর্ব্ব স্থান। কোথা প্রভু নারায়ণ, কি কারণে অচেতন, কেহ কিছু না পান সন্ধান ॥ মায়ার আধার হরি, বিধি ভব আদি করি, শোকাগ্নিতে সকলে ভাবিল। এখানে সিঙ্গার বোলে, কেন কৃষ্ণ হেন হলে, ব্রজপুর শোকেতে মজিল ॥ উঠ ওরে বনমালি, সখা সঙ্গে কর কেলি, ডাকে তোর দাদা বলরাম। তিলেক যে খেলা বিনে, নাহি থাক কোন দিনে, এবে কেন করিছ বিশ্রাম ॥ তিলেক আমারে ছাড়ি, নাহি যাও কারু বাড়ি, কি দোষে ছাড়িলে একবারে। উঠ কৃষ্ণ উঠ ওরে, কথা কহ গলে ধরে, তোমা বিনে ধৈরজ না ধরে ॥ জননী জনক তোর, শোকে হয়ে সকাতর, ভূমে লুটি কান্দিছে কানাই। তুমি রে সর্ব্বস্ব ধন, মা বাপের প্রাণধন, তোমা বিনে আর কেহ নাই ॥ তোমায় পাঠায়ে বনে, চেয়ে থাকি এক মনে, কতক্ষণে আসিবে ঘরেতে। শুনিলে বেণুর ধ্বনি, হয় যেন পাগলিনি, ধেয়ে আসি করয়ে কোলেতে। তুমি না যাইতে বনে, মায়ের আরতি বিনে, নাহি যাও কখন গোপাল। এখন কাটায়ে মায়া, একেবারে ছাড়ি দিয়া, কোথা গেলে মায়ের দুলাল

মায়ের রোদন হরি, সহিতে নাহিক পারি, এই হেতু বলি বারে বার। উঠরেহ ভাই, আর দুঃখ দিও নাই, ব্রজপুর খুয়াবে তোমার ॥ আর যদি ক্ষণকাল নাহি উঠ নন্দলাল, তবে প্রাণ ত্যজিবে সকলে। আমিও তোমার শোকে, মুখ না দেখাব লোকে, প্রবেশিব যমুনার জলে ॥ এই রূপে খেদ করে, বলদেব শিঙ্গাস্বরে, উচ্চৈস্বরে ডাকেন কানাই। তথাপি নহিল প্রাণ, দেখি লোকে হতজ্ঞান, শিঙ্গা ফেলি বসিল বলাই ॥ বলরাম অঙ্গের আভা, রজত পর্ব্বত নিভা, তাহে প্রভা হইল এমন। দুই চক্ষে বহে ধারা, যেন গঙ্গা শত ধারা, গিরি হতে হতেছে পতন ॥ বলরাম শোকে ভাসে দেখি গোপগণ হাসে, নিতান্ত জানিল কৃষ্ণ নাই। হা কৃষ্ণ বলিয়া তবে, করি হাহাকার রবে, কৃষ্ণ শোকে কান্দয়ে সবাই সবে বলে আর কেন, যমুনায় ত্যজি প্রাণ, কৃষ্ণ যদি ছাড়িল শরীর ॥ এত বলি গোপকুল, হয়ে শোকে সমাকুল, মরণ, মন্ত্রণা কৈল স্থির। এসব দেখিয়া হরি, মনেতে বিচার করি, গোপ গোপী দুঃখ বিনাশন। রাধার কলঙ্ক যায়, সকলেতে সুখ পায়, উপায় ভাবিলা নারায়ণ। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর ভকত বৎসল। শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস, অন্তে দিয়ে চরণ কমল ॥

অথ বৈদ্যের আগমন।

পয়ার। গোপকুল আকুল দেখিয়া নরহরি। মনেতে ভাবেন তবে উপায় কি করি। যে দেখি শোকেতে মগ্ন ব্রজবাসিগণ। ক্ষণেক বিলম্বে সবে ত্যজিবে জীবন ॥ অতএব বিলম্বেতে অনুচিত হয়। ত্বরায় করিতে হৈল ইহার উপায় করিতে হইবে দূর কলঙ্ক রাধার। ব্রজবাসী সুখী হবে চেতনে আমার ॥ হেনমতে করিতে হইবে সুবিবেচনা এত ভাবি চিন্তামণি হৈল চিন্তাবান। ভাবিতে ভাবিতে দ্বিজ রূপ হৈল হরি। শুনহ আশ্চর্য্য কথা অপূর্ব্ব মাধুরি ॥ পূর্ব্ব রূপে যশোদার কোলেতে রহিল। দেহ হৈতে অন্য রূপে বাহির হইল ॥ সে রূপ দেখিতে কেহ না পায় নয়নে। অলক্ষিতে গেলা হরি নগর ভ্রমণে ॥ কি কব সে অপূর্ব্ব রূপের বর্ণন

অভিন্ন হইল-যেন ভিষক নন্দন। কৃষ্ণের অঙ্গজ কৃষ্ণ সম কলেবর। ইহাতে বুঝহ রূপ কি কব বিস্তর। ঔষধি পূর্ণিত স্বর্ণ কৌটা করতলে। অধিকন্তু জ্যোতিঃষর পুঁথি কক্ষ স্থলে শিখ চুলদীর্ঘ ফোঁটা নাসিকা কপালে। রোগী অন্বেষণকরি ভ্রময়ে গোকুলে।। হেনকালে নগরীয় লোক কোন জন। পথেতে পাইল সেই বৈদ্য দরশন। দ্রুত গিয়া প্রণাম করিয়া বৈদ্যবরে। করযোড় করি কিছু নিবেদন করে।। অনুভব করি বৈদ্য হবে মহাশয়। কোথায় নিবাসতব গমন কোথায় অকস্মাৎ গোকুলে হৈল আগমন। ভাগ্য হেতু পাইলাম তব দরশন।। বৈদ্য বলে এত কেন করিছ মিনতি। চিকিৎসা করিয়া ভ্রমি আমি বৈদ্য জাতি।। অনুমান করি রোগী থাকিবে আগারে। নতুবা এতেককেনবিনয় আমারে।। করে কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই জন কয়। যে কথা কহিলে সত্য বটে মহাশয়।। শুনিয়াছ নন্দঘোষ ব্রজের রাজন। অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত তাহার নন্দন।। কত কত চিকিৎসা করিল কতজন কোন মতে না পারিল করিতে চেতন।। নন্দসুত শোকে মুগ্ধ যত গোপকুল। রোদন করিছে সবে হইয়া ব্যাকুল।। তুমি যদি কৃপা করি দেখ একবার। তবে বুঝি প্রাণ পায় নন্দের কুমার। শুনি বৈদ্য বলে রোগী দেখিলে নয়নে। সাধ্য কি অসাধ্য রোগ বলিব কথনে।। সাধ্য হইলে মহৌষধি করিলে সেবন। অবশ্য হইতে পারে রোগের মোচন।। কিন্তু আমি নাহি যাই বিনা আবাহনে। কেমনে যাইব বল পথিক বচনে।। শুনেই পথিক গোপ কহে সকরুণে। ক্ষণেক দাঁড়াও এই বৃক্ষ সন্নিধানে।। আমি গিয়া সমাচার কহিব তথায়। আপনি আসিয়া নন্দ লইবে তোমায়।। এতবলি বৈদ্যবরে রাখি সেই স্থান। নন্দেরে কহিল গিয়া বৈদ্যের আখ্যান।। শুনি নন্দ সেই খানে আসিয়া ত্বরিত। হেরিয়া বৈদ্যের রূপ হইলা মোহিত।। কৃষ্ণের সমান বপু হেরিয়া তাহার। অন্তরের মধ্যে স্নেহ বাড়িল অপার।। বিনয়ে কহেন নন্দ এস মহাশয়। কৃপা করি রক্ষা কর আমার তনয় নন্দের আহ্বানে বৈদ্য হরষিত হয়ে। চলিলেন ধীরে ধীরে

নন্দের আলয়ে ॥ তবে নন্দ কন পুনঃ মধুর বচনে। বাজিতেছে কুশাঙ্কুর চলিতে চরণে ॥ কৃপাকরি মোর কোলে কর আরোহণ। ক্ষণেকে লইয়া আমি করিব গমন ॥ বৈদ্য কন পিতৃ তুল্য তুমি মহাশয়। করহ উচিত তব যেবা ইচ্ছা হয় ॥ তবে নন্দ বৈদ্যবরে কোলেতে করিয়া। পুলকে পুরিল অঙ্গ উঠে শীহরিয়া ॥ আপনি সে বৈদ্যরূপ শ্রীনন্দনন্দন। এই হেতু শ্রীনন্দের উল্লাসিত মন ॥ কৃষ্ণেরে করিয়ে কোলে হইত সুখ যত। বৈদ্যেরে করিয়া কোলে হৈল সেই মত ॥ মহুন২ ব্রজরাজ ভাবেন তখন। ইহাকে লইয়া মম হৈল এমন ॥ এইজন হৈতে বুঝি পাইব তনয়। নতুবা বিপদে কেন আনন্দ উদয় ॥ এত ভাবি যান নন্দ লয়ে দ্রুততর। আপন আলয়ে গিয়ে উত্তরে সত্বর। বৈদ্যদেখি সর্ব্বজন হৈল হরষিত রোদন ত্যজিয়া রাণী উঠিল ত্বরিত ॥ সমাদরে বৈদ্য বরে বসায়ে তথায়। করযোড় করি রাণী বিনয়েতে কয় ॥ প্রাণ দান দেহ তুমি আমার নন্দনে। একেবারে বিকাইব তোমার চরণে ॥ বৈদ্য বলে কেন মাগো অনুচিত বও। জননী সমান তুমি আমার যে হও। আমা হৈতে বাঁচে যদি তোমার কানাই। পুত্রভাবে দয়া রেখো আর নাহি চাই ॥ স্থির হও জননী গো না হও উতলা। দেখি আগে কিবা রোগে কৃষ্ণেরে ঘেরিলা ॥ এতবলি আস্তে ব্যস্তে কৃষ্ণ কাছে গিয়া নাসিকা কপাল বক্ষে দেখে হস্ত দিয়া ॥ ক্রমে২ সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া স্পর্শন। অবশেষে হস্ত ধরি দেখয়ে লক্ষণ ॥ হস্ত ছাড়ি হেট মাথে বসিয়া কিঞ্চিত। বলিতে লাগিল তবে সবার বিদিত ॥ ধাতু নাহি পাওয়া যায় অঙ্গ হিমময় ॥ মৃত্যু সম বটে কিন্তু কভু মৃত্যু নয়। ভাব প্রকাশেতে আমি যে দেখি লক্ষণ। অনুমান করি দেহে আছয়ে জীবন। কিন্তু ও রোগের কিছু না পাই নির্ণয়। এই হেতু ভাবিতেছি বিষম সংশয়। এতবলি হেট মাথে বসিয় তখন। দেখিয়া সবার মন হৈল উচাটন ॥ সবে বলে মহাশয় কি হবে ইহার। বৈদ্য বলে স্থির হও দেখি আরবার ॥ এত বলি জ্যোতিষ খুলিয়া ততক্ষণ। খড়ি পাতি আরম্ভিলা করিতে গণন ॥ দ্বিজ কহে

কৃষ্ণ পদে করি পরিহার। কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥

অথ বৈদ্যের গণনা।

দীর্ঘত্রিপদী। জ্যোতিষ খুলিয়া বৈদ্য, ভূমে খড়ি পাতি সদ্য, রাখে অঙ্ক করিয়া পাতন। অন্য অঙ্ক রাখি পরে, অঙ্কেতে পুরণ করে, পুনঃ অঙ্কে করয়ে হরণ ॥ এইরূপে খড়ি ধরি, হরণ পূরণ করি, ক্ষণকাল করিয়া গণন। রোগের করিয়া স্থির, কহিতে লাগিল ধীর, যেই রূপে হইবে মোচন। বৈদ্য গণনায় কয়, রোগ হৈল সুনিশ্চয়, কিন্তু বড় বিষম ঘটিল। যে দেখি ঔষধ যোগ, নিদানের অনুযোগ, জোতিষের মতেতে মিলিল। অধিক কিকব আর, অনুপান পাওয়া ভার এই হেতু ভাবিতেছি মনে। শুনে উপানন্দ কয়, যা কহিবে মহাশয়, তাহা আনি মিলাব যতনে ॥ চেষ্টার অসাধ্য নাই, চেষ্টায় দুর্লভ পাই, এই কথা সর্ব্ব লোকে কয়। অতএব চেষ্টা করি, অবশ্য মিলাতে পারি, কহ দেখি শুনি মহাশয়। বৈদ্য কহে শুন তবে, যে ঔষধে রোগ যাবে, ঔষধি আছয়ে মোর ঠাঁই। পতিব্রতা হবে যেই, ঔষধি বাটিবে সেই, এই মত সতী নারী চাই ॥ পতিব্রতা সতী নারী, কক্ষে করি হেম ঝারি, যমুনা হৈতে জল আনি। সে জলে ঔষধ গুলে, কৃষ্ণমুখে দিবে তুলে, রোগ মুক্ত হইবে তখনি। শুনি উপানন্দ হাসি, কহেন মধুর ভাষি, এই হেতু কিসের ভাবনা। নগর এ বৃন্দাবনে, সতী আছে বহুজনে, বৈদ্য বলে কথাতে হবেনা ॥ মুখেতে যে সতী কয়, তাহাতে প্রত্যয় নয়, পরীক্ষা করিতে হবে তার পরীক্ষায় উত্তরিলে, তবে সে সতীর জলে, হইতে পারিবে উপকার। সে নিয়ম পরিষ্কার, কহি শুন সুবিস্তর, কেশ তুলি মস্তক হইতে। গ্রন্থি দিয়ে দীর্ঘ করে, গিয়া যমুনার তীরে, সেতু এক হবে নির্ম্মাইতে ॥ পার্শ্বে ভাবে কিছু তায়, না থাকিবে যোগ আর, এক কেশে সেতুদীর্ঘাকার। তাহাতে যমুনা পার, হইবেক তিনবার সেই নারী সতী সারোদ্ধার ॥ উপানন্দ কন পুনঃ কভু কি সম্ভবে হেন, এমন সেতুতে হওয়া পার। বৈদ্য বলে সতী যেবা তাহার অসাধ্য কিবা, পুরাণে

প্রমাণ শুন তার। অযোধ্যাতে রঘুপতি তাঁর জায়া সীতা সতী, রাবণ হরিয়া লইল তায়। রঘুনাথ কোপ করি, সবংশে রাবণ মারি, সীতা উদ্ধারিল পুনরায়॥ কিন্তু সেই রঘুপতি, জানিয়া সীতায় সতী, তবু করেন পরীক্ষা বিধান। যতেক বানর মিলে, কাষ্ঠ আনি অগ্নি জালে, অগ্নি হৈল পর্ব্বত প্রমাণ॥ সতী প্রবেশিল তায়, সবে করে হায় হায়, মনে ভাবে জানকী মরিল। সতী নারী যেই হয়, তার কি অনলে ভয়, স্পর্শমাত্রে শীতল হইল॥ অগ্নি মাঝে সীতা দেবী, শ্রীরামের পদ ভাবি, আনন্দেতে বসিয়া রহিল। অগ্নি হৈল সুনির্ব্বাণ, পরে উঠি সেই স্থান, পতি পদে আসি প্রণমিল। অনল হৈতে বড়, এ পরীক্ষা নহে দড়, ইথে কেন ভাবিছ সংশয়। শুন শুন কহি সার, ফণী অগ্নি জল আর, চিরকাল, বিধি পরীক্ষায়॥ এত যদি বৈদ্য কন, সবে চমকিত মন, উপানন্দ চান নন্দ পানে॥ নন্দ কন ভাব কেনে, জিজ্ঞাস রমণীগণে, নারী মর্ম্ম নারী ভাল জানে॥ শুনিয়া নন্দের বাণী, নারীগণে কানাকানি, বলে একি দেখি সর্ব্বনাশ। কি ঘটিতে কি হৈল, কালরূপী বৈদ্য আইল নারী কুচ্ছ করিতে প্রকাশ॥ শ্রীদুর্গাদাস বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, দয়া কর ভকতবৎসল। শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস অন্তে দিয়ে চরণ কমল॥

উপনন্দ কর্ত্তৃক নারীগণের আহ্বান ও
নারীগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব করণ।

পয়ার। নন্দের বচনে উপনন্দ হয়ে ধীর। মধুর নিস্বনে কহে বচন গভীর॥ শুন শুন ব্রজবাসী নারী যতজন। স্বকর্ণে শুনিলে সবে বৈদ্যের বচন॥ যে হও পরমা সতী এ ব্রজ মণ্ডলে। পরীক্ষা করিয়া বারি আন কুতূহলে॥ ত্রিভুবনে যত কীর্ত্তি রবে চিরকাল। অধিকন্তু প্রাণ পাবে নন্দের দুলাল॥ পর উপকার হবে রাখিবেক মান। ইহার অধিক কর্ম্ম কিবা আছে আন॥ অতএব উঠ শীঘ্র সতী যেই জনা। নন্দসুতে বাচাইয়া রাখহ ঘোষণা। এত যদি বার বার কহে উপনন্দ। কোন নারী কিছু নাহি জানে ভাল মন্দ॥ হেট মাথে রহে

সবে নাহি স্ফুরে বোল। আপনা আপনি পরে করে গণ্ডগোল॥ পরস্পরে এ উহারে বলে বার বার। তুমি সাধ্বী সতী বট হও আগুসার॥ শুনিয়া তাহার কথা কহে আর-জন। তুমিত প্রধানা বট সতীতে গণন॥ চিরকাল সতী বলি হাতানাড়া দাও। এবে কেন আর জনে বল তুমি যাও ননদিনী যেই হয় পাইয়া সে ছলা। ভ্রাতৃবধূ প্রতিবলে বাড়াইয়া গলা॥ তুমিতো আছহ সতী আমাদের ঘরে। পরীক্ষা করিয়া জল আনহ সত্বরে॥ পতির কাছেতে সদা সতীত্ব জানাও। পত্র অবশিষ্ট আর পদোদক খাও॥ একদিন পতি যদি স্থানান্তরে রয়। সে দিন উপসি থাক আহার না হয়॥ ঘরে পাইলে পরে ধেয়ে গিয়া ততক্ষণ। সুবাসিত জল দিয়া ধোয়াও চরণ॥ এই রূপে ভাই মোর বশে রাখিয়াছ। আমাদের একবারে পর করিয়াছ॥ সতীত্ব জানাতে পোড়া মুখে পড়ে জল। এবে কেন অধোমুখে রহিলিতা বল॥ শুনি ননদির বাণী অন্তরেতে জলে। হৃদে বিষ ভরা মুখে মধুস্বরে বলে বাকা মুখে চোখা কথা নাহি বাসো লাজ। যে পারে সে জন গিয়া করুক এ কাজ॥ দেখিবারে পতিভক্তি না পার আমার। অদ্যাবধি মোর কর্ম্মে তুমি লহ ভার॥ কহিল যে তোমারে করেছি আমি পর। অদ্যাবধি ভাই লয়ে সুখে কর ঘর॥ এই রূপ কথায় কৌশলে নারীগণ। পরস্পর কোন্দল করয়ে সর্ব্বজন। তাহা দেখি নন্দরাণী হইয়া ভাবিত। রোহিণীর প্রতি চাহি করেন ইঙ্গিত॥ ইঙ্গিত বচনে রাণী কহেন তখন। রমণীগণের দ্বন্দ্ব করাও ভঞ্জন॥ সতী সাধ্বি নিকটেতে যাচ পরিহার। দ্বিজ বলে প্রাণ দেও গোপালে এবার॥

অথ রোহিণী কর্ত্তৃক নারীগণের দ্বন্দ্ব নিবারণ।

পয়ার। রাণীর বচনে তবে উঠিয়া রোহিণী। সবাকারে কন দেবী সুমধুর বাণি॥ বিপদে বিরোধ করা অতি অমঙ্গল। যশোদারে কৃপা করি ছাড় গো কোন্দল॥ সতীর চরণে করি অসংখ্য মিনতি। কৃষ্ণে বাচাইয়া রাখ গোকুলে খেয়াতি॥ জল আনি কৃষ্ণ ধনে বাচাবে যে জন। চিরকাল

তার মজ্ঞ হবে কৃষ্ণধন ॥ বিশেষত নন্দঘোষ জশোদা রোহিণী। তার কাছে বিনা মুল্যে বিকাবে অমনি॥ এইমত বিনয়েতে রোহিণী কহিল। রমণীগণের দ্বন্দ ক্রমেতে ঘুচিল কিন্তু কেহ সেতু পার না করে স্বীকার। এ বলে উহারে তুমি হও আগুসার॥ হেনমতে কত নারি করে কানাকানি। সকলেং বলে তুমি সতী জানি॥ এই রূপে পরস্পর বলিছে সবই। তার মাঝে দাণ্ডাইয়া কমলিনী রাই। তাঁহারে চাহিয়া কেহ নাহি কিছু কয়। কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলি জানয়ে নিশ্চয়॥ তাহা দেখি শ্রীমতীর বাড়ে অভিমান। নয়নের জলে ভাসে কমল বয়ান। নিশ্বাস ছাড়িয়া প্যারি হা কৃষ্ণ বলিয়া। অসতী হয়েছি নাথ তোমারে ভজিয়া॥ সেই হেতু ঘৃণা করে নাহি কহে কথা। তাহাতে হৃদয়ে কিছু নাহি মোর ব্যাথা। যদ্যপি দেখিতে পাই তোমার চেতন। তবেত এদুখ মোর হইবে মোচন। নতুবা ত্যজিব দেহ যমুনা জীবনে অন্তে যেন পাই স্থান ও রাঙা চরণে। এতবলি আঁখি জলে ভাসে কমলিনী। এখানেতে সতী চাহি ভ্রমেন রোহিণী॥ সকলের কাছে দেবী যাচে পরিহার। কোন নারি আসি তথা নাকরে স্বীকার॥ তাহা দেখি বৃন্দা বর দেয় টীটকারি। বৃন্দাবন মাঝেতে কি নাহি সতী নারী॥ ধিক ধিক গোকুল বাসিনী নারীগণে। একজন সতী নারী নাহি এই স্থানে। সে কথায় লজ্জা পেয়ে যত নারীগণ। অধোমুখে রহে সবে না তোলে বদন॥ কোনজন কিছু যদি উত্তর না দিল। তবেত রোহিণী দেবী নিরস্ত হইল॥ দেখিয়া যশোদা রাণী করেন রোদন। মোর ভাগ্যে সতী শূন্য হৈল বৃন্দাবন॥ ধনিষ্ঠা নামেতে সখী যশোদার ছিল। রাণীর কর্ণের কাছে কহিতে লাগিল॥ জটীলা কুটীলা দুই জন বড় সতী। চিরকাল এ গোকুলে আছয়ে খেয়াতি॥ কিন্তু তারা কৃষ্ণ পক্ষে বিপক্ষ সদাই। আসিবে কি না আসিবেকহিতে ডরাই॥ রাণী বলে ভাল মনে করিলে জননী। জটীলা নিকটে চল যাইব আপনি॥ অবশ্য আনিব তারে করিয়া মিনতি। দ্বিজ বলে শীঘ্রচল ওগো যশোমতি॥

অথ জটিলার নিকটে যশোদার গমন।

লঘু-ত্রিপদী। তবে নন্দরাণী, যেন পাগলিনী, জটিলা ভবনে যায়। নাহি কিছু ধৃতি, চলে শীঘ্রগতি, মণিহারা ফণীপ্রায়॥ ধূলায় ধূষর, সর্ব্বকলেবর, মুক্তকেশ ম্লানমুখী। সঙ্গে চারি সখী, ধনিষ্ঠা সুমুখী, শরলা শঙ্কেতে দুঃখী॥ এই রূপে রাণী, সঙ্গেতে সঙ্গিনী, জটিলা ভবনে গিয়া। কোথা গো জটিলা, বলি ডাক দিলা, জটিলা আইল ধাইয়া॥ দেখি নন্দরাণী, জটিলা আপনি, আসন আনি যোগায়। বৈস২ বলি হয়ে কৃতাঞ্জলি, বিবরণ জিজ্ঞাসয়॥ শুনেছে সকল, তবু করে ছল, যেন কিছু নাহি জানে॥ করিয়া বিনয়, কুশল সুধায়, যশোদার বিদ্যমানে॥ বলে যশোমতী, কি কব ভারতী, কুশলায় বিবরণ। আজি দিবাকাল, কেটেছে কপাল, হারায়েছি কৃষ্ণধন॥ শুনি চমকিয়া, উঠে শীহরিয়া, বলে একি সর্ব্বনাশ। হৃদি হৃষ্টভরা, মুখে সকাতরা, করে কত হা হুতাশ কহিছে জটিলে, কি কথা কহিলে, শুনিয়ে বিদরে হিয়ে। একি অকস্মাৎ, শিরে বজ্রাঘাত, কহ দেখি বিশেষিয়ে॥ রাণী বলে আর, কি কহিব ছার, আমার পোড়া কপাল। নাচিতে নাচিতে, পড়ে আচম্বিতে, মূর্চ্ছা গেল নন্দলাল॥ চেতন কারণ, করে কত জন, যে যেমন ক্রম জানে। আর কত জন, বৈদ্য বিচক্ষণ, বিবিধ ঔষধ আনে॥ করি বহুশ্রম, না ধরিল ক্রম, ঔষধ বিফল হইল। শেষে একজন, বৈদ্যের নন্দন ব্রজমাঝে উত্তরিল॥ পথে দেখা পাইয়ে, তাহারে ডাকিয়ে আনিলেন ব্রজপতি। সে জন আসিয়া, গোপালে দেখিয়া, কহিলা অদ্ভুত অতি॥ বলিলেক এই, সতী নারী যেই, যমুনার জল আনি ঔষধ গুলিয়ে, দিলে খাওয়াইয়ে, তবে বাঁচে নীলমণি॥ সতী যে হইবে, পরীক্ষা করিবে, যমুনার তীরে গিয়ে। যমুনার পার, হবে তিনবার, এক কেশসেতু দিয়ে॥ তবে জানি সতী, সাধ্বী শুদ্ধমতী, কার্য্য হবে জলে তার। এ কথা শ্রবণে, যত নারীগণে, কেন না করে স্বীকার॥ আমি জানি ধনী, পতিপরায়ণী, তব সমা কেহ নাই। তুমি দয়া করি, আন যদি বারি, তবেত গোপালে পাই॥ শুনিয়া

জটিলা, ঈষদ হাসিলা, বলে এই কোন ভার। যমুনায় গিয়ে কেশ সেতু দিয়ে, পার হওয়া তিনবার ॥ শত শত বার, হতে পারি পা'র, কিন্তু আছে কিছু কথা॥ আমার যে কন্যা, সতী মধ্যে গণ্যা, ধন্যা মান্যা যথা তথা॥ তাহারে জিজ্ঞাসি, কহিব গো আসি, যেবা হয় সুবিধান॥ এতেক বলিয়া, জটিলা উঠিয়া, কুটিলা নিকটে যান॥ গোপনেতে থাকি, কুটিলাকে ডাকি, কহিলেক বিবরণ। কুটিলা শুনিলা, কোপেতে রুষিলা, দ্বিজ করে নিবারণ॥

অথ জটিলায় কুটীলার কথোপকথন।

পয়ার। শুনিয়া মায়ের কথা রুষিয়া কুটিলা। কর্কশ বচনে কোপে কহিতে লাগিলা॥ভাল হৈল মরিল সে নন্দের কুমার ঘুচিল পরম শত্রু আয়ান দাদার॥ যার জন্যে ঘরে পরে লজ্জা সদা পাই। সেজন মরিলে ভাল আর কিবা চাই॥ যার মৃত্যু হেতু পুজা মানি দেবস্থানে। তাহারে বাচাতে যত্ন পাব কি কারণে॥তোমার কুলের খোঁটা দিল যেইজন। তুমি তার হিত হেতু করিছ যতন॥ যেবল সেবল মাগে তাহা না হইবে বাচাইতে নন্দসুতে যাইতে নারিবে। আর .ক এমন সতী আছে বৃন্দাবনে। জল আনি বাঁচাইবে নন্দের নন্দনে॥ অত এব তুমি আমি না গেলে তথায়।অবশ্য মা.বে শত্রু একথা নিশ্চয়।শুনি কুটিলার বাণী প্রবিনা জটিলা। প্রবোধ বচনে তারে বুঝাতে লাগিলা॥ যে কহিলা সত্যবটে সকলি প্রমান কিন্তু আপনার সদা চাহি যশমান॥তন্দসুতে বাচাইতে নাহি মোর মন। তবে যে যাইতে চাহি যশের কারণ॥ যে কর্ম্ম করিতে না পারিল নারিগণে। সে কর্ম্ম করিলে কীর্ত্তি রহে ত্রিভুবনে॥ ।৮বানিশি যশঃ কির্ত্তি ঘুষিবে সবাই। জটিল কুটিলা সমান সতী কেহ নাই। বিশেষতঃ সতিরূপে জানে সর্ব্ব জন। নাগেলে বলিবে তবে থাকিবে কারণ॥ অসতী বলিয়া পুনঃ ঘুষিবে সবাই। এই হেতু এইকর্ম্ম করিবারে চাই॥এত যদি জটীলা বলিলা বুঝাইয়া। কুটিলা উটিলা তবে হরষিত হইয়া॥আস্তেব্যস্তে উঠি তবে আনন্দিত মনে। আইলা জ-টীলা সহ যশোদা সদনে॥ কুটিলা যশোদা পদে করে প্রণি-

পেত। আশীর্ব্বাদ করে রাণী শিরে দিয়া হাত॥ তবেত জটিলা বলে শুন যশোমতি। জল আনি বাচাইব তোমার সন্ততি॥ এতেক শুনিয়া বাণী রাণী হরষিত। জটীলাকুটীলা লয়ে চলিলা ত্বরিত॥ আপন আলয়ে গিয়া উপনীত হইয়ে। কহিলেন নন্দরাণী বৈদ্যেরে চাহিয়ে॥ এই আমি আনিয়াছি সতী দুইজন। যে হয় করিতে কর্ম্ম বলহ এখন॥ দ্বিজ বলে বৈদ্যরূপী দেব ভগবান। চলিলেন কেশ সেতু করিতে নির্ম্মাণ

অথ বৈদ্যের কেশ সেতু নির্ম্মাণ।

দীর্ঘত্রিপদি। সতী দেখি বৈদ্যবর, হয়ে অতি হৃষ্টান্তর, সত্বরেতে যমুনায় স্নান। মাথা হৈতে তুলি কেশ, লইলেন অবশেষ, কেশ সেতু করিতে নির্ম্মাণ॥ যমুনার তটে গিয়া কেশেং গ্রন্থি দিয়া, শতধনু দীর্ঘে বাড়াইয়া। যমুনা উভয়কুলে দুইশাল বৃক্ষমুলে, টানা দিয়া রাখিল বান্ধিয়া॥ পার্শ্বভাগে যোগ তার, না থাকিল কিছু আর, নিম্নভাগে রহে শূন্যময়। তার নিম্নে সুগভীর, অতলস্পর্শ নীর, দেখিয়া মনেতে লাগে ভয়॥ এই রূপে সেতু করি, নন্দের মন্দিরে হরি, বৈদ্যরাজ আসি ত্বরা করি। কহিলেন যাও তবে, সতী সঙ্গে লয়ে সবে পার হয়ে আনি দেহ বারি। তবেত জটীলা ধনা, নারী মধ্যে অগ্রগণ্যা, নিজ কন্যা, অগ্রেতে করিয়ে। সভামধ্যে দর্প করি, কক্ষে লয়ে হেমঝারি, উঠিলেন অগ্রসারী হয়ে॥ তবে ব্রজবাসীগণ, সঙ্গে চলে অগণন, জটীলার সতিত্ব দেখিতে। বাল বৃদ্ধা যুবা জরা, স্ত্রী পুরুষ চলে ত্বরা, ক্রমে সবে চলে হরষিতে॥ রাধিকার সহচরী, বৃন্দা চিত্রা আদি করি, ষোড়শ সহস্র অষ্টজন। অধিকন্তু নারী যত, এক মুখে কব কত, সকলেতে করিছে গমন॥ হেনমতে ব্রজনারী, চলিলেন সারি সারি, নাহি হয় তাহার গণন॥ সবে মাত্র বৃন্দাবনে, রহিলেন পঞ্চজনে, শুন তার কহি বিবরণ। অচৈতন্য বংশীধর, চিকিৎসক বৈদ্যবর, কৃষ্ণমাতা যশোদা রোহিণী। বন কৃষ্ণে আগুলিয়া, এই হেতু নাহি গিয়া, অধিকন্তু রাধা সুবদনী॥ কৃষ্ণ কলঙ্কের ভয়ে, লাজে নতমুখী হয়ে, নাহি যান অতি দুঃখ মন। এই হেতু পঞ্চজনে, রহিলেন বৃন্দাবনে,

আর সবে করিলা গমন। ইহা ভিন্ন অন্য গ্রাম, কতেক কহিব নাম, যত দূর শুনে সমাচার। তথাকার লোক যত, ধায় সবে অবিরত, দেখিতে আশ্চর্য্য ব্যবহার॥ এই রূপে কুতুহলে, যমুনার জলে স্থলে, রহে লোক অসংখ্য গণন। কেহ নৌকা করি ভর, কেহ উঠে বৃক্ষোপর, অশ্বে গজে রথে কোনজন॥ যমুনা উভয় কুলে, পদব্রজে ভূমণ্ডলে, রহে কত না হয় বর্ণন। স্বর্গে থাকি দেবগণে, করিবারে দরশনে, আকাশেতে করে আগমন॥ আপন আপন জানে, রহিয়া আকাশ মানে, কৌতুক দেখেন সর্ব্বজন। দ্বিজ সবে সেই স্থলে, রহে সবে কুতুহলে, পরে শুন কহি বিবরণ॥

অথ জটীলার কেশসেতু পার হওন।

পয়ার। এই রূপ সর্ব্বজন যমুনার কুলে। কৌতুক দেখিতে সবে রহে কুতুহলে॥ হেনকালে জটীলা আইল সেইস্থানে। দর্প করি কহে ধনী সবা বিদ্যমানে॥ সতীত্বের বলে ত্রিভুবন তুচ্ছ করি। কেশ সেতু দেখিয়া কি আমি ধরি ডরি॥ এই কেশসেতু পার কোন বড় ভার। তিনবার পার কেন হব শত বার॥ এই দেখ অনায়সে পারহয়ে যাই। অসতী কুলটার মুখেতে দিয়াছাই॥হেনমতে বহুদর্প করিয়া জটীলা। হেমঝারি কক্ষে করি সত্বরে চলিলা। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বেগেতে চলিল কেশ সেতু উপরেতে পদ তুলি দিল॥ যেই মাত্র পদার্পণ করে সেইস্থলে। কেশ সেতু ছিড়িয়া জটীলা পড়ে জলে জলেতেপড়িয়াধনীভাসিয়া চলিল।তাহাদেখি সর্ব্বজন হাসিতে লাগিল॥ বিপক্ষ গণেতে বলে ভাল বটে সতী। সেতু পার হয়ে জল আনিছে সম্প্রতি॥ এইরূপে বিপক্ষেতে টীটকারি দেয়। জটীলা পড়িয়া জলে ভাসিয়া বেড়ায়॥ নৌকা আরোহিগণে যত দেখিতে আইল। দেখিয়া দুর্দ্দশা তারা নৌকাতে তুলিল॥ নৌকায় আনিয়া তখন কুলেতে উঠায়। জটীলা না তোলে মুখ মলিন লজ্জায়॥ বারম্বার উপহাস করে সর্ব্বজন। তাহা দেখি কুটীলার অরুণ নয়ন॥ মায়েরে নিন্দিয়া কহে সুগভীর বাণী। থাকিতে কিঞ্চিত পাপ মনে অনুমানি দোষ আছে জান যদি আপনার মনে। তবে লোক হাসা-

ইতে গিয়াছিলে কেনে ॥ বিদ্যমানে আছি তোর আমিতো নন্দিনী। তবে কেন এ কর্ম্মেতে আইলে আপনি ॥ এই দেখ তোর বিদ্যমানে আমি যাব। সেতু পার হয়ে বারি এখনি আনিব ॥ কোথা গেল বৈদ্যবর ডাকহ তাহারে। পুনঃ নির্ম্মাইয়া সেতু দেয় সে আমারে ॥ এত যদি দর্প করি কুটীলা বলয়। দূরেথাকি চন্দ্রাবলী কৌশলেতে কয়। মা হইতে কন্যার সতীত্ব হয় বড়। চিরকালাবধি সে আমরা জানি দড় শুনিয়া চন্দ্রার কথা কুটীলা জলিল। তথাপি তখন কিছু উত্তর না দিল ॥ বৈদ্য২ বলি ধনী ঘন ঘন ডাকে। বৈদ্যরে সংবাদ আসি কহে কোন লোকে ॥ তবে বৈদ্যরাজ শীঘ্র গিয়া সেই স্থান। পুনর্ব্বার কেশ সেতু করেন নির্ম্মাণ ॥ সেতু নির্ম্মাইয়া বৈদ্য গেল নন্দালয়। এখানে কুটীলা তবে পার হতে রয় ॥ দ্বিজ বলে কোথা যাও হইয়া সত্বরা। সেতু নহে এ কেবল কলঙ্কের ভরা ॥

অথ কুটীলার সেতু পার হওন।

লঘু ত্রিপদী। কুটীলা সুন্দরী, উঠি ত্বরা করি, হেমঝারি কক্ষে লয়। সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে, ইতস্তত নিরীক্ষয় দেখি সে চাহনি, পুরুষ অমনি, পড়য়ে মোহন ফাঁন্দে। কি জানি কি ঘটে, কলঙ্ক বা রটে, কলঙ্ক বিহীন চাঁদে ॥ মনে এই ঘোর, মুখে মহাজোর, ছলে কতমত ভাবে। সখীগণে চায়ে, নয়ন ফিরায়ে, সতীত্ব জানায় ভাবে ॥ এরূপ ভঙ্গিতে হেলিতে দুলিতে, সেতু কাছে উত্তরিয়ে। সেতু লক্ষ করি, কহিছে সুন্দরী, নারীগণে বিনিন্দিয়ে ॥ কেশসেতু শুন, হইয়া নিপুণ, বজ্রসম হও তুমি। তব পায়ে গিয়া, পরীক্ষা করিয়া, জল লয়ে আসি আমি। শুন তোরে বলি, নহি চন্দ্রাবলী, নহি রাধা কলঙ্কিনী। নহি বৃন্দা দূতী, নহি চম্পাবতী, নহি চিত্রা বিনোদিনী ॥ আর বৃন্দাবনে, আছে সখীগণে, ষোল হাজার অষ্টজন। কলঙ্কিনী কন্যা, তাহে নাহি গণ্য, তোরে বলি বিবরণ ॥ আমি হই ধন্যা, সতী অগ্রগণ্যা, কুটীলা সুন্দরী নাম। মোর পুণ্যফলে, বাচিবে, গোপালে, বজ্রসম অবিরাম

এতেক বলিয়া, ছলেতে নিন্দিয়া, যতেক রমণীগণে। সেতুর উপরে, পদার্পণ করে, অত্যন্ত গর্ব্বিত মনে। যেমনচরণ করিল অর্পণ, কেশ সেতু উপরেতে। অমনি ছিড়িল, কুটীলা পড়িল, দেখে লোক সকলেতে। চিরকালধরি, কুটীলা সুন্দরী, রাধায়ে যত বলে ছিল। পেয়ে তারা বাদ, সবে তোলে দাদ, যার যে মনে আছিল॥ রাধার সঙ্গিনী, যতেক রঙ্গিণী, দেয় কত করতালি। বলে সতী ভাল, ভাল ভাল ভাল, সতীত্ব ভাল জানাইলি॥ কেহ উলু দেয়, কেহবা হাসয়, খল খল রব করি। কেহ শঙ্খ পুরে, কেহ উচ্চৈস্বরে, ঘন দেয় টীটকারি। এরূপে সকলে মহা কোলাহলে, নিন্দা করে কুটীলারে। কুটীলা হেথায় ভাসিয়া বেড়ায়, যমুনা গভীর নীরে। পড়িয়া তরঙ্গে, মনের আতঙ্কে, অস্থির হৈল অতি। ভাসিল বসন, হৈল বিবসন, নাহিক অঙ্গের ধুতি॥ জল খেয়ে তার, পেট হৈল ভার, না পারে দিতে সাঁতার। মোর প্রাণ যায়, কি করে লজ্জায়, করে ধনী হাহাকার॥ ত্রাহি ত্রাহি রবে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, দুবাহু তুলিয়া সবে। বলে মরি মরি, লয়ে আসি তরী, উদ্ধার করহ ভবে। যেই পুণ্যবান, হও আগুয়ান, প্রাণদান দেহ মোরে। সে কথা শুনিয়া, সখীরা হাসিয়া, বলে নাহি তোল ওরে॥ ও পাপ কারিণী, কুল কলঙ্কিণী, এখন বাঁচিতে সাধ। ঢাকি নিজ বাদ, করিয়া বিবাদ, লোকে দেও অপবাদ। বিধি অনুকুল আজি সে আকুল, প্রকাশ করিয়াছিল। কোন মুখে আর ও মুখ তোমার, লোকেরে দেখাবে বল। ধিক ধিক ধিক, কিকব অধিক, চলালি পাপিনী আলো। ছি ছি লাজ নাই, পোড়া মুখে ছাই, তোমারমরণ ভাল॥ এরূপে তাহারে ভৎসেবারে২ মিলে যত সখীগণ। সে কথা কে শুনে, ডাকে প্রাণপণে, রাখিতে প্রাণ আপন॥ দেখি তার দশা, অনেক মহসা, তরি লইয়ে যাইল। ধরি তার কর, তুলি নৌকাপর, বসন পরিতে দিল॥ অবেত কুটীলা, প্রাণেতে বাচিলা, আইলা জটীলা পাশে। তাহা দেখি পুন, হাসে সর্ব্বজন, কহে কত কটুভাষে কুটীলা তখন, না তোলে বদন, রহে হেট মাথা করি। এখানেতে নন্দ, অতি নিরানন্দ, না মিলিল সতী নারী॥ কিহবে

উপায়, ভাবিয়া না পায়, প্রমাদ গণিয়া মনে। আপন ভবনে বৈদ্যের সদনে, উত্তরিল ততক্ষণে॥ যতেক ভারতী, বৈদ্য অবগতি, করাইয়া ব্রজরায় শোকেতে মোহিয়া, হা কৃষ্ণ বলিয়া, ভূমেতে নন্দ লোটায়॥ কহে দ্বিজবর, ওহে বৈদ্যবর তব পদে পরিহার। যে হয় উপায়, করহ ত্বরায়, কৃষ্ণ শোকে বাঁচা ভার॥

অথ যশোদাকে জল আনিতে বৈদ্যের নিষেধ।

পয়ার। সতী যদি না মিলিল সবে নিরানন্দ। কৃষ্ণশোকে মুগ্ধ হয়ে কান্দিছেন নন্দ॥ তবেত যশোদা রাণী আপনি উঠিয়া। কহিতে লাগিল কিছু বৈদ্যেরে চাহিয়া॥ শুনহ বৈদ্য বর করি নিবেদন। জল আনিবারে আমি করিব গমন॥ পঞ্চবর্ষ কালে মোরে পিতা করে দান। তদবধি আছি আমি পতি সন্নিধান॥ সেই কালাবধি মোর হইতেছে মনে কিছুই না জানি আমি পতির বিহনে॥ অতএব আমারে আরত্তি কর তুমি। পরিক্ষা করিয়া জল আমি দিব আনি॥ এত যদি নন্দরাণী বলিল বচন। বৈদ্যের মনেতে হৈল ভাবনা তখন॥ যশোদা যদ্যপি জল আনিবারে যান। না পারিব করিতে মায়ের অপমান॥ পরিক্ষা করিয়া জল মাতা যদি আনে। রাধার কলঙ্ক তবে ঘুচিবে কেমনে॥ এতেক বিচার বৈদ্য করি মনে মন। যশোদারে মিষ্টবাক্যে করেন বারণ বৈদ্যবলে মাতা তুমি পারিবে আনিতে। কিন্তু উপকার কিছু না হবে তাহাতে॥ মায়েতে ঔষধি দিলে নাহি ধরে ক্রম। বৃথা কেন আপনি করিবে পরিশ্রম। ব্যাস কন বৈদ্যরূপি প্রভু নারায়ণ। অব্যর্থ তাহার বাক্য না হয় খণ্ডন॥ তদবধি সন্তানে ঔষধি দিলে মায়। না হয় রোগের শান্তি জানিবে উপায়॥ যশোদা বলেন বাপ তবে কি হইবে। নিতান্ত কি নীলমণি প্রাণেতে মরিবে॥ বৈদ্য কন জননি গো স্থির কর মতি। গণনা করিয়া দেখি ব্রজে কেবা সতি॥ গুরুর কৃপায় আর জ্যোতিষের গুণে। চরাচরে যতেক জানিতে পারি গণে॥ এতবলি গণিতে বসিল বৈদ্যবর। দ্বিজ কহে কিবা আছে তব অগোচর॥

অথ বৈদ্যের গণনা।

পয়ার। খড়ি লয়ে বৈদ্যবর কহেন বচন। পঞ্চম বর্ষের শিশু আন এক জন॥ তার হস্তে খড়ি দিব জতন করিয়া। খড়ি ধরি সেইশিশু রহিবে বসিয়া॥ মন্ত্রজপ করি আমি ঈশ্বরে ভাবিতে। উঠিবে সতীর নাম শিশুর খড়িতে॥ এতেক শুনিয়া তবে যত গোপগণ। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু আনে এক জন॥ তার হস্তে খড়ি তবে দিয়া ততক্ষণ। বৈদ্যরূপী নারায়ণ জপে নারায়ণ॥ এখানে শিশুর হাতে খড়ি ঘন বুলে। প্রথমেতে র অক্ষর খড়িতে লিখিলে॥ আদ্যক্ষর উঠিল বলিল বৈদ্যবর। তাহা ধরি নাম সবে কহে পরস্পর॥ কেহ বলে রমাবতী কেহ বলে রতি। রঙ্গবিলাসিনী রসমঞ্জরী যুবতি হেনমতে রকারাদি বহু নাম লয়। বৈদ্যবলে ইহার মধ্যেতে কেহ নয়॥ পুনর্ব্বারজপেতে বসিল মহাকায়। শিশুর খড়িতে আসি আকারযোগায়॥ রকারে আকার মিলে রা শব্দ হইল বৈদ্যবলে আদ্যক্ষর এবার মিলিল॥ তবে সবে রা আদ্যেতে যত নাম জানে। রাধা বিনে সব নামবলে বৈদ্য স্থানে॥যদি বল রাধা নাম কেন দিল বাদ।কৃষ্ণ কলঙ্কিনী বলি আছে তার বাদ॥ এই হেতু রাধা নামকেহ নাহি কয়। বৈদ্যবলেইহার মধ্যেতে কেহ নয়। এত বলি মন্ত্র জপে হয়ে এক মন। ধা শব্দ আসিয়া হৈল খড়িতে যোজন॥ রাধা শব্দ হৈল যদি একত্রে মিলন। বৈদ্য বলে এইবার হৈলনিরূপণ॥ বৃন্দাবনে কোন নারী রাধা নাম ধরে।তাহার রূপেতে বৃন্দাবন আলো করে॥ চন্দ্রমাস্য হাস্য দৃস্য বিশ্ব বিমোহিনী। দীর্ঘকেশ মধ্যদেশ সূক্ষ্ম নিতম্বিনী॥ খঞ্জন গঞ্জন আঁখি চক্ষু যুক্ত তায়। কটাক্ষ স্বপক্ষে বহে বিপক্ষের দায়॥ এইরূপে যেই নারী সেই সাধ্বীসতী। কেশসেতু পার হৈতে তাহারি শকতি সে রমণী কৃপা করি আনি দেয় বারি। তবে নন্দসুতে আমি বাঁচাইতে পারি॥ এত যদি বৈদ্যবর বলিল বচন। শুনি চমকিত হৈল সবাকার মন॥ সাধু লোকে সকলে বলয়ে ভাল বাণী। কুটীল লোকেতে সবে করে কানাকানি॥ কৃষ্ণ

গণনা ॥ জটীলা কুটীলা ছিল হেট মাথা করি। রাধানাম শুনি ধনী উঠিল শিহরি ॥ অন্তরের মধ্যে তার অধিক জ্বলিল ক্রোধ ভরে বৈদ্যবরে কহিতে লাগিল ॥ জানা গেল বৈদ্যবর জান তব গুণ। এবয়সে এতগুণে হয়েছ নিপুণ ॥ না জানি বাঁচিলে কত বাড়িবেক আর। শিখিয়াছ যার কাছে তারে নমস্কার ॥ হাসি পায় লাজে মরি এ কথা শুনিয়া। রাধিকা হইল সতী খড়িতে গণিয়া ॥ ব্রজমাঝে নারী মধ্যে কলঙ্কিণী যেই। তোমার গণনে আজি সতী হৈল সেই ॥ হেন মতে বৈদ্য যদি নিন্দে বহুতর। ঈষৎ হাসিয়া বৈদ্য করেন উত্তর ॥ কেন গো কুটিলা তুমি ছলে কটু গাও। মিছা বাদ করি কেন কোন্দল বাড়াও ॥ আমিতো অবোধ বৈদ্য গুণে হীন অতি। আপনিতো গোকুলেতে আছ বড় সতী ॥ জানিয়াছে সকলেতে তোমার যে কায। বাঁকা মুখে কথা কহ নাহি বাস লাজ ॥ এত যদি বৈদ্যবর কুটিলারে বলে। শুনিয়া তাহার বাণি দুনা ক্রোধে জ্বলে ॥ ধুনা গন্ধ পেয়ে যেন মনসা মাতিল। হাত নাড়া দিয়া বৈদ্যে গালি আরম্ভিল পাড়য়ে অসংখ্য গালি মুখে যত আসে। শুনিয়া সভাস্থ লোক সকলেতে হাসে ॥ তবেত যশোদারাণী বিষম দেখিয়া কুটিলার হাতে ধরি আপনি উঠিয়া ॥ রাণী বলে কুটিলা গো ক্ষমা কর মোরে। আমার মাথার কিরা সপত তোমারে বিপদেতে দ্বন্দ করা না হয় উচিত। নীলমণি বাঁচে যাতে কর তার হিত ॥ রাধিকা হইলে সতী ক্ষতি কিবা তায়। তোমার ঘরের বধু অন্যতো সে নয় ॥ দ্বিজ বলে কুটিলারে নিরস্ত করিয়া। রাধিকা নিকটে রাণী চলিল ধাইয়া ॥

অথ শ্রীমতীকে যশোমতীর বিনয়।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। রাধিকা যদ্যপি সতী, হরষিত যশোমতী দ্রুতগতি রাধা কাছে গিয়া। দুটী কর করে দিয়ে, কহেন কাতরা হয়ে, উঠ ওগো বৃষভানু ঝিয়া ॥ তুমি ধন্য পুণ্যবতী ব্রজমাঝে আছ সতী, বৈদ্যরাজ গণিয়া বলিল। স্বকর্ণেতো শুনিয়াছ, তবে কেন বসিয়াছ, কৃপাকরি উঠিতে হইল ॥ করিয়া সেতু পরীক্ষা, দেখাও সতীত্ব দীক্ষা, শিক্ষা করুক

ব্রজের বসতি। বাচাও কৃষ্ণের প্রাণ, এ বিপদে কর ত্রাণ, রাখো মাগো ত্রিজগতে খ্যাতি॥ এইরূপ নন্দরাণি, রাধিকারে কন বাণি, শুনি রাধা লোমাঞ্চ শরীর। অন্তরে হইল ভয়, মুখে বাক্য না স্ফুরয়, দুই চক্ষে ঘন বহে নির॥ মনে২ রাধা প্যারি, বলে কি করিলে হরি, একি আর ঘট্ ইলে দায়। তব শোকে প্রাণ যায়, দায়ের উপরে দায়, ইথে আমি কি করি উপায়॥ একে কলঙ্কিনী বলে, তাহে যদি গিয়া জলে, সেতু পার হইতে না পারি। অধিক কলঙ্ক হইবে, লোকে মুখ না দেখিবে, কেমনে বাচিব তবে হরি। তুমি প্রভু বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বের বিপদে হর্ত্তা, বিশ্বত্রাতা বিধাতা ঈশ্বর তব পদ যেই স্মরে, তাহার বিপদ হরে, বিপত্তি ভঞ্জন নাম ধর। হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, জগতের প্রাণবন্ধু, রাধিকা হৃদয় ইন্দু শ্যাম। তব চরণ বিহনে, নাহি জানি অন্য জনে, তবে কেন বাড়য়ে দুর্নাম॥ এইরূপে রাধা সতী, ভাবিয়া আকুল অতি, দুই চক্ষে বারি ধারা বয়॥ হেনকালে কমলিনি, শুনিলেন দৈববানি, আর কেহ শুনিতে না পায়। কি কারণে ভাব রাধা, তুমি কৃষ্ণ অঙ্গ আধা, আদ্যাশক্তি ময়ী সনাতনী কেন তব এত ভুল, তুমি সকলের মুল, সতী সাধ্বী পতি পরায়নি॥ উঠ উঠ ওগো প্যারি, সেতুর পরিক্ষা করি, যমুনা হইতে আন বারি। সে জলে ঔষধি গুলে, খাওয়াইয়া কুতুহলে, চেতন করাও তব হরি॥ এরূপ আকাশ বাণি, আপন কর্ণেতে শুনি, আনন্দিত কিঞ্চিত হৃদয়। তথাপি সভয় মন ভাবে রাধা অনুক্ষণ, কি ঘটিতে কি জানি কি হয়॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনি, হৃদে ভাবি চক্রপাণি, যশোদারে কন মৃদুস্বরে। তোমার হিতের হেতু, পরিক্ষা লইব সেতু, শেষে মম ভাগ্যে যাহা করে। শুন গো তোমারে কই, পরীক্ষাতে জয়ী হই বাচে যদি তোমার নন্দন। তবে সে আসিব ফিরে, নতুবা যমুনা তিরে, সেইক্ষণে ত্যজিব জিবন॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, কেন রাধে ভাব ভয়, শ্রীহরিকে করিতে চেতনে। তাহা কি ভুলেছ প্যারি, যখন অরূপি হরি, রূপ ধরায়েছ নিজ গুণে॥

শ্রীমতীর সেতু পরিক্ষা স্বীকার ও যমুনায় গমনোদ্যোগ।

পয়ার। শ্রীমতি করেন যদি পরিক্ষা স্বীকার। যশোদার আনন্দের নাহি পারাপার ॥ করেতে ধরিয়া রাণী করেন বিনয়। উঠমাগো শীঘ্র করি বিলম্ব না সয় ॥ তবেত রাধিকা সতী রাণী আশ্বাসিয়া। আপনার সখী সবে কহেন ডাকিয়া শুনিয়া সঙ্গিনীগণ আনন্দিত মনাবৃন্দা কহে বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন ।।রাই বলে সঙ্গে চল যত সহচরি। পরিক্ষা করিব আমি কৃষ্ণ নাম স্মরি ॥ তাহা যদি ভগবান করেন রক্ষণ। তবে সে আমারে পুনঃ পাবে দরশন ॥ নহেত যমুনা জলে তেয়াগিব প্রাণ। বিদায় হইনু আজি তোমা সবা স্থান ॥ বৃন্দা কহে কমলিনী ভাব কি কারণ। যাত্রাকালে স্মর তুমি শ্রীমধুসুদন ॥ কৃষ্ণ নাম বলে ভবসিন্ধু হবে পার। যমুনা হইতে পার কি ভাবনা তার। বৃন্দার বচনে রাধা হরষিত হইয়া। উঠিলেন দ্রুতগতি শ্রীহরি স্মরিয়া ॥ গুরুজন চরণে করেন প্রণিপাত। হেনকালে কুটিলা উঠিয়া ধরে হাত ॥ কোথা যাহ কমলিনী নাম হাসাইতে। আমি হেন সতা ঠেকিয়াছি পরিক্ষাতে। যদি বল কবিরাজ করেছে গণন। সকলি অলিক ভণ্ড বৈদ্যের বচন। বৈদ্য নহে এই বেটা কলঙ্কের ডালি। আসিয়াছে গোপকুলে দিতে চুন কালি ॥ কে কোথায় প্রত্যয়করে ভণ্ডের বচনে। আপনার হৃদি কথা আপনি সে জানে ॥ তুমি শ্যাম কলঙ্কিণী জানত মানসে। পরীক্ষা করিতেযাহ কেমনসাহসে পরীক্ষাতে ঠেকিলে হইবে বিপরীত। ভুবন ভরিয়া হবে কলঙ্ক বিদিত ॥ একে তোর দায়ে লোকেমুখ না দেখাই। বৈস২ পরীক্ষা করিয়া কাযনাই এত যদি কুটিলা কহিলা বার বার। শ্রীরাধার মুখে বাক্য নাহি সরে আর ।।কুটিলার কুবচনে পাইয়া বেদন। বসিলেন কমলিনী হয়ে খুন্নমন ॥ সহজে সরোজ মুখ অতিশয় ধীর অপমান পেয়ে প্রাণে চক্ষে বহে নীর॥তাহা দেখি বৃন্দা দুতি অন্তরে রুষিয়া। কুটিলার প্রতি কোপে কহিছে ভৎসিয়া ॥ শুনগো কুটিলা তুমি বড় বুদ্ধিমতি। চিরকাল আপনারে কহিতে সতী॥ রাধা কলঙ্কিণী তুমি সাধ্বী পতিব্রতা। অব-

শেষে প্রকাশ সব করিল বিধাতা ॥ সে সব সতীত্বপনা হইল বিদিত। তথাপি কহিতে কথা না হও লজ্জিত ॥ আপন ছিদ্র ঢাকি পরের ছিদ্র দাও। পরহিংসা হেতু এত পরিতাপ পাও ॥ রাধারে যাইতে মানা কর কি কারণে। যে জন যেমন সতী জানে নিজ মনে ॥ অবশ্য শ্রীমতী রাধা সতী সারোদ্ধার। না হলে পরীক্ষা কেন করিবে স্বীকার ॥ এত যদি বৃন্দা বলে জটিলারে চেয়ে। উঠিল কুটিলা ধনী অনেক জ্বলিয়ে। ক্রোধে বৃন্দাসঙ্গ দ্বন্দ্ব করিতে লাগিল। তাহা দেখি নন্দরাণী প্রমাদ গণিল ॥ জটীলা নিকটে গিয়া কহেন নন্দরাণী সান্ত্বনা করগে উঠি তোমার নন্দিনী ॥ যদি রাধা পারে তবে ইথে কিবা ক্ষতি। তোমার ঘরের বধু তোমার সুখ্যাতি ॥ যশোদার অনুরোধে জটিলা উঠিয়া। বসাইল কুটিলারে হাতেতে ধরিয়া ॥ অনুমতি দেও তুমি ডাকিয়া রাধায়। বৃন্দারে যশোদারাণী আপনি বসায় ॥ জল আনি বাঁচাইতে আপন তনয়। এইরূপে উভয়ের দ্বন্দ্ব নিবারয় ॥ জটীলা রাধার প্রতি করে অনুমতি। পরীক্ষা করিয়া জল আনগো শ্রীমতি ॥ একথা শুনিয়া প্যারী হর্ষিতা হইয়া। উঠিলেন পুনরায় শ্রীহরি স্মরিয়া ॥ আগেতে প্রণাম করি জটিলার পায়। তার পরে প্রণমিল রাণী যশোদায় ॥ তদন্তরে প্রণাম করি যত গুরুজন। সমযোগ্য জনে কন বিনয় বচন। কুটিলার হাতে ধরি করেন মিনতি। সবাকার কাছেতে যাচেন অনুমতি ॥ সকলে সন্তোষ চিত্তে করে আশীর্ব্বাদ। কেবল কুটীলা চিত্তে সদত বিষাদ। হৃদয়ের মধ্যে তার রহে হলাহল মৌখিক বচনে তথা পড়য়ে মঙ্গল ॥ এক কালে সকলেতে করে জয়ধ্বনি। তবেত জলেতে চলে রাধা কমলিনী ॥ তাহা দেখি বৈদ্য পুনঃ যমুনায় গিয়া। পুনর্ব্বার কেশ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ॥ আইলেন দ্রুত যথা মূর্চ্ছিত মুরারি। জল হেতু জলে চলে ভানুর কুমারি ॥

শ্রীমতীর যমুনায় গমন।

পয়ার। একে২ সকলের অনুমতি চাইয়ে। চলিলেন হরি প্রিয়া হরিকে স্মরিয়ে ॥ গজেন্দ্র গমনে গতি কক্ষে হেমঝারি

চতুর্দ্দিকে চক্র করি বলে সংচরি ।। হইল অপূর্ব্ব শোভা কত ভাব হয়। চন্দ্রের মণ্ডল যেন ভূমেতে উদয় ।। শ্রীমতীর মুখ-চন্দ্র নিন্দি শশধর। সখীগণ মুখ তাহে চন্দ্রের সোষর ।। একত্রে মিলনে যেন হৈল চন্দ্রময়। হেরিয়া সকল লোক অনিমিক হয় ।। এমতে শ্রীমতী সতী চলেন তখন। পথমধ্যে হয় কত শুভ দরশন ।। দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ অতি শুভকারী। বামভাগে পূর্ণকুম্ভ কক্ষে কুল নারী ।। সম্মুখে সরোজমুখী হেরেন সত্বর। খঞ্জন বিহার করে কমল উপর ।। কত মত শুভপথে দেখে কত আর। একেং নাম কত লইব তাহার ।। শুভ দৃষ্টে অতিশয় হরষিত মন। মনেং স্মরে রাধে শ্রীহরি চরণ ।। হেনমতে সখীসহ যান ধীরে ধীরে। কতক্ষণে উত্তরিল যমুনার তীরে। পূর্ব্বাবধি যতলোক আছিল তথায়। হেরিয়া রাধার রূপ সবে মোহ যায় ।। এক দৃষ্টে সকলেতে নিরীক্ষণ করি। অনুমান করে সতী হবে এ সুন্দরী ।। এই জন হইতে পারিবে সেতুপার। কেহ বলে যে হয় দেখিব এইবার ।। এইরূপে পরস্পর করে কানাকানি। হেথা সখী সহ কথা কন কমলিনী। বৃন্দা বে চাহিয়া প্যারি বলেন সত্বর। শুনং প্রিয় সখি আমার উত্তর ।। পরীক্ষা করিব আমি কি জানি কি হয়। যদি পরীক্ষায় ঠেকি মরিব নিশ্চয় ।। মৃত্যুকালে দেখা না হইল কৃষ্ণ সনে। অতএব সখী আমি ভাবিয়াছি মনে স্নান করি পুজিব সে শ্রীকৃষ্ণ চরণ। হবে আমি পরীক্ষায় করিব গমন ।। বৃন্দা বলে ওগো রাধে ভাব অকারণ। তুমি কৃষ্ণ অঙ্গ রাধা জগত কারণ। যেই কৃষ্ণ সেই রাধা ইথে নাহি আন। করহ উচিত তবে যে হয় বিধান ।। পরীক্ষায় তোমারে কে ঠেকাইতে পারে। অসার সংসার মাত্র কৃষ্ণ নাম সারে ।। এতবলি ততক্ষণে নামি যমুনায়। স্নান করি বসিলেন হরিরপুজায় ।। মানসেতে যথা বিধিকরিয়া পুজন। জপ সাঙ্গ করি পরে করেন স্তবন ।। শ্রীমতী করেন স্তুতি শ্রী-কৃষ্ণ চরণে। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজনে ।।

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। কাতোরে কিশরী কয়, কোথা কৃষ্ণ কৃপাময়, কোন হেতু হৈলা অচেতন। কেবুঝে তোমার মর্ম্ম, তুমি জ্ঞান তব কর্ম্ম, সর্ব্বঘটে তুমি নারায়ণ॥ তবে কেন হেনভাব ভাবিয়া না পাই ভাব, তব ভাব ভাবনা অতীত। তুমি হে চৈতন্যরূপ, চিদানন্দ চিৎস্বরূপ, চিদাভাষ চিদাত্ম নিশ্চিত। পরম পবিত্র বিভু, প্রকৃতির পর প্রভু, পরম আ প্রভু নিরাকার॥ লীলা হেতু অবতরী, প্রকৃতি আশ্রয় করি, হইয়াছ আপনি সাকার॥ নিত্যানন্দ তুমি শ্যাম, নিত্য দেহ নিত্য নাম, নিত্য তব ধাম বৃন্দাবন। নিত্যরাধা করি মোরে, নিত্যরূপ প্রেমডোরে, নিত্য ভাবে করেছ বন্ধন॥ নিত্যবাক্য নরহরি, বলেছ নিশ্চয় করি, রাধা ছাড়া না হও কখন। নিত্য সুখ বৃন্দাবন, নাহি ছাড় এক ক্ষণ, তবে কেন হইলে এমন॥ তোমার বিচ্ছেদ বাণে, বিদগ্ধ হতেছে প্রাণে, বিহিত বুঝিতে কিছু নারি। বিশ্বাসিয়া দৈব বাণী, বিষম পরীক্ষা মানি, আসিয়াছি লইবারে বারি॥ কিন্তু মনে করি ভয়, কি ঘটিতে কিবা হয়, কলেবর কাঁপে ভাবনায়। কুটীলা পরম দোষী, কালা কলঙ্কিনের ফাঁসী, সদা দেয় আমার গলায়। সে মোর কলঙ্ক নয়, জন্মে জন্মে যেন রয়, কালা পরিবাদ নিত্য লাজে কালার চরণে মন রহে যেন প্রতিক্ষণ, ক্ষণেক না রহে অন্য ভাবে॥ শুন ওহে কালাচাঁদ, শিরে ধরি তব বাদ, তাহে কিছু ভয় নাহি মনে। পরীক্ষায় ঠেকি যদি, সে কে করে অপরাধী, অপরাধি হব শ্রীচরণে॥ এই হেতু নিবেদন, তব পদে আরোয়ণ, যদি ভালবাস দাসি বলে। তব রূপ কালশশি ছায়া রূপে শুন্যে বসি, দেখা দেহ যমুনার জলে॥ আজ্ঞা কর আঁখি ঠারে, যাই আমি সেতু পারে, ওচরণে করিয়া প্রণাম। পরীক্ষায় উত্তরিয়া, যমুনার জল লৈয়া, তোমাকে চেতন করি শ্যাম॥ আশু আজ্ঞা কর হরি, বিলম্ব হইলে মরি, বিচ্ছেদ-দেহে প্রাণ বাহিরায়। এইরূপে রাধাসতি, কৃষ্ণের করেন স্তুতি, কৃষ্ণচন্দ্র উদয় তথায়॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ কয়, রাধাকৃষ্ণ

ভিন্ন নয়, এক তনু এক সে জীবন। লীলা হেতু অবতার, লীলা করে অনিবার, ভাব মুখে যুগল চরণ॥

অথ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের-ছায়ারূপ দর্শন।

লঘু-ত্রিপদি। শ্রীমতির স্তুতি, জানিয়া শ্রীপতি, উঠিয়া গগণ স্থলে। অলক্ষিতে রয়, কেহ না দেখয়, ছায়া লাগে আসি জলে॥ যথায় কিশোরি, যোগাসন করি, স্তবেতে মগন মন। তাহার উপরি, রহিলা শ্রীহরি, ছায়া হৈল দরশন॥ দেখিয়া সে ছায়া, নন্দসুত জায়া, প্রেমভাবে সমাকুল। ব্যাসের রচন, ছায়ার বর্ণন, কায়া ছায়া সমতুল। কিবা মনোহর, শ্যামল সুন্দর, নবীন নীরদ নিভা। নিন্দে নিলোৎপল, চরণ যুগল, নীরেতে অধিক শোভা॥ কটি বেড়া ধড়া, শিরে শোভে চুড়া, মাথায় ময়ুর পাখা। কিবা সে উজ্জলা, কিবা বসে হেলা, রাধা নাম তাহে লেখা॥ শ্রীমুখ মণ্ডল, চন্দ্র নির মল, শতধারে সুধা ক্ষরে। রাধার নয়ান, চকোর সমান, অনিবার পান করে॥ ভালে শোভে ভাল, তিলক উজ্জল, গজমতি কাণে দোলে। কিবা সে কিরণ, তড়িত যেমন, খেলিছে মেঘের কোলে॥ গলে পুষ্পহার, কি শোভা তাহার, কৌস্তুভ সহ বিরাজে। বলয় কেউর, রতন নূপুর, কর পদে ভাল সাজে॥ কিবা সে বরণ, রমণী রমণ, করেতে মোহন বাঁশী। যে রূপ হেরিয়া, সকল ত্যজিয়া, ব্রজাঙ্গনা হৈল দাসী ভাবের ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে, রাধারে চাহিয়া হাসে। তরঙ্গ তরলে, পবন হিল্লোলে, হেলে দোলে কিবা ভাসে। হেরিয়া কিশোরী, ভাবেতে পাসরি, ধরি ধরি মনে করে। ধরিবারে চায়, তন্তরেতে ধায়, তরঙ্গ লহরি ভরে। এইরূপে ভাসে, ক্ষণে কাছে আসে, ক্ষণে করে দূরে গতি। কত ভাবে খেলে যমুনা সলিলে, রাধা সহ রাধাপতি॥ তবে কতক্ষণে, রাধা পেয়ে জ্ঞানে, ভাবেন বাঞ্ছা পুরিল। ছায়া রূপে হরি, আসি দয়া করি, আমাকে দেখা যে দিল॥ ভাবি কমলিনী, হয়ে যোড় পাণী প্রণাম করেন তবে। হরি দয়াময়, আখি ঠারে কয়, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হবে॥ সঙ্কেতে বুঝিয়া, আহ্লাদে পুরিয়া, পুনঃ করি প্রণিপাত। চলিলা ত্বরিতে, পরীক্ষা করিতে, বৃন্দার

ধরিয়া হাত ॥ দ্বিজ বর ভাসে,মনের উল্লাসে শ্রীমতীর পদ রজে। বিলম্ব করোনা,ওগো চন্দ্রাননা,কৃষ্ণশোকে ব্রজমজে॥

অথ শ্রীমতীর সেতু পার হওন।

পয়ার। সখী করে ধরি প্যারি গিয়া সেইস্থানে। হেরিয়া আশ্চর্য্য সেতু চমৎকার মানে॥ কেশসেতু বিদ্যমানে কেশর ভাবিনী। করযোড় করি কিছু কহেন কাহিনী॥ শুন২ ওহে সেতু তুমি ধর্ম্মময়। তব পরিক্ষাতে পাপ পুণ্য,প্রকাশয়॥ তোমার মহিমা আমি কিকহিতে পারি॥সহজে অবলা জাতি তাহে গোপনারী॥ এই নিবেদন করি তোমার বিদিত। যদি মোর পাপ থাকে দিবে সমুচিত॥ আর জদি পতি পদে থাকে রতি মতি। কোন পাপ নাহি থাকে যদি হই সতী॥ তবে তুমি কেশসেতু বজ্রসম হও। আপন মহাত্ম তব আপনি দেখাও। এতবলি কমলিনি সেতু প্রণমিয়া। সুবর্ণের হেম ঝারি কক্ষেতে লইয়া॥ গজেন্দ্র নিন্দিত অতি ধিরে ধীরে গতি। সেতুর উপরে পদ তুলে দিলা সতী॥ প্রথমেতে বাম পদ যেমন তুলিল। এক দৃষ্টে লোক সব চাহিয়া রহিল॥ সতী দরশনে সেতু বজ্রসম কায়। ক্রমেতে দক্ষিণ পদ আরো পিলা তায়॥ কেশসেতু বহিয়া চলিল চন্দ্রাননী। চমৎকার মানি সবে করে জয়ধ্বনি॥ হেরিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম করে কোলাহল।জয় জয় শব্দে হয় মহা উত্তরোল। আনন্দে হইয়া ভোর রাধা গুণগার। কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ বা বাজায়। তবলমাদল খোলকরতাল কাঁশী। শিঙ্গা ভেরিতুরি শঙ্খঘণ্টা বীণা বাঁশী॥ অধিক অধিক বাদ্য কে করে গণন। যেরূপে আনন্দ তথা অসাধ্য বর্ণন॥ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য করে দেব গণ॥ শ্রীমতীর শিরে করে পুষ্প বরিষণ॥ আকাশ হইতে পড়ে অনিবার ফুল। ফুলেতে হইলপুর্ণ যমুনার কুল॥ পারি জাত মালা পড়ে রাধিকার গলে। বিবিধ সুগন্ধি ফুল পড়ে বাহুমূলে॥ মণ্ডিত মালতী মালে হৈল মৌলী স্থল। চরণ কমলে পড়ে অমল কমল॥ সেতুপরে স্বর্ণফুলে রাধিকা শোভিল। কমল কাননে যেন কমলা উঠিল॥চঞ্চল চরণেপ্যারি চলে অনিবার। যমুনা হইলা পার একশত বার॥ তিনবার

পার ছিল বৈদ্যবর বাণী। শতবার হৈল পার রাধাঠাকুরাণী। তবে সেতু হৈতে রাধা নামিয়া ত্বরিতে। লইয়া যমুনা জল পুরিয়া ঝারিতে॥ কক্ষে করি সেই ঝারি চলিলা সুন্দরী। চারি দিকে ঘেরিয়া চলিল সহচরী॥ আনন্দেতে উত্তরিল নন্দের ভবন। দেখি ধন্য২ শব্দ করে সর্ব্বজন॥ মতান্তরে জল আনে সহস্র ঝারায় মুক্তাবলী মতে কেশ সেতু পার যায়॥ সেমতে এ মতে কিছু নাহি ভাব আন। সতীত্ব পরীক্ষা মাত্র উভয় সমান॥ যদি বল দুইমত দেখি শাস্ত্রমতে। কিবা সত্য কিবা মিথ্যা বুঝিব কিমতে॥ উভয়ত সত্য সব মিথ্যা কিছু নয়। কল্পে কল্পে রাধাকৃষ্ণ অবতার হয়॥ যে কল্পে যেমন রূপে লেখে নারায়ণ। যোগেতে জানিয়া শাস্ত্রে লেখে ঋষিগণ॥ অতএব ঋষি বাক্য কভু মিথ্যা নয়। এক্ষণে শুনহ পুনঃ যে রূপ উদয়॥ রাধা সতী বলে সবে করে নমস্কার। বৃন্দাবনে রাধাসম সতী নাহি আর॥ রাধা কলঙ্কিনী সদা বলিত যাহারা। সতী বলে আসিয়া প্রণাম করে তারা॥ সেই হৈতে ঘুচে গেল কলঙ্কী নাম। তার কি কলঙ্ক থাকে হৃদে যার শ্যাম॥ রাধাসতী বলে হৈল গোকুলে ঘোষণা দ্বিজ বলে শুন সবে শ্রীহরি চেতনা॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের চেতন।

পয়ার। জল লয়ে রাধা সতী যদ্যপি আইল। কৌটা খুলি কবিরাজ মহৌষধি দিল॥ শ্রীমতী ঔষধি লয়ে করিয়া যতন স্বর্ণ থলে সেই জলে গুলে ততক্ষণ॥ ভক্তিভাবে স্বর্ণ থল ধরি মনে সুখে। শ্রীমতী ঔষধি দিল শ্রীকৃষ্ণের মুখে। জিহ্বায় ঔষধি পড়ি প্রবেশে গলায়। গলা অধোক্রান্ত হয়ে উদরস্থ যায়॥ যেমাত্র উদরস্থ ঔষধ হইল। পাশমোড়া দিয়া হরি অমনি উঠিল। নিদ্রিত বালক যেন আছিল শয়নে। নিদ্রা ভাঙ্গি চাহে যেন অলস নয়নে॥ উঠিয়া বসিল যদি নন্দের গোপাল। আনন্দে ভাসিল সব গোপিনী রাখাল। সখাগণ সুখী অতি অগ্রজ বলাই। ব্রজপুরে আনন্দের পরিসীমা নাই অন্য অন্য যত লোক আছিল তথায়। কৃষ্ণের চেতনে সবে

আনন্দ অপার ॥ নিঃসন্দেহ হয়ে তারা নিজ ঘরে গেল। নিজ নিজ বন্ধুবর্গ নিকটে রহিল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র দুই করে চক্ষু কচা- লিয়া। আস্তে ব্যস্তে দেখিছেন চৌদিকে চাহিয়া ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ কৃষ্ণ পদে যাচে সার। শিশু গোবিন্দের ভাবে চাহ একবার ॥

অথ যশোদার কোলেতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণরাধাকৃষ্ণের নবনী ভোজন।

পয়ার। উঠিয়া বসিল যদি নন্দের তনয়। নন্দ নন্দরাণী মৃতদেহে প্রাণ পায় ॥ তবে যশোমতি অতি ত্বরিতে উঠিয়া। রাধারে করয়ে কোলে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ॥ রাধা হৈতে যশোদা পাইল কৃষ্ণধন। বাড়িল অধিক স্নেহ রাধারে তখন। ক্ষীর সর নবনীত নানাবিধ আনি। যতনে রাধার করে দেন নন্দরাণী ॥ খাও খাও বলিয়া দিব্য দেয় রাধায়। রাধা ভাবে এ আবার ঘটিল কি দায় ॥ কৃষ্ণের প্রসাদ নহে এই নবনীত। আহার করিতে আগে না হয় উচিত ॥ রাধার জানিয়া মন শ্রীহরি তখন। পাতিলা অপূর্ব্ব মায়া অপূর্ব্ব কথন ॥ ঢুল ঢুল চক্ষে হরি চারিদিকে চায়। জননীর কোলে রাধা দেখিবারে পায়। বালকের স্বভাব ধরিয়া নরহরি। আছাড় খাইয়া পড়ে আর্ত্তনাদ করি ॥ মায়ের কোলেতে দেখি অন্যের সন্তান। রোদন করিয়া কৃষ্ণ গড়াগড়ি যান ॥ তাহা দেখি নন্দরাণী আসিয়া ত্বরায়। দক্ষিণ কক্ষেতে তুলি লইয়া তনয়। বাম কক্ষে রাধা শোভে দক্ষিণে শ্রীহরি। যশো দার কোলে কিবা যুগল মাধুরী ॥ তদন্তরে শুনহ হরি করিলা যেমন। রাধা করে নবনীত করি দরশন ॥ ক্রোধভরে থাবা দিয়া কাড়িয়া লইল। আপনার বদনেতে দুই হাতে দিলা। কি কর কি কর কৃষ্ণ বলে নন্দরাণী। কাড়িয়া লইলে কেন রাধার নবনী ॥ রাধা হৈতে তোরে আজি পাইয়াছি কোলে। এত ক্ষণ নীলমণি ছিলে কোন স্থলে ॥ কিছু খাও কিছু দেও রাধারে আমার। তোমারে নবনী আমি দিবরে আবার ॥ মায়ের বচনে হরি ঈষৎ হাসিয়া। মুখে হৈতে দিলা কিছু বাহির করিয়া ॥ অপর রাধার করে দিলা নারায়ণ। কৃষ্ণ

পাতি রাধাসতী লইল তখন। কৃষ্ণের প্রসাদ দ্রব্য ত্যজিবে কেমনে। হেটমুখে কমলিনী দিলেন বদনে। যশোদার কোলে রাধা কৃষ্ণের ভোজন। স্বর্গে থাকি ধন্য করে সুরপুর গণ॥ বিধি বশে কত পুণ্য যশোদার ছিল। সেই হেতু রাধা কৃষ্ণ কোলেতে ভুঞ্জিল॥ হেনমতে অনেক কহে দেবগণ। দ্বিজ কহে যথা মূল ব্যাসের বচন॥

অথ বৈদ্য বিদায়।

দীর্ঘ ত্রিপদী। রাধাকৃষ্ণ কুতুহলে, থাকি যশোদার কোলে, নবনীত করিয়া ভোজন। তদন্তরে রাধাসতী, প্রণমিয়া শোভাবতী, নিজগৃহে করিলা গমন॥ তবেত যশোদা রাণী, কোলে করি নীলমণি, বৈদ্য কাছে উপনীত হন। করেন বিনয় যত, সে কথা কহিব কত, কর যোড় সজল নয়ন॥ এখানেতে নন্দ ঘোষ, বৈদ্য করিতে সন্তোষ, দান দ্রব্য ভাবিয়া না পান। কৃষ্ণে প্রাণ দিল যেই, তারে কোন দ্রব্য দেই, ত্রিভুবনে কিবা হেন দান॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর, উপায় না পায় স্থির, কিসে রহে বৈদ্যের সম্মান। ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন, আনে রত্ন আভরণ, স্তুপে স্তুপে পর্ব্বত প্রমান॥ যত ছিল ঘরে ভার, আনে সব ভারে ভার, অপ্রমিত সীমা দিতে নাই। রথ যান হয় হাতি, আনিয়া বিবিধ জাতি, লক্ষ লক্ষ আনে দুগ্ধবতী গাই॥ বিচিত্র বসন আর, আনিয়া বিবিধাকার, স্তুপে স্তুপে রাখিল যতনে। নন্দঘোষ ধন আনে, নন্দরাণী ভাবে মনে, আমি কিবা দিব এই জনে॥ ব্রজরাজ ধনবান, দিবে বহু ধন দান, নারী জাতি কোথা পাব ধন। যেই দিল পুত্রদান, তারে কিবা দিব দান, কিবা আমি করিব এখন॥ একথা কাহারে কব, যাহরে কেমনে রব, বৈদ্য কবে জননী পাষাণী। এত বলি নন্দরাণী দুই চক্ষে পড়ে পানি, খিদ্যমানা আকুল পরাণী॥ তবে কত ক্ষণে ধনি, মনেতে উপায় গণি, স্নেহে করে খাদ্য আয়োজন। দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা, দুগ্ধের দ্রব্যাদি নানা, ক্ষির সর নবনি মাখন॥ লাড়ু কত ফল মূল, সুমিষ্ট রসাল কুল, আনে রাণী যত কিছু পায়। সন্দেশ অনেক মত, নামে তার কব কত, শত

শত আছয়ে তথায় ।। হেনমতে বহুমত, আহারিয় দ্রব্য যত, আয়োজন করে নন্দজায়া । ভাবে রাণী বৈদ্যরায়, কৃপা করি কিছু খায়, তবে মোর সকল একায়া ।। দেখিয়া রাণীর ভাব বাড়িল বৈদ্যের ভাব, মনে মনে বাখানি আপনি । ধন্য ধন্য রাণী গুণ, ধন্য স্নেহ সুনিপুণ, এই গুণে হয়েছে জননি ধন্যগো যশোদা মাই, তব গুণের সীমা নাই, স্নেহ ভাবে কিনিলা আমায় । যদি জন্ম হয় আর, জন্মে জন্মে বার বার, যেন পাই জননী তোমায় ।। বৈদ্য এতভাবে বসি, হেনকালে নন্দ আসি, করযোড়ে করে নিবেদন । বিনয়েতে নন্দ কয়, শুন শুন মহাশয়, আমি দিন হীন অভাজন ।। সহজে গোয়ালা জাতি, নাহি জানি স্তুতি নতি, কি করিব তোমার পূজন । তোমার মহিমা যত, এক মুখে কব কত, যদি হৈত সহস্র বদন তুমি দিলা কৃষ্ণ ধন, তোমারে কি দিব ধন, হেন ধন আছে কি আমার । করিলে যে উপকার, তাহা কি কহিব আর, শুধিতে নারিব তব ধার ।। তবে যে কিঞ্চিত হয়, তব উপযুক্ত নয়, সম্মুখে আনিতে আমি ডরি । অতিশয় অল্প জ্ঞানে, ঘৃণা না করিবা মনে, লৈতে হবে অনুমান করি ।। বৈদ্য বলে মহাশয়, কত কর সবিনয়, আমি তব পুত্রের সমান । আনিয়াছ বহু ধন, বহু মূল্য এ রতন, এত দ্রব্য নহে অল্প জ্ঞান ।। তবে যে তোমারে কই, ধনের বাঞ্ছিত নই, স্নেহ মাত্র রেখ পুত্র ভাবে । আমি বশীভূত ভাবে, যে জন যে ভাবে ভাবে, বশী ভূত থাকি তার ভাবে ।। ধন কড়ি নাহি চাই, যথা ভাব তথা যাই, ভাব ভরে ভ্রমি দ্বারে দ্বারে । যেজন অভাব করে, নাহি যাই তার ঘরে, ভাব বিনে না পায় আমারে ।। তুমি অতি শুদ্ধ মতি, তদধিক যশোমতি, স্নেহ ভাবে হয়েছি সন্তোষ ধন কড়ি তোমা ঘর, আমি তব নাহি পর, ইথে কিছু নাহি তার দোষ স্নেহ করি নন্দরাণী, আনিয়াছ ক্ষীর ননী, দেহ কিছু করিব ভক্ষণ । এত বলি বৈদ্যবর, বাক্যে তুষি ব্রজেশ্বর, ক্ষীর সর করিল ভোজন । তবে হৈল অন্তর্ধ্যান, কেহ না দেখিতে পান, কৃষ্ণ অঙ্গে অঙ্গ মিশাইল । সবে বলে এই ছিল, ক্ষণমাত্রে কোথা গেল, অনুমানে ঈশ্বর জানিল ।। হেনরূপে রাধাকাৰ

রাধার কলঙ্ক শান্ত, অবহেলে করিলা তথায়। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ গায়, কলঙ্ক ভঞ্জন সায়, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায়॥

অথ কলঙ্ক ভঞ্জনান্তে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর কুঞ্জে গমন।

পয়ার। এখানেতে শ্রীমতীর কলঙ্ক ঘুচায়ে। আছেন আনন্দ ময় আনন্দিত হয়ে॥ সূর্য্য গেল অস্তাচলে আইল রজনী। দেখি হরষিত হৈল প্রভু যাদুমণি॥ নিদ্রাগেল পুর বাসী নিশি ঘোরতর। নিকুঞ্জ কাননে কৃষ্ণ চলিল সত্বর॥ বাসর সাজায়ে বসি রাধা বিনোদিনী। হেনকালে উপনীত হৈলা চক্রপাণি। কৃষ্ণে দেখি কমলিনী উঠিয়া সত্বরে। সমাদরে বসাইল সিংহাসনোপরে॥ নানাবিধ মিষ্ট অন্ন করি আয়োজন। শ্রীকৃষ্ণেরে বডরস করানভোজন॥ ভোজনান্তে তাম্বুল যোগায় সখীগণ। মুখ শুদ্ধি করি হরি বলিলা তখন বাম ভাগে বসিলেন রাধা বিনোদিনী। শোভিত হইলা যেন মেঘে সৌদামিনী॥ তাহা-দখি সখীগণআনন্দিত হয়ে। রাধা কৃষ্ণে সাজাইল নানা ফুল দিয়ে॥ চারিদিকে সহচরি চামর ঢুলায়। তাহাতে আনন্দ বড পাইয়া দোহায়॥ তবে হরি শ্রীমতীকে কহেনবচন। আজি হৈতে হৈল তব কলঙ্ক মোচন যতেক রমণী করে ব্রজেতে বসতি। সকলের মধ্যে ধন্যাতুমি রাধা সতী॥ কহ কহ প্রিয়ে মোরে স্বরূপ বচন। এক্ষণেতে সন্তোষ হয়েছে তব মন॥শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী কহেনশ্রীমতী তার কি ভ.বনা নাথ তুমি যার পতি॥ তুমিব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি,মহেশ্বর। তব দেহে নিবসয়ে যত চরাচর। তোমার মায়াতে মুগ্ধ এ তিন সংসার। তব দয়া বিনে কেহ না হয় উদ্ধার॥ কহ শুনি রাধাকান্ত স্বরূপ বচন। কি করিলে পায় ভবে ও রাঙ্গা চরণ॥ কবি কহে অনুগ্রহ যদি তব হয়। জোগ তত্ত্ব কহ কিছু হইয়া সদয়॥

অথ শাঙ্খ্যযোগ কথন।

পয়ার। কিশোরীর কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। তুষ্ট হয়ে কহিছেন কমললোচন॥ শুন শুন গুণবতী হয়ে সাবধান। শাংখজোগ মতে কহি অপূর্ব্ব আখ্যান॥ অকর্ম্মের ফল

ভোগ করণ কারণ। শোক হয়ে সেই যেই করয়ে ধারণ॥ অবস্থা প্রভেদ তাহে ঘটে কত ভোগ। বাল্য যুবা বৃদ্ধ জরা শরীরে সংযোগ॥ যদি কেহ পতন করে প্রাণী দূরে যায়। তাহে যে না শোক করে সাধু বলি তায়॥ বিশেষত সুখ দুঃখ সম যার জ্ঞান। সেজন পরম প্রাজ্ঞ পণ্ডিত প্রধান॥ ক্ষণধ্বংসী শরীরের বৃথা অভিমান। ত্বক অস্থি মেদ মাংস শোণিতে নির্মাণ॥ সদা অপবিত্রময় আছে এই দেহ। মায়া মুগ্ধ জনগণ ভ্রমে করে স্নেহ॥ অনিত্য সংসার জান কিছুই নহে। মিছা লোক আমারই করি কহে॥ পিতা মাতা ভগ্নি ভ্রাত বন্ধু দারা পুত্র। কেহ কার নয় সব শোকাকর সূত্র॥ মহামোহে জীব চক্ষু সত্ত্বে বদ্ধ হয়ে। প্রপঞ্চভূতের ভার সব শিরে বয়ে॥ ক্রমে ক্রমে কলিকাল পূর্ণ যবে হবে। বন্ধুবর্গ পরিবারে কেবা কোথা রবে॥ নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার ময় জন্মিলে মরণ আছে নাহিক সংশয়। মরিলে পুনশ্চ জন্ম করিয়া গ্রহণ। গর্ভবাসে নানা ক্লেশ করয়ে ভ্রমণ॥ পুনরায় মৃত্যু পুনঃ হইবে জনম। না বুঝিয়া মর্ম্ম কর্ম্ম থাকে অচেতন জীর্ণ বস্ত্র যেমন ত্যজিয়া সুচীগণে। নূতন বসন পরে আনন্দিত মনে॥ সেই রূপে জন্ম মৃত্যু বিধির বিধান। এক দেহ ত্যজি আত্মা অন্য দেহে যান। কুলাল চক্রের ন্যায় গতায়াত করে। মূর্খ লোক ইহাতে বিষাদ ভাবি মরে॥ আত্মার বিনাশ নাই জানিবা নিশ্চয়। বিজ্ঞলোকে শোকাচ্ছন্ন কখন না হয়॥ স্থির ভাবে লাভালাভ সম করে জ্ঞান। সুখ দুঃখ জয়াজয় তুল্য মানামান। শীত উষ্ণ সম ভাব ভাবয়ে যে জন। যথা বিধি ইন্দ্রিয়ের করয়ে দমন॥ সে হয় পরম সাধু বিজ্ঞ মহাজন। অন্তে হইবে প্রাপ্ত আমার চরণ॥ বিষয়ে আবিষ্ট মন না হয় যাহার। স্বয়ং সন্তোষে থাকে আনন্দ অপার॥ স্পৃহা দ্বেষ হিংসা দোষ করয়ে বর্জ্জন। স্থির প্রাজ্ঞ বলি তারে কহে জ্ঞানীগণ॥ পাইলে প্রচুর ক্লেশ না হয় দুঃখিত। ইচ্ছা যোগে সুখ ভোগ নহে আনন্দিত॥ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ভোগ করে। পুত্র পরিবারে স্নেহ না রাখে অন্তরে॥ স্বভাব বশত কর্ম্ম করে আপনার। হস্তপদ মস্তক

জুকায় যে প্রকার। সেইরূপ জ্ঞানবান মনুষ্য সকল। বিষয়ে বিরত যথা পদ্মপত্রের জল॥ আত্ম তত্ত্ব যোগে জ্ঞান করে আচরণ। দেহান্তে আমারে পায় নিশ্চয় তখন॥ কর্ম্ম জন্য ফলাকাঙ্খা ত্যজিয়া ধীমান। আমার প্রিতার্থে করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥ কাম্য কর্ম্ম ফলভোগ করিতে না চায়। অন্তিম সময়ে সেই মম পদ পায়॥ জ্ঞানীর বিষম বৈরী হয় অভিলাষ। না দেয় বিবেক জ্ঞান হইতে প্রকাশ॥ অতএব আশা ত্যাগ করিয়া যে জন। কর্ম্মফল আমারে করয়ে সমর্পণ॥ জন্ম মৃত্যু বন্ধন কাটিয়া অনায়াসে। সেজন বিমুক্ত হয় ভোগ মায়াপাশে॥ যোগ বিবরণ এই কহিলাম ধনী। আর কি কহিব প্রিয়ে বল দেখি শুনি॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভাবি শ্রীকৃষ্ণ চরণ। মুক্তালতাবলী গ্রন্থ করিলা রচন॥

অথ সদা সৎসঙ্গের প্রসঙ্গ।

পয়ার। শাংখ্য যোগ বিবরণ শুনিয়া শ্রীমতী। কৃষ্ণ কাছে কহিছেন করিয় মিনতি॥ কহিলে শুনিনু নাথ যোগ বিবরণ। সদা সৎসঙ্গের ফল কহ নারায়ণ॥ হইলে অসৎসঙ্গ কিবা দোষ ঘটে। কিবা ফলোদয় হয় সতের নিকটে॥ আমরা অবলা নারী কিছুই না জানি। অনুগ্রহ প্রকাশিয়া কহ চক্রপাণি॥ তোমার বদন বিনিস্মিত বাক্যসুধা। শ্রবণে ঘুচিবে চিত্ত চকরের ক্ষুধা॥ রাধিকার বিনয় বচন শুনি হরি কহেন করুণাময় ঈষাদ্ধাস্য করি॥ শুন প্রিয়ে চারুশিলে সদা সৎসঙ্গ। বিস্তারিয়া কহি কথা পুরাণ প্রসঙ্গ॥ মম পূজা নিত্য করে কৃষ্ণবলে ডাকে। নিতান্ত আমার ভাবে মগ্ন হয়ে থাকে॥ তীর্থ পর্য্যটন তীর্থ স্নান করে সুখে। মিথ্যা কথা কল্পনা জল্পনা নাহি মুখে॥ অতিথি সেবায় অতিশয় অনুরক্ত। দেব দ্বিজ শ্রীগুরুর চরণে প্রিয়ভক্ত॥ পিতা মাতা প্রতি ভক্তি রাখে মান্যমান। অকাতরে জাতিগণে করে অন্নদান॥ অশক্তের হিতে মন নিরন্তর রত। সকলের সঙ্গে সমভাব অবিরত॥ পরহিংসা পরনিন্দা না করে কখন। এ সকল হয় প্রিয়ে সতের লক্ষণ॥ সৎসঙ্গ বাসেতে বাড়য়ে ধর্ম্ম অঙ্গ। অশেষ অনিষ্ট করে অসতের সঙ্গ॥ ইহার প্রমাণ

এক ইতিহাস কই। মনোযোগ করি শুন রাধা রসময়ী ॥
আছয়ে অবন্তিপুর সুবিখ্যাত গ্রাম। তথায় বসতি দ্বিজ হরি
শর্ম্মা নাম ॥ তিন পুত্র ব্রাহ্মণী আপনি দ্বিজ বরে। পঞ্চজনে
একত্রেতে গৃহবাস করে ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ নিজে বিদ্যা
মান। জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র জ্ঞানী পিতার সমান ॥ যাদব নামেতে
তার কনিষ্ঠ তনয়। খেলায় নিমগ্ন লেখা পড়া না করয় ॥
পিতা যদি করে তারে তাড়না বিস্তর। লুকাইয়া থাকে গিয়া
বনের ভিতর। নিশাকালে আইসে তার মায়ের সদনা পুত্র
স্নেহে দেয় মাতা করিতে ভোজন ॥ উপবীতদ্বিজ হয়ে স্নান
নাহি করে। দিবসে মারিয়া পক্ষী আমোদর ভরে ॥ এরূপে
বেড়ায় নিত্য ব্রাহ্মণ কুমার। দেখিয়া প্রবল ক্রোধ হইল
পিতার ॥ ব্রাহ্মণীর প্রতি দ্বিজ প্রকোপে কহিল। এমন দুরাত্মা
পুত্র কেন না মরিল ॥ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যবে আসিবে নিশাতে
অন্ন নাহি দিয়া তারে পাংশু দিও খাতে। শুনিয়া স্বামীর
আজ্ঞা ব্রাহ্মণ রমণী। বাক্যালাপ না করিয়া রহিল অমনি ॥
ক্রমেতে দিবস গত সন্ধ্যাকাল হয়। হেনকালে উপনীত
ব্রাহ্মণ তনয় ॥ আসিয়া মায়ের কাছে কান্দিয়া কহিছে।
অন্ন দে মা খেতে অঙ্গ ক্ষুধায় দহিছে ॥ চক্ষে না দেখিতে
পাই কর্ণে নাহি শুনি। ভোজন করায়ে প্রাণ রাখগো
জননী॥ তবেত ব্রাহ্মণী অন্ন আনিয়েযে গায়। স্বামী আজ্ঞা
হেতু কিছু পাংশু দিল তায় ॥ দেখিয়া বলেন শিশু কি দিলে
খাইতে। মা হয়ে কি সন্তানেরে পাংশু হয় দিতে ॥ ব্রাহ্মণী
কহিছে বাছা শুন বাপধন। পিতা আজ্ঞাবর্ত্তি করি নাহি
অধ্যায়ন ॥ একারণে তব পিতা ক্রোধাবিষ্ট চিতে। আজ্ঞা
করিলেন মোরে পাংশু তোরে দিতে ॥ স্বামীর বচন
আমি লঙ্ঘিব সাধ্য নাই। এক পাশে কিঞ্চিৎ দিয়াছি তাই
খাই ॥ অদ্যাবধি রাখ পুত্র আমার বচন। খেলা ত্যজি ঘরে
কর লিখন পঠন ॥ শুনি শিশু জননীকে কিছু না বলিল।
ভস্ম ফেলে দিয়া অন্ন ভোজন করিল ॥ অভিমানে নিশ
মাঝে বনে প্রবেশিয়া। নিবীড় কানন মাঝে। উত্তরিল গিয়া
বৃক্ষপরে উঠিয়া রহিল সারারাত্র। মনোদুঃখে নতমনে নির্গ

নীর মাত্রে প্রভাত হইল নিশি রবির উদয়। বৃক্ষ হইতে নামিলেক ব্রাহ্মণ তনয়॥ পূর্ব্বমুখে সত্বরে চলিল অতিশয়। কিছু দূরে গম্য থেকে দেখে লোকময়॥ চণ্ডাল বসতি সেটা চণ্ডালের পাড়া। অন্য জাতি নাহিক চণ্ডাল জাতি ছাড়া॥ পথসংঘটনে দ্বিজ আইল তথায়। শোকানলে তনু জ্বলে কি করে কথায়॥ কতিপয় চণ্ডাল একত্রে বসিয়াছে। দ্বিজ সুত গিয়া উপস্থিত তার কাছে। গলে যজ্ঞসূত্র দেখি চণ্ডালের গণ। বসিবারে আনি দিল উত্তম আসন॥ প্রণাম করিয়া সবে কহে সমাদরে। কি কারণে আগমন চণ্ডাল নগরে॥ দ্বিজ বলে আমার বংশেতে কেহ নাই। বনেতে ভ্রমণ করিয়া ফিরি ভাই॥ পর্য্যটনে ক্ষুধায় হয়েছি অতিক্লান্ত। কিঞ্চিৎ ভোজন দিয়া শীঘ্র কর শান্ত। শুনিয়া দ্বিজের মুখে এতেক ভারতি। কহিছে চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণের প্রতি॥ জাতিতে চণ্ডাল মোরা কহে সর্ব্বজন। কেমনে এখানে তব হইবে ভোজন॥ ব্রাহ্মণ কহিল আর কোথায় যাইব। এইখানে গৃহ বাস করিয়া থাকিব॥ জাতিগোত্র পরিবার নাহিক আমার অকূলেতে ভাসিয়াছি আমি কোন ছার॥ শুনিয়া চণ্ডাল গণ পাইল সম্প্রীত। বলে তুমি আমাদের হও পুরোহিত॥ যজমান হব তব আমরা সকলে পরম আনন্দে বাস কর এই স্থলে॥ শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া কর্ম্ম ব্রতাদি প্রভৃতি। সকলি করিবে তুমি যথা রীতি নীতি॥ উপার্জ্জন হবে তাহে চাল কলা বড়ি দক্ষিণা বলিয়া আর পাবে কত কড়ি॥ আমরা সকলে দিব তোমার বিবাহ। অনায়াসে গৃহকর্ম্ম হইবে নির্ব্বাহ। শুনিয়া এসব কথা বিপ্রের কুমার। চণ্ডালের পুরোহিত্য করিল স্বীকার॥ তৃণের কুটীর এক বান্ধিয়া তথায়। রহিল চণ্ডাল সহ চণ্ডালের প্রায়॥ চণ্ডালের অন্ন জল করেন ভক্ষণ। গলদেশে সূত্রমাত্র ব্রাহ্মণ লক্ষণ। চণ্ডালের ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া যাজন। চাল কড়ি কলা বড়ি করে উপার্জ্জন॥ এইরূপে কিছু কাল অতীত হইল। চণ্ডালেরা পরামর্শ করিতে লাগিল॥ পুরোহিত আছিল এই ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল। জাতি ভ্রষ্ট হয়ে হৈল স্বজাতীয় চণ্ডাল॥ কহিয়াছি ইহার

বিবাহ মোরা দিব। ব্রাহ্মণের কন্যা আর কোথায় পাইব ॥ আমাদের জাতিতে চণ্ডালী এক আছে। অল্পকালে তাহার বৈধব্য ঘটিয়াছে ॥ আনিয়া তাহাকে দিব ব্রাহ্মণের বিয়া। দুই জনে সুখী হবে দোঁহারে দেখিয়া॥ মন্ত্রণা করিয়া স্থির ব্রাহ্মণে কহিল। মুক্তালতাবলী গ্রন্থ দ্বিজ বিরচিল ॥

অথ দ্বিজ পুত্রের চণ্ডালিনী-সহ বিবাহ।

লঘু-ত্রিপদী। যতেক চণ্ডাল, হয়ে হাসেহাল, কহে শুন দ্বিজপুত্র। বিবাহ তোমার, দিব সারোদ্ধার, কহিতেছি তার সূত্র ॥ শুনি বিপ্রবর, কহিছে সত্বর, আয়োজন কর সবে। সুন্দরী দেখিয়া, কন্যা আন গিয়া, তবেত বিবাহ হবে ॥ এ কথা শুনিয়া, হরিষ হইয়া, মিলিয়া চণ্ডালগণ। আনিলেক কন্যা, বিবাহের জন্যা, কিবা রূপ সুগঠন ॥ ঢাক জিনি কোটি, কোটরাক্ষি দুটি, বরণ জলৌকা প্রায়। অঙ্গের সৌরভ, কি কব গৌরব, পচাগন্ধ তার গায় ॥ খাঁদা সে নাসিকা কর্কশ হাসিকা, গদ্ধভ নাসিকা ধ্বনী। অন্ধকূপ সমা, রূপ নিরুপমা, দিনে অন্ধকার মণি ॥ বিড়াল নয়না, পেচক বদনা মুলা সম দন্ত পাতি। দুটি পাটো পরে, গোদ শোভা করে, গলে গল কণ্ঠ ভাতি। বিনাইয়া বেশ, বান্ধিয়াছে কেশ, কিবা খোঁপা পরিপাটি। তুলনা তাহার, কিসে দিব আর, যেমন বদরী আটি। পৃষ্ঠে কুঁচশোভা, অতি মনোলোভা, গমনে গোধিকা হারে। কুষ্মাণ্ড আকার, কুচযুগ তার, দোলে আপনার ভারে ॥ চণ্ডালিনীগণ, করিয়া বরণ, কন্যায় ঘরেতে লইল। ব্রাহ্মণ নন্দনে, আনি ততক্ষণে, শুভক্ষণে বিভা দিল। স্ত্রী আচার আদি, কর্ম্ম যথাবিধি, করিলেক আরো যত। পরে কন্যা বরে, বসায়ে বাসরে, যৌতুক দিতেছে কত ॥ কৌতুক প্রসঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, পরিহাস করে বরে। কেহ মলে নাক, দেয় কানে পাক, পরম কুহাস্য ভরে ॥ এইরূপে সবে, মহা-মহোৎসবে, চণ্ডাল যুবতীগণে। বাসর জাগিয়া, প্রভাতে উঠিয়া, গেল তারা নিকেতনে। তদন্তরে দ্বিজ, লয়ে প্রিয়া নিজ, গৃহে আসি উত্তরিল। কন্যার বদন, হেরিয়া তখন, আপনাকে পাশরিল ॥ ব্রাহ্মণ নন্দন, প্রেমিক সুজন, রসিক

রসের ভরা। চণ্ডালী সে রূপ, রূপে অপরূপ, হারির মুখের সরা। হইল মিলন, দোঁহে বিচক্ষণ, রতনে রতন মত্ত। দেখিয়া দোঁহায়, দোঁহে মোহ যায়, দোঁহাতে দোহায় রত॥ কামে হত জ্ঞান, ব্রাহ্মণ সন্তান, রহিল চণ্ডালী লয়ে। দম্পতি সংযোগে কামকেলি ভোগে, সদা থাকে মত্ত দোহে॥ নাহিক বিচ্ছেদ, প্রেম পরিচ্ছেদ, অভেদ প্রভেদ হীন। দোহে এক স্তর, রহে নিরন্তর, সরোবরে যেন মীন॥ ত্যজিয়া বিষাদ, শ্রীদুর্গা প্রসাদ, ভাবি শ্রীমধুসূদন। হয়ে কুতুহলী, মুক্তালতা বলী, গ্রন্থ কৈল বিরচন॥

অথ নাড়ীজঙ্ঘোবকোপাখ্যান।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন রাধা বিনোদিনী। রহিলেক দ্বিজ পুত্র লয়ে চণ্ডালিনী॥ কিছুকাল আমোদেতে করিল বঞ্চন। অতঃপরে উপস্থিত অপূর্ব্ব ঘটন। একদিন চণ্ডালিনী ত্যজি লাজ ভয়। ধরিয়া পতির গলা অভিমানে কয়॥ দেখ নাথ কেমন সুন্দরী হই আমি। স্বর্ণ অলঙ্কার কিছু নাহি দিলে তুমি॥ এ হেন সোণার অঙ্গে নাহি অভরণ। দেখিয়া না দেখ তুমি এ আর কেমন॥ নবীন যৌবন মোর জলদগ্নি প্রায়। অলঙ্কার বিনা কি ইহার শোভা পায়॥ রমণীর রূপ ভালি হয়ত যৌবন। যৌবন প্রদিপ্তকারী বসন ভূষণ॥ অতএব সকাতরে বলি প্রাণনাথ। গহনা দিবার চেষ্টা কর অচিরাত॥ এখন নাদিলে আর শেষে কি হইবে। যৌবন বহিয়া গেলে পরে বুঝি দিবে॥ শোণা দানা পরিব থাকিব সুখে বাসে। তোমারে করেছি বিয়া এই অভিলাষে॥ তুমি যদি না দিলে গহনা মনোমত। তবে কেন থাকিব তোমার অনুগত॥ স্বর্ণ অলঙ্কার বিনা না রহিব ঘরে। তোমারে ছাড়িয়া আমি যাব স্থানান্তরে॥ না হইবে তব সঙ্গে বিহার বিলাষ। অন্যপতি লইয়া করিব গৃহবাস॥ যেই মাত্র এইকথা চণ্ডালী কহিল। দ্বিজের হৃদয়ে যেন শেল প্রবেসিল॥ প্রেয়সীর করদ্বয় করেতে ধরিয়া। কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া॥ তুমি মোর প্রাণপ্রিয়ে রমণী রতন। মন প্রাণ তোমারে করেছি সমর্পণ॥ হয়েছে তোমার অঙ্গে প্রেম

বাড়াবাড়ি। মরিলেও কখন না হবে ছাড়াছাড়ি॥ তবে তুমি
ছাড় যদি হয়ে অভিমানী। নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব
পরাণী। বিধি মোরে লক্ষ্মীছাড়া করিয়াছে তাই। নহিলে কি
স্বর্ণ ভূষা দিতে ইচ্ছা নাই॥ যেমন রূপসী তুমি যুবতী তেমন
সোণার গহণা বিনা সাজে কি এমন॥ তুমি প্রিয়ে যে প্রকারে
প্রকাশিলে খেদ। শুনিয়া আমার মর্ম্ম হইতেছে ভেদ॥
শপথ করিয়া ধনী তব কাছে বলি। এই আমি স্বর্ণ
আনিবার তরে চলি॥ এক মাস চুপ করে বসে থাক ঘরে।
অবশ্য আনিব আমি ইহার ভিতরে। নানা দেশ দেশা-
ন্তরে করিয়া ভ্রমণ। ভিক্ষা মেগে এনে দিব সুবর্ণ ভূষণ॥
তোমার বাসনা পূর্ণ করিব নিশ্চয়। ইহাতে না ভাবি কিছু
প্রাণের সংশয়॥ একেলা রহিলে গৃহে সাবধানে থেক।
প্রেমদাস বলে মোরে মনে মাত্র রেখ॥ চলিলাম দূরদেশে
সোনার কারণে। প্রতিজ্ঞা তোমার শুদ্ধ স্বর্ণ আনয়নে॥
অতএব বিনোদিনী রোষ তেয়াগিয়ে। অধীনে বিদায় কর
প্রসন্না হইয়ে। এতবলি রমণীর রাগ শান্ত করি। যাত্রা করে
বিপ্রসুত স্মরিয়া শ্রীহরি॥ গৃহ হৈতে বাহির হইয়া চলে
যায়। ক্রমেতে চণ্ডাল পাড়া পশ্চাতে এড়ায়॥ গ্রামান্তর ছাড়া
ইয়া অরণ্যে পশিল। বিশ্রাম কারণে বৃক্ষতলায় বসিল॥
চিন্তায় আকুল চিত্ত ভাবে কোথা যাব। কাহার নিকটে
গেলে স্বর্ণ বস্তু পাব॥ কে এমন আছে মোর করিবে সুসার
কাহার উপরে আমি দিব এই ভার॥ সুসিদ্ধ হইবে কিসে
মনের কামনা। সাত পাঁচ কত মত করিছে ভাবনা॥ উঠিয়া
চলিল পুনঃ বন অভিমুখে। সন্তাপে তাপিত তনু গাঢ়
মনোদুঃখে। নির্জ্জন কাননে গিয়া করিল প্রবেশ। ব্যাঘ্র
ভল্লুকের ভয় না মানে বিশেষ॥ চলে যেতে পথে কাঁটা
খোঁচা ফুটে পায়। হোঁচট খাইয়া দ্বিজ রক্ত পড়ে তায়॥
প্রভাকর করে করে অঙ্গ জালাতন। অন্তরে আন্তরিক চিন্তা
দহে সদা মন॥ কোথা গেলে সোণা লাভ হবে কি প্রকারে
ভাবিয়া উপায় কিছু ঠাহরিতে নারে॥ কাননে ভ্রমনে ক্ষুধা
বাড়িল দ্বিগুণ। মনোযন্ত্রণা বাড়ে বিধাতা বিগুণ॥ অস্তাচলে

গমন করিল দিবাকর। সম্মুখে দেখিল এক উচ্চ তরুবর তমোময় নিশি ঘোর হইল যখন। ধীরে ধীরে বৃক্ষোপরে উঠিল তখন॥ বসিবার উপযুক্ত শাখা এক পেয়ে। বসিলেন দ্বিজপুত্র যেন কপি হয়ে॥ সেই বৃক্ষে থাকে বক নাড়ী জঙ্ঘ নাম। বেদ তন্ত্র পুরাণে পণ্ডিত গুণধাম। পরম ধার্ম্মিক বক ধীর শাস্ত্র জ্ঞানী। ব্রহ্মার সভায় কহে পুরাণ কাহিনী। নিত্য গিয়া ব্রহ্মলোকে কহে যোগ কথা। দেব বৃন্দ লয়ে ব্রহ্মা, শুনেন সর্ব্বথা॥ ব্রসন্ধ্যাত্যজিবক বাসায় আইল। গাছেতে মনুষ্য আছে দেখিতে পাইল॥ জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি কহ মহাশয়। কি জন্যে অরণ্যে এলে দেহ পরিচয়॥ মনুষ্যের গম্য নহে দুর্গম এ বন। মহিষ গণ্ডার ব্যাঘ্র চরে অগণন॥ কেন হেন বনে মনে করিয়া কি আশা। যে ডালে বসেছ তাহা আমার সে বাসা॥ দ্বিজ কয় প্রাণে ভয় নাহিক আমার আশ্রমে অতিথি আজি হয়েছি তোমার॥ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর কানন ভ্রমণে। বিষম ব্যাকুল বাক্য না সরে বদনে॥ ভক্ষ দ্রব্য দিয়া আগে কর ক্ষুধাক্ষয়। শেষে কব আমার বৃত্তান্ত সমুদয়॥ শুনিয়া দ্বিজের কথা ভাবিতেছে পাখি। অতিথির সেবা ধর্ম্ম কিরূপেতে রাখি॥ একে বন তাহে ঘোর নিশি অন্ধকার। খাদ্য দ্রব্য এস্থানে মিলিবে কি প্রকার। আশ্রমে অতিথি যদি থাকে উপবাসী। হইবে দুষ্কর ধর্ম্মনাশ পাপ রাশি॥ নরকে করিতে বাস সাধ্য আসি হবে। সকল জন্মের পুণ্য ঘুচে যাবে তবে॥ এত ভাবি সাধু বক সারি দুই পাখা। উড়ে তবে উর্দ্ধ উঠে হইয়া আদেখা। ক্ষণমাত্রে আসি উত্তরিল নদীকুলে। চঞ্চুপুটে ধরিলেক বৃহৎ শকুলে॥ মৎস্য লয়ে হর্ষ হয়ে আশ্রমে চলিল। দ্বিজ তনয়ের তরে ডাকিয়া বলিল॥ কাষ্ঠে২ ঘরষিয়ে অগ্নিযোগ কর। পোড়াইয়া খাও মৎস্য আনিয়াছি ধর॥ বৃক্ষ পাশে ক্ষুদ্র এক ডোবা আছে কাছে। জলপান তথায় করিবা গিয়া পাছে॥ শুনি দ্বিজ বৃক্ষ হতে ত্বরিতে নামিল। কাষ্ঠ কুড়াইয়া ক্রমে অনল জ্বালিল। লইয়া শকুল মীন দগ্ধ করে তায়। আপনার মনোসুখে পরি

তোষে খায় ।। আস্বাদনে পোড়ামাছ লাগে যেন সুধা।।উদর হইল পূর্ণ তুর্ণ চূর্ণ ক্ষুধা ।। তদন্তে শলিল পানে সুস্থির হইল হেনকালে বক বিপ্রসুতে জিজ্ঞাসিল ।। এখনতো তব দেহ হয়েছে শীতল । তবে আর বিলম্বেতে কিবা আছে ফল ।। বিশেষ করিয়া বল আমারে সবাসে। কে তুমি অরণ্যে এলে কোনঅভিলাষে ।। আদ্য অন্ত তোমার যতেক বিবরণ ।শুনিব সকল আমি এই নিবেদন ।দ্বিজবলে ব্রহ্মকুলে জনম আমার অতি অভাজন আমি পাপী দুরাচার ।। বিদ্যা শিক্ষা হেতু পিতা করিতেন রাগ। একারণে ঘর বাড়ি করিলাম ত্যাগ বিবাহ করিয়া শেষে চণ্ডালের বালা। স্বর্ণ আভরণ বিনা ঘটি য়াছে জালা ।। তাই আসিয়াছি বনে কহিলাম সাটে। অন্তরে বিষাদ অতি দেখে বুক ফাটে।।ব্রাহ্মণের কথায় বকের হৈল হাস। কহিতে লাগিল দয়া করিয়া প্রকাশ ।। শুন দ্বিজ বলি আমি এক উপদেশ। যাহাতে প্রচুর সোনা পাইবে বিশেষ আছয়ে আমার সখা যক্ষ অধিপতি। যদি তুমি যেতে পার তাহার বসতি ।।বিনয়ে কহিবে তারে মোর নমস্কার । পাইবে সুবর্ণ রাশি অতি চমৎকার ।। দ্বিজ বলে কোথা সেই যক্ষরাজ থাকে। কোন দিকে গেলে দেখা পাইব তাহাকে।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ ইষ্ট চরণ ভাবিয়া। মুক্তালতাবলী কহে ভাষায় রচিয়া

অথ দ্বিজ পুত্রের যক্ষালয়ে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। কহিছেন জলচর, শুন২ দ্বিজবর, যে স্থানে থাকয়ে যক্ষেশ্বর। সে দিক উত্তর বটে, হিমালয় সন্নিকটে, গঙ্গাতটে স্থান মনোহর। কাঞ্চন নির্ম্মিত পুর, দর্পণের দর্প চুর, হীরক কপাট তায় শোভে।চারিভিতে ফলবান, সুশীতল সমীরণ, মধুব্রত ধায় মধুলোভে।। সরোবর সুবিমল, পুরিত নির্ম্মল জল, টল টল করে মন্দ বায়। পুষ্প পুঞ্জ প্রস্ফুটিত, গন্ধে করে আমোদিত, কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ।। ছয় ঋতু পরস্পর, বাঞ্ছয়াছে নিরন্তর, সহিত নিজের দলবল ময়ুর ময়ুরী যত, নিত্য নৃত্য করে কত, বিস্তারিয়া কি রূব সকল ।। যক্ষরাজ নিকেতনে, প্রতি দিন নিমন্ত্রণে, হয় লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন। সুবর্ণের থালা বাটি, ঝারি ঘটি পরিপাটী,

দেয় নিত্য করিতে সেবন॥ ব্রহ্মসেবা হওা মাত্র, লইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র,দূরে ফেলে যেন মৃণময়।যারে তুমি সেই স্থানে যক্ষরাজ বিদ্যমানে, মোর নামে দিও পরিচয়॥ তা হইলে ধনপতি,তুষ্ট হয়ে তোমা প্রতি,সুবর্ণ লইতে আজ্ঞা দিবে। যত তব ইচ্ছা আছে, তার বাঞ্ছা লইও পাছে,তদন্তরে বিদায় হইবে॥ বক মুখে সবিশেষ, জ্ঞাত হয়ে উপদেশ, ব্রাহ্মণ কুমার মনে ভাবে। কতক্ষণে সুখ তারা, যামিনী করিয়া সারা, তপন উদয়া চলে যাবে॥ রহিল ভাবনা ভরে, নিদ্রা নাই বৃক্ষোপরে, সারা নিশি জাগিয়া কাটায়। প্রভাত হইলে পর, বৃক্ষ হইতে দ্বিজবর, নামিয়া উত্তর মুখে যায়॥ নিশ্বাস ত্যজিয়া দড়, আশ্বাস পাইয়া বড়, বিশ্বাস করিয়া শীঘ্র চলে পর্ব্বত কানন কত, এড়াইল শত শত, বিশ্রাম না করে কোন স্থলে। সদা বায়ুবেগে ধায়, সম্মুখে দেখিতে পায়, যক্ষ মহা রাজার ভবন। অট্টালিকা থরে থরে, হেরে মন মুগ্ধ করে, চৌদিগে বেষ্টিত উপবন। লক্ষলক্ষ শিবালয়, মন্দির মাণিক্য ময়, কনক কলস তার কোলে। শ্বেত রক্তবর্ণ নানা, পতাকা উড়িতেয় মানা, পবন হিল্লোলে হেলে দোলে॥ প্রশস্ত সমস্ত বাট, কত শত হাট ঘাট, গীত নাট হয় স্থানে স্থানে।মাতঙ্গ তুরঙ্গ যত, রাজপথে ভ্রমে কত, রথ রথী যেখানে সেখানে করাল ভীষণাকার, যক্ষে রাখে পুরদ্বার, চমৎকার বিকট বদন। দীর্ঘ তাল তরুবর, লম্বিত যুগল কর, ভয়ঙ্কর ঘোর দরশন। কেশ জটা চক্ষু কটা, মঘ সম অঙ্গ ছটা, ঘোর ঘটা স্থূলাকার দেহ। কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ উভরড়ে ধায়, মুষল মুদ্গার ধারী কেহ। কেহবা হইয়া ক্রুদ্ধ, করে শুদ্ধ মল্ল যুদ্ধ, কেহ দম্ভে নাড়িছে পাহাড়। দেখে দ্বিজসুত ভয়ে, দাঁতে দাত এক হয়ে, রাজ পথে খাইল আছাড়॥ দ্বারি তারে ধরি তোলে, ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসে ছলে, কেবা তুমি কোথ কার পাপ। কোন গোত্র কিবা জাতি, কার পুত্র কার নাতি সত্য বল নহে দিব শাপ॥মনে ভয় অতিশয়, দ্বিজ কয় মহা শয়, সমুদয় পরিচয় কই। বিপ্রবংশে জন্ম মম,নরাধম মোর সম, আর কেহ নাই আমা বই,ভ্রমিয়া অনেক দেশ, অরণ্যে

পাইয়া ক্লেশ, অবশেষে এসেছি এখানে। বাঞ্ছা এই হইয়াছে যাই যক্ষ রাজা কাছে, সমাচার কব তাঁর স্থানে॥ শুনি দ্বারি মৃদুহাসে, কর্কট বচনে ভাসে, বলে ফিরে যাও কোথা যাবে লক্ষ্মী ছাড়া মরো দুঃখে, তুমি বল কোন মুখে, যক্ষ রাজ দরশন পাবে। হেথা আসিয়াছ জোরে, কে দিল বলিয়া তোরে বুঝি তোর প্রাণে নাহি ভয়। শুনিলে যক্ষের রাজা, দিবেন উচিত সাজা, তবে তোরে কে দিবে আশ্রয়॥ অতএব পুনঃ বলিতেছি দ্বিজ শুন, সুশীঘ্র পলাও লয়ে প্রাণ। নতুবা শঙ্কট ঘোর, উপায় না দেখি তোর, কি রূপে পাইবে পরিত্রাণ॥ দ্বিজবলে শুন দ্বারি, তর্ক না করিতে পারি, কেন তুমি বল বার বার। এত আমি নহি মূঢ় আছে কিছু কর্ম্ম গূঢ় কহি তবে মূল সমাচার। নাড়ীজঙ্ঘ নাম ধরি, আছে বক ধর্ম্মচারি সেই মোরে পাঠাইয়া দিল। সখা তাঁর যক্ষ ভূপ, জানাইতে কোন রূপ, পরামর্শ আমারে কহিল॥ দ্বারি কহে বটে সত্য, জানিলাম তবে তথ্য, সেই বক বটে নৃপ সখা। কিঞ্চিৎ দাঁড়াও তুমি, জিজ্ঞাসিয়া আসি আমি, আজ্ঞা হৈলে পাবে রাজ দেখা॥ তদন্তরে দ্বারি ধেয়ে, সংবাদ কহিল যেয়ে, যক্ষ পতি বসিয়া যে স্থানে। শুন নৃপ যক্ষেশ্বর, আসিয়াছে দ্বিজ বর, ইচ্ছা তার আসে বিদ্যমানে॥ নাম বক নাড়ী জঙ্ঘ, তব প্রিয় অন্তরঙ্গ, সেই তারে করিল প্রেরণ। অন্যথা কথা নয়, যদি অনুমতি হয়, তবে তারে আনি এইক্ষণ॥ দ্বারীর বচন শুনি, যক্ষরাজ মনে গুণি, অনুচর প্রতি তবে কয়। কোথা আছে দ্বিজ বর, আন গিয়া শীঘ্রতর, সুধাইব সখার বিষয়। ভূপতির আজ্ঞা পায়, দ্বারী বায়ুবেগে ধায়, উপনীত হইল দুয়ারে। কহে চল বিপ্র বর, আদেশিল যক্ষেশ্বর, সঙ্গে লয়ে যাইতে তোমারে॥ ধন্য পুণ্য গণ্য রেখা, অদৃষ্টের আছে লেখা কুবের সহিতে দেখা হবে। ভাগ্য কি ইহার পর, পাবে মনে মত বর, মন দুঃখ ঘুচে যাবে তবে॥ দ্বারীর কথায় বিপ্র, গমন করেন শীঘ্র, মনে মনে আনন্দ অপার। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে, শিশুর পুরাও বাঞ্ছা সার॥

অথ দ্বিজ পুত্রের যক্ষরাজার সহিত সাক্ষাৎ।

পয়ার। অনন্তর দ্বিজবর অনুচর সঙ্গে। কটক কটক দিয়া চলে মনোরঙ্গে॥ নয়নে নগর শোভা নিরীক্ষণ করি। বলে একি অপরূপ আহা মরি মরি॥জনমিয়া হেন পুরী দেখি নাই চক্ষে।স্বপ্ন সম জ্ঞান হয় হেরিয়া প্রত্যক্ষে॥প্রসাদ উপর সব নাগরী সুন্দরী। চমকিত চঞ্চল চিত্ত ছলে লয় হরি॥ রাজ পথে যুথে যুথে যক্ষ নারীগণে। জলাশয়ে জল আশয়ে করিছে গমনে॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র মোহিত হইল। চর সহ পুরীমাঝে গমন করিল॥ বসিয়া আছেন যক্ষ মহারাজ যথা। দ্বিজ গিয়া উপনীত হইলেন তথা॥ প্রণাম করিয়া ভূপ করিল জিজ্ঞাসা। আমার নিকটে এলে কি মনে প্রত্যাশা॥ কহ শুনি বক বন্ধু আছেন কেমন। তোমারে পাঠায়ে তার কি লাভ এমন॥ নিত্য তিনি প্রভাতে আসেন মোর পুরে। তবে কেন তোমাকে পাঠান এত দূরে॥ উত্তর করেন দ্বিজ কথার কৌশলে। তব সখা নাড়ীজঙ্ঘ আছেন কুশলে। তিনি মোরে পাঠাইয়ে দিলেন এইখানে। কহিলা চাহিলে সোণা পাব তব স্থানে॥এই হেতু আশা সেতু বান্ধিয়া যতনে। বহু কষ্টে আসিয়াছি তোমার সদনে॥ ধর্ম্মে মতি ধনপতি তুমি মহাশয়। তোমার করুণা হইলে আর কারে ভয়॥ সম্প্রতি আমার প্রতি নাহি কর ক্রোধ। বিশেষত তোমার বন্ধুর অনুরোধ॥ যক্ষরাজা বলে আজি থাক দ্বিজ বর। নিয়মিত ব্রাহ্মণ ভোজন হলে পর। যত স্বর্ণ লইতে পার করিব প্রদান। প্রভাতে উঠিয়া কল্য করিহ পয়ান॥ স্নান সন্ধ্যা পূজা গিয়া করহ এখন। এস্থানে রহিল ভোজনের নিমন্ত্রণ।দূতেরে কহিল ভূপ দেহ বাসাঘর। ব্রহ্মভোজ্য কালে পুনঃ আনিবে সত্বর॥ যে আজ্ঞা করিয়া দূত বিদায় হইল। দ্বিজ সুতে দিব্য এক বাসা বাটী দিল॥ নিযুক্ত হইল আসি ভৃত্য দুইজন। শীতল শলিল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥ নারায় তৈল আনি অঙ্গেতে মাখায়। গঙ্গাস্নান করিবারে তরে লয়ে যায়॥ শরীর মার্জ্জনা পরে স্নান করাইয়া। খাসা গরদের যোড় দিল পরাইয়া॥ তদন্তরে লয়ে গেল রাজার

সভায়। নিমন্ত্রিত দ্বিজগণ বসিয়া যথায়॥ ভোজনে বসিল গণনিয় এক সঙ্গ। খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায় সব যক্ষ॥ চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার। মিষ্টান্ন সন্দেশ ভক্ষ বিবিধ প্রকার॥ কাঞ্চন গঠিত পত্র সকলের পাতে। যত্নরসে উল্লাসে ভুঞ্জিত এক সাথে॥ ভোজনান্তে সকলে করিয়া আচমন। কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন॥ দক্ষিণা দিলেন পরে যক্ষ নৃপমণি। মাণিক্য সুবর্ণ মুক্তা মণি হীরা চুনি॥ আশির্ব্বাদ ভূপালে করিয়া দ্বিজগণ। পরস্পর নিজালয় করিল গমন॥ কেবল রহিল স্বর্ণ লোভী দ্বিজসুত ভাবি২ ভাবনায় ভাবে ভয়যুক্ত॥ তদন্তরে ভৃত্যগণ আসিয়া তথায়। উচ্ছিষ্ট সুবর্ণ পাত্র ফেলিবারে যায়॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহে ত্যজি সর্ব্ব লাজ। এই সোণা দেহ মোরে যক্ষ মহারাজ সুবর্ণ প্রধান ধাতু উচ্ছিষ্ট না হয়। বেদ শাস্ত্র পুরাণ প্রমাণে হেন কয়॥ শুনিয়া ইঙ্গিতে হাসি বলে যক্ষেশ্বর॥ লইতে পার যত সোণা লহ দ্বিজবর॥ যেই মাত্র যক্ষরাজ অনুজ্ঞা করিল। মহানন্দে দ্বিজবর নাচিতে লাগিল॥ সেই নিশি কষ্টে শ্রষ্টে তথায় থাকিয়া। প্রভাতে সুবর্ণ বোঝা লইয়া বান্ধিয়া॥ গুরুতর ভার লয়ে করিল গমন। পথেতে হইল রাত্রি ঘোর দরশন॥ হাতাড়িয়া যান বনে দেখিতে না পায়। উপনীত নাড়ী জঙ্ঘ বকের বাসায়। বৃক্ষ নীচে ভার রাখি উঠিয় শাখায়। ব্রহ্মলোক হৈতে বক আইল তথায়। দ্বিজ বলে কত সুখে আছ বক ভাই। বহুদিন উভয়েতে দেখা শুনা নাই॥ তোমার সমান মোর বন্ধু নাহি কেহ। বেচিলাম তব সন্নিকটে এই দেহ॥ বক কয় অতিশয় পাই য়াছ কষ্ট। স্বর্ণ লাভ হেতু তুষ্ট হয়েছি যথেষ্ট॥ এই রূপে মিষ্টালাপ উভয়ে করিয়া। পূর্ব্ব প্রায় বক মৎস্য আনিল ধরিয়া॥ অগ্নি জ্বালি পোড়াইয়া খাইল ব্রাহ্মণ। বৃক্ষের শাখায় দোঁহে বসিল তখন॥ বক বলে অর্দ্ধরাত্রি নিদ্রা যাহ তুমি। জাগরণ করি ধন রক্ষা করি আমি॥ পরে আমি ঘুমা ইব আপনি জাগিবে। রজনী প্রভাত হৈলে গৃহেতে যাইবে এত বলি জলচর জাগে॥ রহিহাক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত

হইল।। পরে বক ঘুমাইল ব্রাহ্মণ জাগিল। মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল।। প্রভাত হইলে নিশি যাব নিজস্থানে বন মধ্যে খাদ্য দ্রব্য পাইব কেমনে।। বকেরে মারিয়া লই পথে পোড়াইব। ক্ষুধানলে এই মাংস সুখেতে খাইব।। এত ভাবি উপকারি বকেরিনাশিল। সুবর্ণ ভারের অগ্রে বান্ধিয়া লইল। পোহাইল যামিনী উদয় দিবাকর। ভারলয়ে প্রস্থান করিল দ্বিজবর।। এখানেতে যক্ষপতি ভাবে নিজমনে। বক বন্ধু কেন না আইলএতক্ষণে।। আসিবার তাহার সময় বয়ে যাইল। কি কারণ সখা মোর এখননা আইল।।বিপদঘটেছে বুঝি করি অনুমান। তত্ত্বকরিবারে দূতগণেরেপাঠান।।উর্দ্ধ শ্বাসে হীন বাসে যক্ষ চর ধায়। কত দূরে দ্বিজবরে দেখিবারে পায়।। দেখে তার ভারে বান্ধা আছে মরা বক। বলে ওরে দুষ্ট দ্বিজ তুই বড় ঠক।। যে জন করিল তোর বড় উপকার। বিনাশিলি তারে তুই পাপী দুরাচার।। বিশ্বাসঘাতক তোরে ঘৃণা হয় ছুঁতে। ইহা বলি বান্ধে তারে যক্ষরাজ দূতে মৃত কল্প করিয়া মারিল বহুতর। লইয়া চলিল যক্ষ রাজার গোচর।। মৃত বক দেখিয়া যক্ষের অধিকারী। শোকে সকাতর অতি চক্ষে বহে বারি।। জিজ্ঞাসিল সমাচার কহ অনুচর। দূত বলে বকেরে মারিল এই নর।। শুনিয়া ভূপতি অতি কাতর হইল। চণ্ডাল দ্বিজের প্রতি ভৎসিয়া কহিল।। কি কারণে যক্ষেরে মারিল দুষ্টমতি। অপরাধি নহে তোর কি করিল ক্ষতি।। তোরে সোণা দিতে মোরে করিল অনুরোধ। প্রাণ বিনাশিয়া তুই দিলি তার শোধ।। তোমারে বধিলে পাপ না হয় কিঞ্চিত। ভুগিবে নরক পাপ যেমন সঞ্চিত।। বলিতে বলিতে ক্রোধে যক্ষ অধিপতি। বধিতে দ্বিজের প্রাণ দিল অনুমতি।। দূতগণ শত পুর হইয়া ঘেরিল। বিপ্রমুণ্ডে একবারে প্রাণেতে মারিল।। হেথা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা আদি দেবগণে। বিলম্ব দেখিয়া সন্দে বক আগমনে।। ধ্যানযোগে জানিয়া সকল বিবরণ। চলিলেন যক্ষ অধিপতির ভবন।। দেখিলেন মরা বক রয়েছে পড়িয়া। কমণ্ডলু জল তাহে দিল ছড়াইয়া।। প্রাণ

দান পেয়ে বক উঠিয়া বসিল। দেবগণে একে২ প্রণামকরিল তোমরা সকলে প্রাণ বাঁচালে আমার। যে মোরে বধিল কোথা সেই দুরাচার॥ যক্ষরাজ কহে তারে করিয়া নিধন। ফেলিয়া দিয়াছে দূরে জন্তুচরগণ॥ বক বলে হায় সখা কি কর্ম্ম করিলে। আমার লাগিয়া কেন ব্রাহ্মণে বধিলে॥ প্রাণীহত্যা হইল আমার সহযোগে। ঠেকিতে হইল মোরে এই পাপ ভোগে॥ অতএব তার প্রায়শ্চিত্তের কারণ। নাহিক সংশয় আমি ত্যজিব জীবন। এত বলি প্রতিজ্ঞা করিল বকবীর। শুনিয়া সকল দেব হইল অস্থির॥ কহিলেন চতুর্ম্মুখ শুন যক্ষপতি। কোথা তার শবদেহ আন শীঘ্রগতি দূতগণে মৃতদেহ তখনি আনিল। সঞ্জিবনীমন্ত্রে ব্রহ্মা দ্বিজে বাঁচাইল॥ প্রাণদানে চেতন পাইয়া ততক্ষণ। সম্মুখেতে দেবগণ করিল দর্শন॥ অন্তরেতে পাপ তার যাইল অন্তরে। বোধভানু প্রবেশিল হৃদয় অন্তরে॥ বিস্তর করিল স্তব দেবতা সকলে। আমার সমান পাপী নাহি ভূমণ্ডলে॥ বিপ্র কুলে আমার যে হইয়াছে জন্ম। পরিত্যাগকরিয়াছি নিজ ধর্ম্মকর্ম্ম চণ্ডালের প্রায় আছি চণ্ডালি লইয়া। আকৃত হইয়াছি আমি বকেরে মারিয়া॥ এত বলি দ্বিজ সুত বিবাকি হইয়া। আরম্ভ করিল তপ বনে প্রবেশিয়া॥ অতঃপর দেবগণ বকে সঙ্গে করি। চলিয়া গেলেন সবে অমর নগরী॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন কমলিনী তবে শুন। এই দেখ সদা সৎসঙ্গ দোষ গুণ বিপ্রবংশে জনমিয়া ব্রহ্মা সন্তান। চণ্ডালের সহবাসে হারাইব জ্ঞান॥ এক রাত্র তার সহ করিয়া নিবাস। ধর্ম্মজ্ঞাতী জলচর হইল বিনাশ॥ যদাপিও বক করে ছিল উপকার। তথাচ অসৎ তারে করিল সংহার॥ হইলে অসৎ সঙ্গ এই দশা ঘটে। সহায়তা করিলেও ঠেলায় সঙ্কট॥ দেখি প্রিয়ে সঙ্গরে কি গুণ চমৎকার। প্রাণ নাশ করেছিল ব্রাহ্মণ কুমার॥ তথাপিও বক তার বাচাইল প্রাণ। সাধুসঙ্গ সহ বাসে হৈল দিব্যজ্ঞান॥ শুনিয়া শ্রীমতী অতি হর্ষিতা হইল। মুক্তালতাবলী গ্রন্থ দ্বিজ বিরচিল॥

অথ গৌরমুখ মুনির প্রশ্ন।

পয়ার। এতেক কহিল যদি ব্যাস তপোধন। শুনি আনন্দিত চিত্ত হয়ে যত ঋষিগণ॥ তবে পুনঃ গৌরমুখ মুনি মহাশয়। ব্যাসের নিকটে কন করিয়া বিনয়॥ অদ্ভুত কৃষ্ণের কথা যেন সুধাধার। শ্রবণে শ্রবণ ক্ষুধা বাড়ে অনিবার॥ শুনা আছে সুধাপানে ক্ষুধা নিবারয়। এসুধাপানেতে ক্ষুধা অধিক বাড়য়॥ যত পায় তত খায় ক্ষান্ত নহে মন। এ বড় আশ্চর্য্য প্রভু অদ্ভুত কথন॥ হইয়াছি ক্ষুধাতুর অত্যন্ত এখন কৃষ্ণ কথা সুধাদানে তৃপ্ত কর মন॥ পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর প্রভু নিরাঞ্জন তাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় ত্রিভুবন॥ সেপ্রভুর নিজ ধাম গোলোক কেমন। কোনরূপধারী সেই বিভু সনাতন॥ সাকার কি নিরাকার গোলোকশ্রীহরি। কিহেতু বা গোকুলে ইলা অবতরি॥একাংশেত অবতার কিবা পুণ্যতম। প্রকাশিয়া কহ প্রভু প্রভুর নিয়ম॥ আর তাঁর প্রাণাধিকা প্রধানা কামিনী। পরমাদ্যা পূর্ণময়া গোলোক বাসিনী। সেই যে শ্রীমতী সতী কিসের কারণে। ভানুর নন্দিনী হয়ে জন্মে বৃন্দাবনে॥কোন হেতু আয়ানের রমণী হইল। কৃষ্ণসহবাসে কেন কলঙ্ক ঘটিল॥ এ সব বিস্তার করি কহ মহাশয়। শুনিতে কৃষ্ণের কথা ইচ্ছা বড় হয়॥ ৮ ব্যাসদেব কন মুনি শুন অতঃপর। সে বড় নিগুড় কথা কহে দ্বিজবর॥

অথ গোলোক ধামের বিবরণ।

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। তেজোরূপঞ্চ যদ্ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা। তত্তেজো মণ্ডলাকারে সূর্য্যকোটি বন প্রভে। নিত্যস্থানঞ্চ প্রচ্ছন্নং গোলোক ভেবমোর চ॥ ত্রিকোটি যোজনায়াম বিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতং। তেজং স্বরূপং সমহদ্রত্ন ভূমিসময়ং পরং॥উর্দ্ধস্থিতঞ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটি যোজনং গোগোপ গোপীসংযুক্তং কল্পবৃক্ষ গণান্বিতং। কামধেনু ভরাকীর্ণং রাসমণ্ডপমণ্ডিতং। বৃন্দারণ্যং বনাচ্ছন্নং বিরজা বেষ্টিতং মুনে। সত্যং শৃঙ্গ শতশৃঙ্গং সুদীপ্তমীপমিতং॥ অদৃশ্যং যোগিভঃ স্বপ্নে দৃশ্যং গম্যঞ্চ বৈষ্ণবৈঃ। যোগেন ধৃত মীসেন চান্তরীক্ষং স্থিতং বরং॥

অন্য ভাষা।

পয়ার। পরং ব্রহ্ম পরাৎপর পূর্ণ তেজোময়। যোগীগণে যোগ সদা যেরূপ ধেয়ায়॥ যে তেজো মণ্ডলাকার অতিশয় শোভা। কোটি সূর্য্য সম যার হইয়াছে প্রভা॥ অতি গুপ্ত স্থান সে প্রভুর নিত্য ধাম। গোলাকার এই হেতু গোলোক তার নাম। ত্রিকোটি যোজন স্থান অতি পরিপাকটি। মৃত্তিকা নাহিক তথা রত্ন তার মাটি॥ যোজন পঞ্চাশ কোটি বৈকুণ্ঠ উপরে। ঈশ্বরের যোগ ধৃত আছে শূন্যভরে॥ বিরজা নামেতে নদী গোলোক বেষ্টন। পশ্চাতে কহিব সে বিরজা বিবরণ॥ গোলোকের মধ্যে শত কল্পবৃক্ষগণ। বৃন্দাবন বন ছন্ন অপূর্ব্ব কানন॥ গোপ গোপীগণ আছে আছয়ে গোপালে কামধেনু আছে কত তাহার মিশালে। শত শৃঙ্গ নামে তথা শোভয়ে ভূধর। শত শৃঙ্গ ধরে সে পর্ব্বত তেজোস্কর। রাসমঞ্চ আছে তথা অনেক প্রকারে তাহার শোভার সীমা নাহিক সংসারে॥ এরূপ গোলোকে অতি গোপনীয় স্থান॥ স্বপ্নেতেও যোগীগণে দেখিতে না পান। বৈষ্ণবগণের মাত্র দৃশ্য গম্য হয়। কৃষ্ণভক্ত হেতু কৃপা করে কৃপাময়॥

শ্লোক। লক্ষকোটি পরিমিতৈরাশ্রমৈঃ সুমনোহরে। রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণে গোপী নামাবৃতং সদা। শত মন্দির সংযুক্তমাশ্রমং সুমনোহরং। রত্নবিনির্ম্মাণ লক্ষ মন্দির সুন্দরং আশ্রমং চ ভুরত্নঞ্চ চন্দ্র কিম্বা কৃতং শুভং। গোলোক মধ্যদেশস্থমতীব সুমনোহরং। প্রকার পরিখাযুক্তং পারিজাত বনান্বিতং। কৌস্তুভেন্দ্রেন মণিনা নির্ম্মাণ কলসোজ্জ্বলং॥ হিরাসার বিনির্ম্মাণ সোপান ভত্তসুন্দরং। মণীন্দ্রসারে নির্ম্মাণ কপাট দর্পণান্বিতং। নানাচিত্র বিচিত্র চমরশ্রমভাঞ্চ ভূষিতং কৃতং। ষোড়শদ্বার সংযুক্ত সুদীপ্তং রত্নদীপকৈঃ॥ তত্র সিংহাসনেরম্যে চামূল্য রত্ননির্ম্মিতে। ন নাচিত্র বিধিত্রাচ্য বসন্তনীশ্ব বরং। অন্য ভাষা।

পয়ার। এই যে গোলোক ধাম অতি অনুপম। গোপী দের লক্ষকোটি আশ্রমে আশ্রম॥ রত্নসার ভাগ্যোতে সুরন্দ

সু নির্ম্মিত। কিবা শোভা মনোহর চৌদিকে বেষ্টিত। এক২ আশ্রমে মন্দির শত শত। রত্নময় প্রকার পথি শর্ত্তযুক্ত॥ গোলোকের মধ্যবর্ত্তি প্রভুর আশ্রম। কি কব তাহার শোভা অতি মনোরম। প্রকার পরিখাযুক্ত পারিজাত বন॥ শোভিতেছে কি সুন্দর পুষ্পের কানন॥ চতুষ্কোণে সে আশ্রম চন্দ্র কিম্বাকার। শোভিত মন্দির লক্ষ মধ্যেতে তাহার॥ অমূল্য রতনে সুনির্ম্মিত সে সকল। কৌস্তুভ মণিতে তার সকল উজ্জ্বল॥ কপাট সকল শোভে মণিতে খচিত। কি সুন্দর রতন দর্পণ সমন্বিত। কিবা সে সোপান বদ্ধ দিয়া হিরা সার। হেরিলে হরের চিত্ত সুদীপ্ত তাহার॥ মধ্যভাগে প্রধান মন্দির মনোহর। ষোলদ্বারে সুসংযুক্ত আশ্রম সুন্দর রত্নময় প্রদীপেতে করে তথা আল। নানাবিধ মণি মুক্তা মাণিক প্রবাল॥ তার মধ্যে রমণীয় রত্ন সিংহাসনে। বিচিত্র চিত্রিত নানা মণি বিভুষণে॥ তাহে বিরাজিত কৃষ্ণ গোলোকের পতি। বাক্য মনে অগোচর অপূর্ব্ব মুরতি॥ বাক্য মনে ধ্যান যাহা ধরিতে না পায়। কি রূপে সে রূপ আমি কহিব তোমায়॥ তবে যে কিঞ্চিৎ কহি শুন তপোধন। নারদে কহেন যাহা দেব পঞ্চানন॥

অথ গোলোক নাথের রূপবর্ণন।

শ্লোক। নবীন নীরদশ্যাম কিশোর বয়সং শুভংশরন্মধ্যাহ্ণ রাজীব প্রভা মোচন লোচনং॥ শরৎ পার্ব্বণ পূর্ণেন্দু শোভাচ্ছাদন মাননং। কোটিকন্দর্প লাবণ্য লীলা নিন্দিত সুন্দরং কোটীচন্দ্র প্রভ মুষ্টপুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহং। সস্মিতং মুরলীহস্ত সুপ্রসন্নং সুমঙ্গলং॥ বহ্নিসংস্কার পিতাংশে যুগলেন সমুজ্জ্বল। চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতং॥ আজানু মালতীমালা বনমালা বিভুষিতং। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা যুক্ত মুক্তামাণিক্য ভুষিতং॥ ময়ূরপিচ্ছ চুড়ঞ্চ সদ্রত্ন মুকুটোজ্জ্বলং। রত্নকেয়ূর বলয়ং রত্নমঞ্জীর রঞ্জিতং॥ রত্নকুণ্ডল যুগোন গণ্ডস্থলে সুশোভিতং। মুক্তাপংক্তি বিনিন্দৈক দংশনং সুমনোহরং॥ পক্কবিম্বাধরোষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নশোভিতং। বীক্ষিতং গোপীকাভি বেষ্টিতাভিশ্চ সন্ততং॥ স্থিরযৌবন

মুক্তাভিঃ সন্মিতাশ্চসাদরং। ভূষিতানিশ্চ সত্রত্ন নির্ম্মাণ ভূষণেন চ॥ সুরেন্দ্রেশ্চ মুনীন্দ্রেশ্চ মনুভির্মানবেন্দ্রকেঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবানাস্ত ব্রহ্ম দৈবৈরভি বন্দিতং। ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকং। রাসেশ্বরং সুরসিকং রাধা বক্ষস্থল স্থিতং। এবং রূপমরূপন্তং ধ্যাধায়ন্তে বৈষ্ণবামুনে॥

অস্য ভাষা।

পয়ার। নবীন নীরদ নিন্দি শোভা কলেবর। পঞ্চদশ বৎসর জিনিয়া শোভাকর॥ শরৎপার্ব্বণীর পূর্ণ শশীশোভা ঢাকা। হয়েছে উজ্জলকারী প্রভু মুখ রাকা॥ কোটি কন্দর্পের নিন্দি লাবণ্য সুন্দর। কোটীচন্দ্র জিনিয়া শ্রীপুষ্ট বপু বর॥ হাস্যযুক্ত সুপ্রসন্ন বদন মণ্ডল। মোহন মুরলী হস্ত জগত মঙ্গল॥ বহ্নি সংস্কৃত পীতবস্ত্র পরিধান। চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ অতি শোভমান॥ অজানুলম্বিত কিবা মালতীর মালে। বনমালা শোভে গলে কৌস্তুভ মিশালে॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা অঙ্গ সুগঠন। সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত মণি মাণিক্য রতন॥ চূড়ায় ময়ুরপুচ্ছ শোভিত নির্ম্মল। রত্নময় মুকুটেতে অধিক উজ্জল॥ রতন নুপুরে যুগ্ম চরণ রঞ্জিত। রত্নকেয়ুর বলয়াতে ভুজ বিভুষিত॥ রতন কুণ্ডলে গণ্ডস্থল সুশোভন। মুক্তাপংক্তি নিন্দা করি সুন্দর দশন॥ পক্ক বিম্ব বিনিন্দিয়া অধরোষ্ঠ শোভা। উন্নত নাসাতে কিবা রূপ মনোলোভা॥ অপরূপ রূপ কৃষ্ণ অতি চমৎকার। সর্ব্বাঙ্গেতে ভূষিত রত্ন অলঙ্কার॥ সুস্থির যৌবনা গোপী সুহাস্য বদন। চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণের আছয়ে বেষ্টন॥ বিধি বিষ্ণু শিব আর অনন্ত প্রভৃতি। সুরেন্দ্র মনীন্দ্রমনু মানবেন্দ্রকৃতি। স্তবনবন্দন করে করি যোড়হাত। সিংহাসনোপরি স্থিত গোলোকের নাথ। ভক্ত অনুগ্রহ কারী পুরুষ রতন। ভক্তিপ্রিয় ভক্ত নাথ বিভু সনাতন॥ রাসেশ্বর সুরসিক রাধিকার কান্ত। রাধাবক্ষস্থল স্থিত রূপে নাহি অন্ত॥ এইরূপে নারদেরে কহি মহেশ্বর পুনরপি মহাদেব করেন উত্তর॥ যদ্যপি অরূপী হন প্রভু পরাৎপর॥ ভক্তের ভাবনা হেতু কৃষ্ণরূপধর। অতএব এই

রূপ বৈষ্ণব সকলে। ধ্যানেতে রাধারে করে হৃদয় কমলে।। দ্বিজ কহে মহেশ্বর বাক্য সংস্কার। ব্যাস প্রকাশিত ভাষা কহিলাম সার।। অপরে শুনহ মুনি অপূর্ব্ব কথন। যে রূপ করেন ক্রীড়া প্রভু নারায়ণ।। গোলোকে প্রভুর দুই বিবাহিতা নারী। প্রধানা প্রকৃতি সতী শ্রীমতী সুন্দরী।। আদ্যাশক্তি মহামায়া অনন্ত রূপিণী। প্রাণাধিকা প্রিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী।। তদন্যা বিরজা নামে গোপের কুমারী। প্রিয়তমা পুণ্যময়ী পরমা সুন্দরী।। এই দুই বিবাহিতা পত্নী সেই স্থান। উভয়ে করেন ক্রীড়া প্রভু ভগবান।।

অথ গোলোকনাথের বিহার।

শ্লোকঃ। একদা রাধায়া সার্দ্ধং গোলোকে শ্রীহরি স্বয়ং। বিজহার মহারণ্যে নির্জ্জনে রাসমণ্ডপে।। রাধিকা সুখ সম্ভোগাদ্বুবুধে ন স্বয়ং পরং। কৃত্বা বিহারং শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃষ্টো বিহচর।। গোপীকং বিরজা মান্যাং শৃঙ্গারার্থং জগামাহ্ তন্যা বয়স্যা সৌন্দর্য্যা গোপীনাং শতকোটয়।। রত্নসিংহাসনস্থাসা দর্শন হরি মন্তিকে। দৃষ্টাতং শ্রীহরি স্তূর্ণং বিহার ত্বরাসহ পুষ্পতলে মহারণ্যে নির্জ্জনে রত্নমণ্ডপে।। তরাসক্তং শ্রীহরিঞ্চ রত্নমণ্ডপ সংস্থিতং। দৃষ্টাতু রাধিকালস্ত্য চক্রুস্তাঞ্চ নিবেদনং।

অস্যভাষা।

পয়ার। গোলোকেতে মহাবনে রাসমঞ্চোপরে। একদা রাধিকা সহ শ্রীহরি বিহরে।। রাধিকা বিহারে সুখে হয়ে অন্যমনা। পাসরিলা আপনারে পর কি আপনা।। শ্রীমতী যদ্যপি সুখে হারাইলা জ্ঞান। বিহারান্তে ভগবান করিলা প্রস্থান।। রাধিকারে না বলিয়া প্রভু নারায়ণ। বিরজার নিকটেতে করেন গমন।। বসিয়া বিরজা রত্নসিংহাসনোপরি। চৌদিকে বেষ্টিতা শত কোটি সহচরী।। হেনকালে শ্রীহরিকে নিকটেতে হেরে। ভাসিলা বিরজাদেবী আনন্দ সাগরে।। বিজারে হেরি হরি হরষিত মন। প্রেমে পূর্ণ কটাক্ষেতে করি নিরক্ষণ।। নির্জ্জনে সে রত্নমঞ্চে পুষ্পশয্যা

করে। বিরজা সহিতে হরি আনন্দে বিহারে॥ তাহা দেখে রাধিকার প্রিয় সখীগণ আসিয়া রাধিকা পাশে ক'রে নিবেদন॥ শুনি কমলিনি হৈলা বিষাদিত মন। ঝর ঝর ঝরে নীর নয়নে তখন॥

অথ বিরাজার কুঞ্জে শ্রীমতীর গমনোদ্যোগ।

শ্লোকঃ। তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা সুস্বরেচরুরোদচ। উবাচ তাশ্চসাদেবী মাস্তং দাশয়িতুংক্ষমা॥ যদি সতীব্রতযুথং সয়া সার্দ্ধং প্রগচ্ছত। তামুচঃ পুরত স্থিতা আর্ব্বাএব প্রিয়াসতীং বসংতংদর্শয়িষ্যামৌবিরজাসংস্থিতংপ্রভুং। তাসাস্তবচনংশ্রুত্বা রথ মারুহ্য সুন্দরী॥ জগাম সার্দ্ধং গোপীভি স্ত্রিসপ্ত শত কোটিভিঃ।

অস্যভাষা।

পয়ার। সখীগণ মুখে শুনি এসব বচন। শয্যাগত হয়ে প্যারী করেন রোদন॥ তবে কতক্ষণে রাধা সখীগণে কয়। সত্য কি দেখেছ হরি বিরজা আলয়॥ দেখাইতে পারিবে কি তথা প্রাণেশ্বরে। সত্য যদি দেখে থাক লয়ে চল মোরে সখী সবে বলে রাধে দেখেছি নিশ্চত। বিরাজিত রাধাকান্ত বিরজা সহিত॥ অবশ্য তোমারে মোরা দেখাইতে পারি দেখিতে যদ্যপি চাহ চল ত্বরাকরি॥ এতেক শুনিয়া রাধা রথ আরোহণে। সখী সহ চলিলেন বিরজা ভবনে॥ তিন সপ্ত শতকোটী সখী সঙ্গে চলে। রথের বর্ণন শুন দ্বিজবর বলে॥

অথ শ্রীরাধার রথ বর্ণনা।

শ্লোকঃ। রত্নেন্দ্র সার রচিতং কোটী সূর্য্য সম প্রভং সর্ব্বেষাংস্যন্দনানাঞ্চ শ্রেষ্ঠং বায় চরং পরং॥ কোটী ঘণ্টা সমা যুক্তংমনোশ্বয়িমনোহিরং। শত যোজন মুদ্ধঞ্চ দশযোজক বিস্তৃতং॥ মণিসার বিকারৈশ্চেব কে টীস্তম্ভৈঃ সুশোভিতং রতি মন্দির লক্ষৈশ্চরত্নসার বিনির্ম্মিতৈঃ। রত্নদর্পণ লক্ষাণাং শতৈকেশ্চ সমাশ্বিতং॥ পারিজাত প্রসুনানাং মালা কোটী বিরাজিতং কুন্দানাং করবীনানাং যুথিকানাস্তথৈবচ। সুচারু চম্পাকানাঞ্চ নাগেশ্বানাংমনোহরৈঃ মল্লিকানাং মালতিনাং

মাধুরীনাং সুগন্ধিনাং ।। কদম্বানাঞ্চ মালানাং কদম্বৈশ্চ বিরাজিতং। সংস্রদলপদ্মানাংমালা পদ্মৈ বিভূষিতং ।। শ্বেতচামর কোটীভি বজ্রমুষ্টি বিরাজিতং। পারিজাত প্রসুনানাং কোটী কল্প বিরাজিতং রত্নশয্যা কোটীভিশ্চ নিজবস্ত্র পরিচ্ছদৈঃ। পুষ্পোপধান যুক্তাভিঃ শৃঙ্গাভি রক্ষিতং ।। অস্যভাষা।

দীর্ঘ ত্রিপদী। অপূর্ব্ব রথের শোভা, কোটী সূর্য্য সম প্রভা, শ্রেষ্ঠ রত্নসারে বিনির্ম্মাণ। কি কব রথের কথা, যতরথ আছে যথা, এ রথের না হয় সমান ।। লক্ষচন্দ্র আছে যোড়া রথেতে নাহিক ঘোড়া, বায়ু ভরে করয়ে গমন।মনোহর দীপ্ত অতি,চলেন মনের গতি, ঘোড়া তার আপনি পবন। কোটী২ পতাকায়, রথধ্বজ শোভা পায়, কোটী ঘণ্টা বাজে একেবারে ।। মণিহারে বিভূষিত, কোটী স্তম্ভ সুশোভিত, রথের উপরে চারিধারে।। মধ্যেতে অপূর্ব্বস্থান, রত্নসারে সুনির্ম্মাণ সুরভি মন্দির লক্ষ তায়। রত্নের দর্পণ কত, লক্ষ লক্ষ শতং, সমন্বিত কিবা শোভা পায় ।। তার মধ্যে দ্রব্য কত, গৃহ ব্যবহার মত, খাদ্য দ্রব্য কত পরিপাটি। পারিজাত পুষ্প তায়, কোটি শয্যা শোভা পায়, রত্নশয্যা শোভে কোটি২। কোটী কোটী পরিমিত, বজ্রমুষ্টি সমন্বিত, শ্বেত চামরেতে শোভা করে। নানাবিধ পুষ্প মালে, বিভূষিত যে স্থলে২, কি সুন্দর রথের উপরে ।। করবীর কেয়াপাতি, মল্লিকা মালতি জাতি, মাধবী কদম্ব চাঁপাফুল। নাগেশ্বর আদি করি, পুষ্পমালা সারি২, সুগন্ধেতে করে সমাকুল ।। কোটী পারিজাত মালে, উজ্জল করেছে ভালে, পদ্মশয্যা পদ্ম ফুলমালা। কত কব তার শোভা, ব্রহ্মাদির মনোলোভা, কিসুন্দর হয়েছে উজ্জ্বলা। এ রথের রক্ষকারি, ষোড়শ বর্ষিয়া নারী, সারি সারি আছে অগণন। শ্রীদুর্গা প্রসাদবাণী, হেন রথে রাধা রাণী, উঠিলেন রোষযুক্ত মন ।।

শ্রীরাধিকার বিরজা ভবনে গমন ও বিরজার নদীরূপ হওন।

শ্লোকঃ। এবম্ভুতাদ্রথা তুর্ণ মবরুহ্য হরিপ্রিয়া। জগাম সহসা দেবী তৎরত্ন মণ্ডপং মুনে। দ্বারে নিযুক্তং দদর্শদার-

শালং মনোহরং। লক্ষগোপ পরিবৃতংপ্রেমানন সরোরুহং। গোপং শ্রীদাম নামানং শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় কিঙ্করং তমুবাচরুষা দেবী রক্ত পঙ্কজলোচনাং॥দূর গচ্ছ গচ্ছ দূরং রতি লম্পট কিঙ্কর কদুশী মৎ পরাকান্তা ব্রহ্ম্যাস্মিৎ প্রভো॥শ্রীহরি রাধিকা বচনংশ্রুত্বা নিঃশঙ্কঃপুরস্থিতঃ। তামেবন দদৌগন্তুং বেত্রপাণী মহাবলং॥ তুনঞ্চরাধিকালশ্চ শ্রীদামানাং সকিঙ্করং। বলেন প্রেষশামাংশ্চ কোপেন স্ফুরিয়া ধারা॥ শ্রুত্বা কোলাহলং শব্দং গোপিকানাংহরিশয়নং। জ্ঞাত্বয়চকুপিতাংরাধামন্তর্দ্ধান চকারহ॥ বিরজা রাধিকা শব্দা মন্তর্দ্ধানং হরেবপি। দৃষ্টা রাধাং ভয়ার্ত্তাসা জহৌ প্রশাংশ্চযোগতঃ। দসাস্তত্র সরিদ্রূপং তচ্ছবীবং বভুবহং॥ব্যাপ্তঞ্চবর্ত্ত লকারং তরা গোলোক মেবচ কেটি যোজন বিস্তীর্ণং প্রস্থেতি হিস্কমেবচ॥

অস্যভাষা।

পয়ার। হেন রথে হরিপ্রিয়া করি আরোহণ। চক্ষুর নিমিষে গেল বিরজা ভবন॥ দ্বারেতে যাইতে তথা দেখে দ্বাপরাল। লক্ষ গোপ পরিবৃত শ্রীদাম রাখাল॥ হাস যুক্ত মুখে তার সরোরুহ সম। কৃষ্ণের কিঙ্কর সেই অতিপ্রিয়তম তাহারে দেখিয়া দেবী আরক্ত লোচন। ক্রোধিত কম্পিতা হয়ে কহেন বচন॥ শুন শুন ওরে রতি লম্পট কিঙ্কর। দূর হও দূর হও ছাড় দ্বার বর॥ তোমার প্রভুর আছে মদন্যা কামিনী। দেখিব তাহারে আমি কি রূপ সে ধনী॥ রাধি-কার বাক্য শুনি দ্বার না ছাড়িল। বেত্র হস্তে মহাবলী অগ্রে দাঁড়াইল॥রাধিকারে প্রবেশিতে নাহি দেয় পুরে। নিঃশঙ্কে শ্রীদাম রহে দ্বার রুদ্ধ করে॥ তাহা দেখি রাধিকার যত সখীগণ। ক্রোধে কম্পমান তনু ঘুর্ণিত লোচন॥ একত্রে অসংখ্যা সখী কোপেতে ধাইয়া। লক্ষ গোপ সহ ফেলে শ্রীদামে ঠেলিয়া। বলেতে শ্রীদামে ঠেলি চলে সর্ব্বজন। মহা কোলাহল শব্দ হৈল সেইক্ষণ। অন্তঃপুরে থাকি শব্দ শুনি নারায়ণ। অন্তর্য্যামি ভগবান জানিল কারণ॥ আইলা শ্রীমতী সতী সখী সঙ্গে করি। লজ্জা হেতু অন্তর্দ্ধান হইলেন

হরি ॥ তবেত সভয় চিত্ত বিরজা সুরন্দী। মনে মনে ভাবে ধনী উপায় কি করি ॥ অন্তর্দ্ধান হইলেন আপনি শ্রীপতি। নিকটে আইলা রাধা অতিকোপবতী ।রাধিকার সঙ্গে আমি বলে না পারিব। এখনি তাহার কাছে অপমান হইব ।এতেক ভাবিয়া ধনী ভয়েতে অস্থির। যোগেতে ছাড়িল প্রাণ গলিল শরীর ॥ দ্রব হয়ে অঙ্গ তার প্লাবিত হইল। মহানদী রূপে দেবী গোলক বেড়িল ॥ বলয়া আকারে করে গোলোকে বেষ্টন। এক কোটি যোজন প্রস্থেতে নিরূপণ ॥ নিম্নেতে গভীর তার সমান নির্ণয়। বিরজার নদীরূপ দ্বিজবর কয় ॥

অথ শ্রীমতীর বিরজার গৃহ হইতে নিজালয়ে গমন।

শ্লোকঃ। রাধা রতি গৃহং গত্বা ন দদর্শ হরাং মুনে। বিরজাশ্চ সরিদ্রূপং দৃষ্ট্বাং গেহং জগামসা ॥শ্রীকৃষ্ণ বিরজা দৃষ্টা সরিদ্রূপাং প্রিয়াংসতী। উচ্চৈ রুরোদ বিরজাতীরে মনো হরে ॥ সমান্তিকংরমাগচ্ছ প্রেয়সীনাং পরেবরে। পুরাতনঃ শীররস্তে সরিদ্রূপ যভুত সতী ॥ ত্বদাদুঃখেয়া চাগচ্ছাবিহায় সুতনাংতনুং। আজগামহবেবগ্রংসাক্ষাৎ স্ত্রীধেবসুন্দরী॥ তাঞ্চ রূপবতী দৃষ্টা প্রেমাংকং জগৎপতিঃ। চকালিঙ্গনং তন্তুং চুচুম্বচমুহুর্মুহুঃ ॥ কান্তে ন তৃংতবস্থ ন মার্গনিষ্যামি নিশ্চিতং। তথা রাধা তৎসমাত্বং ভাব ভবিশ্যামি প্রিয়াংমম। ইত্যুক্তবস্তং শ্রীকৃষ্ণ বসন্তং বিরজান্তিকে। দৃষ্টা রাধা রায়স্যাশ্চ কথারাম সুরেশ্বরী ॥

অস্যভাষা।

পয়ার। বিরজার রতি গৃহে প্রবেশি কিশোরী। দেখেন তথায় নাহি প্রাণকান্ত হরি ॥ বিরজা নাহিক তথা দেখিলেন সতী। সম্মুখে বিষম আছে নদী বেগবতী ॥ তাহা দেখি কমলিনী মনে বিচারিল। মম ভয়ে নদীরূপা বিরজা হইল ॥ লজ্জা হেতু নারায়ণ হৈল অন্তর্দ্ধান। এত ভাবি তথা হৈতে করিলা প্রস্থান ॥ সখীসহ হরিপ্রিয়া নিজালয়ে গেল। অপরে শুনহ তথা যে রূপ হইল ॥ বিরজার নদীরূপা দেখিয়া তখন মনেতে পাইল ব্যথা কমললোচন ॥ বিরজা নদীর তীরে আসি ত্বরা করি। প্রেম ভাবে সমাকুল হইয়া শ্রীহরি ॥ দুই

চক্ষে ঝরে জল করেন রোদন। উচ্চৈঃস্বরে বিরজারে ডাকেন তখন ॥ কোথা হে বিরজা মম প্রাণের প্রেয়সী। জল হৈতে উঠি শীঘ্র দেখা দেহ আসি ॥ পুরাতন তনু তব হইয়াছে বারি। ধরিয়া নূতন তনু আইস হে সুন্দরী ॥ শ্রীহরির বাক্য শুনি বিরজা সুন্দরী। জল হৈতে উঠিলেন দিব্য দেহ ধরি ॥ রাধা সমা রূপবতী হইয়া তখন। নাথের নিকটে আসি দিল দরশন ॥ নিজনারী বিরজারে দেখি রূপবতী। প্রেমভাবে তুষিলেন গোলোকের পতি ॥ চুম্ব আলিঙ্গন দান মুহুর্মুহু করি। তুষ্ট হয়ে বিরজারে বলেন শ্রীহরি ॥ শুন প্রিয়ে সত্য সত্য বলি হে তোমায়। নিত্য নিত্য তব স্থানে আসিব হেথায় ॥ রাধার সমান তুমি প্রেয়সী আমার। ইহার অন্যথা কিছু নাহি ভাব আর ॥ এত বলি কোলে লয়ে বিরজা সুন্দরী। বিরজার তীরে সুখে বসিলেন হরি ॥ তাহা দেখি রাধিকার প্রিয়সখী যত। পুনরপি রাধিকারে করাইল জ্ঞাত ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে। দৃঢ় ভক্তি দেহ প্রভু শিশুর মননে ॥

অথ রাধিকার নিকটে গোলোকনাথের আগমন ও শ্রীরাধিকার মান।

শ্লোকঃ। শ্রুত্বারুরোধ সা দেবী সুস্বাপ ক্রোধ মন্দিরে। অন্তবক্রং সম্মিতঞ্চ বিষকুম্ভ পয়োমুখং। মদাশ্রয়ং সমাগন্তুং সুষং দাস্যোনদাস্যর্থ ॥ এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো জগাম রাধিকান্তিকং। প্রতস্থৌ রাধিকা দ্বারে শ্রীদামসহ নারদ ॥ রাজেশ্বরী হরিং দৃষ্টা রুষ্টোবাচ প্রিয়ংপুরঃ। বিরজা প্রেয়সী কান্তা গচ্ছ তাং ভব হ ॥ দেহং ত্যক্তা মম ভয়াত্তথাপিয়া সিতাং প্রতি হে নদীকান্ত দেবেশ নদীং সংভোক্ত মিচ্ছসি ॥ তত্তীরে মন্দিরং কৃত্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠ তয়াসহ। নদী বভুব সাম্বঞ্চ নদো ভাব তু মর্হয়। নদস্যানাদ্যসার্দ্ধঞ্চ সঙ্গমো গুণবানভবেৎ। সজাত পরমা প্রীতিঃশয়নেভোজনেসুখাৎ ॥ ইত্যুক্তা রাধিকা দেবী বিররাম রুষান্বিত। নোত্তুস্থা ভূমিশযানাৎ গোপিকা সমন্বিতা ॥

পয়ার। সখী মুখে কমলিনী শুনিয়া বচন। ক্রোধ ভরে ক্রোধাগারে করিলা শয়ন ॥ সখীগণে ডাকি বলে কান্দিয়া

কান্দিতে। না দিবা আমার ঘরে শ্রীকৃষ্ণে আসিতে।।বিষকুম্ভ ভাব হেন মুখে দুগ্ধ রয়। অন্তরে বক্রতা তার মুখে হাস্য নয়।। এইরূপে কহে রাধা অধীর সহিত। হেনকালে রাধা কান্ত আসি উপনীত।। শ্রীদামে সংহতি লয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন। রাধিকার দ্বারে আসি দিলা দরশন। রাধিকা আপন কান্ত দেখিয়া সম্মুখে। রুষ্টবাণী কমলিনী কহে মনে দুঃখে।। প্যারী কন ওহে নাথ নিবেদন করি। তোমার প্রেয়সী ভার্য্যা বিরজা সুন্দরী। মম ভয়ে নদী রূপা হইল সে ধনী। তথাপি তাহার কাছে যাও গুণমণি।। ওহে নদীকান্ত তুমি দেবের ঈশ্বর। নদীর সম্ভোগ ইচ্ছা কর নিরন্তর।। এক্ষণে সে নদী তীরে মন্দির করিয়া। থাক থাক তথা সেই নদীকে লইয়া নদী যদি হৈল তব প্রিয়তমা নারী।উচিত হইতে নদ তোমার মুরারি।। নদীসহ নদের সঙ্গম সমুচিত। শয়নে ভোজনে সুখ স্বজাতি সহিত।। এতবলি ততক্ষণে নিরব হইল। ক্রোধে কমলিনী ভুমিশয্যা না ত্যজিল।। লক্ষ গোপী নিকটেতে আছিল তখন। আজ্ঞা অনুবর্ত্ত হয়ে রহে সর্ব্বজন।। যে ভাবেতে গোপীগণ আছয়ে তথায়। শুন সবে এক ভাবে দ্বিজ বর কয়।। রাধিকার সদা দ্রব্য হস্তেতে করিয়া। চারিদিকে ঘেরি সবে রহে দাণ্ডাইয়া।। আজ্ঞামাত্র আনিয়া যোগায় ততক্ষণ। আজ্ঞা বিনা কারু মুখে না সরে বচন।।

অথ শ্রীমতীর সেবাধিকারী গোপীদিগের বর্ণন।

শ্লোকঃ। কাশ্চিচ্চামরহস্তাশ্চ কাশ্চিত্ত্র সুক্ষ্মাংশ্চ রাধিকা কাশ্চিত্তাম্বূল হস্তাশ্চ কাশ্চিকালা বলী করাঃ। বাসিতোদ করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পদ্মা বলী করা। কাশ্চিৎ সিন্দুর হস্তাশ্চ মণি হস্তাশ্চ কাশ্চন।। রত্নালঙ্কার হস্তাশ্চ কাশ্চন প্রমদোত্তমা। বেণুবীণা করাঃ কাশ্চিৎ কশ্চাদযন্ত্র করঃ পরা সঙ্গীত নিপুণঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নর্ত্তন তৎপরা। ক্রীড়াবস্তু করাঃ কাশ্চিমধুহস্তাশ্চ কশ্চিন।। সুধাপত্র করাঃ কাশ্চিদ্দ্বিজ পিঠকরাঃ পরা। বেশবস্ত্র করা কাশ্চিৎ কাশ্চচ্চরণ সেবকা পুষ্পাঞ্জলি করাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎস্তুতি পরা বরা। এবংরূপ বিধাং সখিরাধিকা পুরতো মুনে। বহির্দ্দেশস্থিতা কাশ্চিৎ

কোটি পাদুপুঃ সদা। কাশ্চদ্দার নিযুক্তাশ্চ বয়স বেশ-রাধিকা ।।

অন্য ভাষা ।

পয়ার । কোন গোপী আছে করে ধরিয়া চামর। কারু করে সুক্ষ্ম বস্ত্র অতি শোভাকর ।। ঝারি ভরা সুবাসিত বারী কার করে। প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প কারু হস্তপরে । কেহবা তাম্বুল হস্তে আছে দাঁড়াইয়া। অপূর্ব্ব পুষ্পের মালা কেহ বা লইয়া।। সুন্দর সিন্দুর হস্তে আছে কোন জন। কারুহ হস্তে মণি মাণিক্যরতন ।। কেহ কেহ ধরিয়াছে রত্ন অলঙ্কার কখন কি বাঞ্ছা হয় শ্রীমতী রাধার ।। বীণা বাঁশী কারু করে যন্ত্র সুবাজনী। সঙ্গীতে নিপুণা কেহ কেহ বা নাচনী ।। আজ্ঞা হৈলে পরে নিত্য গীত বাদ্য করে। এ হেতু সম্মুখে তারা আছে যোড় করে । খেলনীয় বস্তু লয়ে আছে কোন জন । কি খেলিতে মনে ইচ্ছা হয় বা কখন ।। মধুহস্তে করি তথা কেহ কেহ আছে। সুধাপূর্ণ পাত্র লয়ে কেহ রহিয়াছে নানাবিধ বেশ বস্ত্র কেহবা লইয়া। কেহ আছে পাদপীঠে হাতেতে করিয়া ।। কেহবা দাঁড়ায়ে আছে পদ সেবা আশে। কেহ কেহ স্তোত্র পাঠ করে চারি পাশে।। এইরূপে লক্ষ গোপী রহিয়াছে কাছে। ইহা ভিন্ন অন্য কত দিকে আছে বহির্দ্বারে কোটী কোটি আছে গোপনারী। শ্রীমতীর পুরের হইয়া রক্ষাকারী। ষোড়শবর্ষীয় গোপী সবে মনোরমা। মনোহর বেশধারী নাহিক উপমা।। দ্বিজ কহে সামান্য ভেবনা গোপীগণে। সৃষ্টিকালে রাধা অঙ্গে জন্মে সর্ব্বজনে ।।

অথ শ্রীরাধার পুরে প্রবেশিতে শ্রীকৃষ্ণকে বারণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্থানান্তরে গমন ।

শ্লোকঃ। কৃষ্ণমভ্যন্তরং গন্তুং নদদ্দ্বার সংস্থিতং। পুরস্থিতং স্বং প্রাণেশঃ রাধা পুনরুবাচমা ।। হে কৃষ্ণ বিরজাকান্তং গচ্ছ মৎপুর তাহার। হে সুশীলে শশিকলে হে পদ্মবতী মাধবী। নিবার্য্যতাঞ্চ ধূর্ত্তোর মস্যাত্র কিং প্রয়োজনং। রাধিকা বচনং শ্রুত্বা তমুচু গোপীকা হরি।। হিতং তথ্যঞ্চ

বিনয়ং সারং যৎ সতয়োচিতং। কাশ্চিৎ দুর্চরিত্তি হরে গচ্ছ স্থানান্তরং ক্ষণং॥ রাধা কোপানয়নে গমিষ্যা ময়া বরং। কাশ্চিচ্চুরিতি পীত্যাক্ষণং গচ্ছ গৃহান্তরং। ত্বয়ৈব বর্দ্ধিতা তং বিনায়ঞ্চ বক্ষ্যতি॥ কাশ্চিচ্চুরিতি প্রেম্না রাধিকায়া হরিং মুনে॥ ক্ষণং বৃন্দাবনং গচ্ছ মানশনয়না বিধি। কাশ্চিদিত্তু চুণাণঞ্চ পরিহাস পরং বচ॥ মানাপনারনং ভক্ত্যা মানিন্যাঃ কুরু কামুকঃ। কাশ্চিৎ মে চুরিতি হরিং সম্মুভং পুরতঃ স্থিতা গত্বাপি মূর্থপ্য পানাপরং কুরু॥ কাশ্চিন্নির্বিঘ্না মন্তুমাধবঃ প্রমাদোত্তঃ। স্মিতবক্তুঞ্চ সর্ব্বেশঃ স্বচ্ছন্দক্রোধমীশ্বরঃ॥

অস্য ভাষা।

দীর্ঘত্রিপদী। এই রূপেতে গোপীগণ, যথা ছিল যতজন, রাধা বাক্য করিতে পালন। যাইতে রাধার ঘর, মানা কৈল নটবরে, শুনি কৃষ্ণ রহিলা তখন॥ দ্বারে রহে প্রাণপতি, তাহা দেখি রাধাসতী, পুনরপি বলেন বচন। হেকৃষ্ণ বিরজাকান্ত, আমার আঁখির অন্ত, দাঁড়াইও না করহ গমন ওহে সখি শশীকলে, পদ্মাবতী হে সুশীলে মাধবি গো প্রিয় সহচরি। নিবারহ এ ধূর্ত্তেরে, কি কার্য্য আমার ঘরে; আমি নহি বিরজাসুন্দরি॥ এত যদি রাধা কয়, তবেত সে সখি চয়, কৃষ্ণে কহে করিয়া বিনয়। হিত কথা নিতি সার, সময় উচিত আর, যাহাতে ক্রোধের সাম্য হয়॥ কেহ বলে ওহে হরি, ক্ষণেক উপেক্ষা করি, স্থানান্তরে করহ গমন। ঘুচিবে রাধার মান, আমি গিয়া এব স্থান, ডাকিয়া আনিব ততক্ষণ কেহ বলে প্রীতি করি, ক্ষণকাল যাহ হরি, গৃহান্তরে তুমিহে এখন। তোমার বাধিতা প্যারি, তোমা বিনে হে মুরারী, কারে আর বলিবে বচন। প্রেমে কহে কোন জন, ক্ষণ যাহ বৃন্দাবন, মানান্ত অবধি নটবর। কেহ পরিহাসে কয়, শুন হে কামুক রায়, ভক্তিভাবে মান ভঙ্গ কর॥ কেহ বা সম্মুখে আসি, কহে ঘন হাসি২, মানিনীর নিকটেতে যাও অধিক কি কব আমি, যে ভাবেতে পার তুমি, মান ভঙ্গ করিয়া উঠাও। হেনকালে আসি পুনঃ, প্রিয়তমা সখি কোন

মাধবের করে নিবারণ। সহজে জগতপতি, সদানন্দ সচ্চিৎ-মূর্তি, ক্রোধ হীন সহাস্য বদন॥ শুনিয়া সখির বাণি, সেই ক্ষণে চক্রপাণি, গৃহান্তরে করেন গমন। দ্বিজবর কহে পুনঃ, ওদন্তে সকলে শুন, শ্রীদামে লইয়া বিবরণ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের গৃহান্তরে গমনে শ্রীদামের ক্রোধ ও

শ্রীদামের প্রতি শ্রীমতীর অভিশাপ।

শ্লোকঃ। গোপীভির্ব্বা যা মেচ জগত বারণ কারণে। সদ্যশ্চ কোপ শ্রীদামা হরৌ গেহান্তরং গতে॥ কোপশ্চবাচ শ্রীদামা রাধিকাং পরমেশ্বরীং। রক্তপদ্মে ক্ষণ রুন্টং রক্ত-পঙ্কজ লোচন॥ কথং বদসি মাতস্তং কটুবাক্যং মদীশ্বরং। আত্মারামং পূর্ণকামং করোসি ত্বং বিড়ম্বনং॥ দোষাণং প্রবরাতক্ষ নিরোধঃকস্যসেবয়। কস্য পাদার্চ্চিমানৈব সর্ব্বেষা মীশ্বরপরাং॥ জগদীশাঙ্গ কৃষ্ণমূর্ত্তিং শক্তশ্চ তদ্বিধাং। কোটিশঃ কোটিশো দেবীস্তং নাজাসি নির্গুণং॥ বৈকুণ্ঠে শ্রীহরেরস্য চরণাম্বুজ মার্জ্জন। করোতি কেশৈঃ শশ্বঃশ্রীসে-বনং ভক্তিপূর্ব্বকং॥ সম্যশভীচ স্তবনৈঃ কর্ণপিযুষ সুন্দরৈঃ। সন্ততং স্তৌতিযং॥ ভক্তান জানাসি তমীশ্বরং। ক্ষিপ্রবেগ পরিত্যজ্য ভজস্বজং হরে। শ্রীসাধ্যো বচনং শ্রুত্বা কেবলং কটু সুলনং॥ সদাশ্চকোপস্য ব্রহ্মন্‌ থারুস মনাসহ। রাসে-শ্বরী বহির্গতো তমুবাচহ নিষ্ঠুরত। স্ফুরদোষ্ঠি মুক্তোকেশী রক্তোত্ফুল্ল লোচন॥ রাধোবাচরে রোজন্মনা মূঢ় শৃণু লম্পট কিঙ্কর॥ ত্বঞ্চ জানাসি সন্নাথ ন জানামি ত্বদীশ্বরং ত্বদীশ্বরোহ্বর শ্রীকৃষ্ণো নহ্যস্মাকং ব্রজাধম॥ জানাসি জনকং স্তৌসি সদা নিন্দসি মাতৃকং। যথাসুরাশ্চ ত্রিদশ-স্নিত্যং নিদন্তি সন্ততং। তথা নিন্দসি মাং মূঢ় তথা ত্বয়-সুরোভব॥ গোপংব্রজা সুরীংযোনিং গোলোকচ্চ বহির্ভব ময়াদত্ত শাপাম্মুঢ়স্তং কস্তাংরক্ষিতুমীশ্বরঃ॥ রাসেশ্বরী তমি-ত্যুক্তা মুঞ্চাপ বিবরাসচ। বরস্যাঃ সেবয়া মাশ্চাম্বুবৈরস্তু-সুষ্টি ভিঃ॥

অস্য ভাষা।

পয়ার। বারিত হইয়া কৃষ্ণ গোপীর বারণে। গৃহান্তরে গমন করেন ততক্ষণ ॥ কৃষ্ণের গমনে তবে শ্রীদাম রুষিল শ্রীমতীর প্রতি কিছু কহিতে লাগিল ॥ ক্রোধেতে কিশোরী হৈল আরক্তলোচনী। শ্রীদাম আরক্তচক্ষে ক্রোধেকহেবাণী কেনগো জননী তুমি আমার ঈশ্বরে। কটু বাক্য কহ কিছু না ভাবে অন্তরে ॥ আত্মারাম পূর্ণকাম যেই ভগবান। বিড়ম্বনা কর তুমি এ কোন বিধান॥ জাননা কাহারপাদপদ্মপূজা করি। হইয়াছে আপনি গো ত্রিদশ ঈশরী ॥ দেবীতে প্রবরা তুমি পূজা করি কার। না জানিয়া নিজমনে কর অহঙ্কার ॥ অবলীলাক্রমে কৃষ্ণ চাহি ভ্রুভঙ্গেতে। তব সমা কোটী কোটী পারেন সৃজিতে ॥ বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণুরূপ প্রভু যে আপনি। কমলা করয়ে সেবা দিবসরজনী॥ভক্তিভাবে সেবো দেবীহরে এক মন। কেশেতেমার্জ্জনা করে যুগল চরণ। কর্ণ পীযুষের স্তবে দেবী সরস্বতী। ভক্তি করি যেই জনে সদা করে স্তুতি এ হেন প্রভুরেতুমি কহ কটুত্তর।জাননা যে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার ঈশ্বর। রোষ ত্যজি শীঘ্র উঠ শুনহ বচন। ভক্তিভাবে ভজ গিয়া শ্রীহরি চরণ ॥ শ্রীদামের এরূপ শুনিয়া কটুবাণী। শুনিয়া ক্রোধিতা হৈল রাধা ঠাকুরাণী॥বাহিরে আইলা দেবী ক্রোধেতে অমনি। স্ফুরদোষ্ঠি মুক্তকেশা আরক্ত লোচনী। শ্রীদামেরেকহে দেবী নিষ্ঠুর উত্তর।ওরে জাল্ম মহামূঢ়লম্পট কিঙ্কর॥ তুমি কি কেবল জান তোমার ঈশ্বরে। আমি কিছু নাহি জানি ভেবেছ অন্তরে॥ তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণ আমাদের নয়। এইকি আপন মনে জেনেছ নিশ্চয়॥ ওরে ব্রজাধম তুমি জ্ঞান হীন অতি। জননী নিন্দিয়া কর জনকের স্তুতি॥ অসুরেরা নিন্দা যেন করে দেবতারে। সেইমত নিন্দা তুমি করহ আমারে॥ আসুরী স্বভাব তোর ওরে মূঢ়মতি। অসুর হইয়া গিয়া জন্ম বসুমতী॥গোলোক হইতে তুমি করহ গমন আমি তোরে অভিশাপ দিলাম এখন॥ কে তোরে রাখিতে পারে ওরে দুরাশয়। অব্যর্থ আমার বাক্য জানিহ নিশ্চয়। এতবলি রাসেশ্বরী গৃহে প্রবেশিলা। মৌনভাবে পুনরপি

শয়ন করিলা ॥ নিকটেতে আছিল যতেক সখীগণ। কেহ কেহ করে তারা চামর ব্যজন ॥

অথ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীদামের অভিশাপ।

শ্লোকঃ। শ্রুত্বাচ বচনং তস্যা কোপেন স্ফুরিতাধরঃ সশাপতাঞ্চ শ্রীদামা ব্রজযোনিং ব্রজষ্যসি। মনুষ্যাইব কোপস্তে তস্মত্বং মানুষীভুবিঃ ॥ ভবিষ্যসিন সন্দেহ ময়া শপ্ত ত্বমম্বিকে ॥ সুচারায়ণ পত্নিং ত্বং বক্ষ্যন্তি জগতি তলে। রায়ণঃশ্রীহরের শোবৈশ্যা বৃন্দাবনেবনেঃ ॥ গোকুলে প্রাপ্য ত্বং কৃষ্ণ বিহৃত্যবর কাননে। ভবিতাতে বর্ষশতং বিচ্ছেদো হরিনা সহ ॥ পুনঃ প্রাপ্য তমীশঞ্চ গোলোকো মাগমিষ্যসি ভামি ত্যক্তাচয়াত্বাচ সজগমেহরেঃপুরঃ ॥গত্বানমাম শ্রীকৃষ্ণ শাপাখ্যানমুবাচ্চ। আনুপূর্ব্বাত্তু তৎসর্ব্বং কারাদচ ভূশং ব্রজ ॥ উবাচ ত্বং রুদন্তঞ্চ গচ্ছত্বং ধরণীতলং। নক্তে হ্যাতে ত্রিভুবনো হ্যসুরেন্দ্রা ভবিষ্যসি ॥ কালে শঙ্কর শুলেন দেহং ত্যক্তাসমান্তিকং। আগমিষ্যসিপঞ্চাশৎ যুগান্তে মমাশিষা শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃশ্রুত্বাতমুবাচ। মদান্বিতা ভক্তিরহিতং মঞ্চ কদাচিন্ন করষ্যসি ॥ ইত্যুক্তা শ্রীহরিং নত্বা জগামস শ্রমভুহি। এব শঙ্খচুড়শ্চ বভুব তুলসী পতিঃ ॥

অস্যভাষা।

পয়ার। শুনিয়া রাধার বাণী শ্রীদাম কুপিল। ক্রোধভরে ওষ্ঠ ধর কাঁপিতে লাগিল ॥ মহাক্রোধে শ্রীমতীরে অভিশাপ করে। ব্রজযোনী প্রাপ্ত তুমি হবে ব্রজপুরে ॥ মানুসী সমান কোপ তোমার দেহেতে। মানুষী হইবে তুমি আমার শাপেতে ॥ একথায় কদাচিত নাহিক সংশয়।অবশ্য অম্বিকে হবে মানুষী নিশ্চয় ॥ সুচর্মতি বৈশ্য জাতি আয়ান নামেতে শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত হইবে ব্রজেতে ॥ ভুপ রূপে খ্যাত সেই হবে বৃন্দাবনে। তোমাকে আয়ান পত্নী বলিবে ভুবনে ॥ আয়ানের রাণী রূপে সেস্থানে রহিবে। পুনরপি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ পাইবে ॥ কত দিনে কৃষ্ণ সঙ্গে করিবে বিহার। তদন্তরে বিচ্ছেদ ঘটিবে আরবার ॥ শত বর্ষাবধি কৃষ্ণ বিচ্ছেদে রহিয়া। গোলোকে আসিবে পুনঃ শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া ॥এতবলি

প্রণমিয়া রাধার চরণে। কৃষ্ণের নিকটে গেলা বিষাদিতমনে শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ পদে প্রণাম করিয়া। যত সমাচার কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ পূর্ব্বাপর শাপাশাপি সকল কহিল। রাধিকার সহ তার যে রূপ হইল ॥ কহিয়া সকল কথা করয়ে রোদন। দুই চক্ষে হয় ঘন বারি বরিষণ ॥ শ্রীদামের রোদন দেখিয়া নারায়ণ। আশ্বাসিয়া কন তারে মধুর বচন ॥ খেদ নাহি কর যাহ ধরণী উপর। অসুরের রাজা হয়ে জন্মিবে সত্বর ॥ ত্রিভুবনে না পারিবে জিনিতে তোমারে। অজয় হইয়া সুখ ভুঞ্জিবে সংসারে ॥ পঞ্চশত যুগাতিতে উদয় কালের। ত্যজিবে সে দেহ তব শূলেতে শিবের ॥ আসিবে আমার কাছে আশীষে আমার যাহ তুমি ভূমণ্ডলে ভয় নাহি আর ॥ কৃষ্ণের মুখেতে শুনি এতেক বচন। কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥ আসুরীক দেহে আমি রব বহুদিন। না করিও মোরে প্রভু তব ভক্তিহীন ॥ এত বলি কৃষ্ণপদে করিয়া প্রণাম। আশ্রমের বাহিরেতে গেলেন শ্রীদাম ॥ সেই সে অসুরবর শ্রীদাম সুমতি। শঙ্খচুড় নামে যেই তুলসীর পতি ॥ দ্বিজ কহে কৃষ্ণচন্দ্র করুণাসাগর। ভক্তগণ রক্ষা হেতু সদত কাতর ॥

অথ শ্রীদামের শাপে ভীতা হইয়া শ্রীমতির শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতার।

শ্লোকঃ। গত্বে শ্রীমাশ্মিসাদেবী জগামেশ্বরসন্নিধিং ভীত শ্রীদামশাপাৎসা শ্রীকৃষ্ণংসমুবাচহ ॥ ত্বয়াবিনা কথমহং ধরিষ্যামিস্বজীবিতং। ক্ষণে নমে যুগশতংকালোনাথ ত্বয়া বিনা শোকতবঞ্চিতাং কৃষ্ণো বোধয়ামাস প্রেয়সীং। ত্বয়াসার্দ্ধং গমিষ্যামি রাধেহং ধরণীতলং ॥ রাধা জগাম ধরণীং নরাহে হরিণা সহ। বৃষভানু গৃহে জন্মলভতেগোকুলেমুনে। অতো-হেতো জগন্নাথ আজগামমহীতলং। বিজহারতয়াসার্দ্ধং গোপ বেশী বিধায়সঃ ॥ ব্রাহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ আজগাম মহীতলং ভারাবতারণং কৃত্বা জগাম স্বালয়ং বিভুঃ।

অষ্টভাগ্যা ।

পয়ার । শ্রীদামের গমনেতে শ্রীমতী তখন । বিষম শাপের হেতু বিষাদিত মন ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী উঠিয়া সত্বর । শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যান সভয় অন্তর ॥ ক্রমেতে শাপের কথা সকল কহিয়া । রোদন করেন দেবী শোকেতে মোহিয়া ॥ কাতরে কহেন রাধা কৃষ্ণের চরণে । মানুষী হইয়া যদি জন্মিব ভুবনে ॥ তোমা বিনা কি রূপেতেতে ধরিব পরাণ । ক্ষণেক বিচ্ছেদ নাথ যুগ শত জ্ঞান ॥ এত বলি কমলিনী করেন রোদন । শ্রীকৃষ্ণ কহেন তবে আশ্বাস বচন ॥ শোকাতুরা দেখি কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারে । মধুর বচনে প্রভু বুঝা'ন তাঁহারে ॥ বিচ্ছেদের ভয়ে প্রিয়ে না হও কাতর । তব সহ যাব আমি অবনী ভিতর ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি এতেক বচন । সানন্দিত হৈল তবে শ্রীমতীর মন ॥ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে রাধা সানন্দিত মনে । হইবেন অবতার আসি বৃন্দাবনে ॥ বৃষভানু ঘরেতে জন্মিলা কমলিনী । শ্রীদামের শাপ হেতু আয়ান গৃহিণী ॥ রাধা হেতু কৃষ্ণচন্দ্র হন অবতার । গোপ বেশে রাধাসহ করেন বিহার ॥ অধিকন্তু বিধাতার প্রার্থনা আছিল । ভারাবতারণ হেতু তাহাও হইল ॥ এ সকল কর্ম্ম ক্রমে সমাপণ করি পুনঃ গোলোকেতে যান গোলোকের হরি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী । ব্যাস কন মুনিগণ, কৃষ্ণচন্দ্র যে কারণ, অবতারে শুনিলে আখ্যান । বৃন্দাবন মাঝে হরি, পূর্ণ রূপে অবতরি, বেদ বিধি পুরাণে প্রমাণ ॥ তথাপি মানুষী লীলা, কত মতে প্রকাশিলা, কে করিতে পারে সে বর্ণন । শাস্ত্রে যা দেখিতে পাই, কিছু কিছু বলি তাই, পুরাণীয় কথা পুরাতন ॥ শুন শুন ঋষিগণ, পুনরপি ত্রিলোচন, নারদেরে কহেন যেরূপ । জনমিয়া বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণ দুই জনে, গোপনে বিহার অপরূপ । শ্রীদুর্গা প্রসাদ বাণী, রাধা কৃষ্ণ এক জানি, প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মময় । এই করি অভিলাষ, শিশুর পুরাও আশ, অন্তে দেহ পাদপদ্ম দ্বয় ॥

অথ বৃন্দাবনে শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিহার ও নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া ভাণ্ডীর বনে গো চারণ করেন ।

পয়ার । এক দিন বৃন্দাবনে নন্দ মহাশয় । কোলেতে লইয়া সুখে শ্রীকৃষ্ণ তনয় ॥ বৃন্দাবন উপবনে ভাণ্ডির কাননে গোধন চারণ করি আনন্দিত মনে ॥ তদন্তরে সরোবরে গিয়া মতিমান । করাইয়া গো বৎসেরে সুশীতল পান ॥ বালকেরে জলপান করাইল পরে । আপনি করিয়া পান স্বচ্ছন্দ অন্তরে ॥ বসিলেন বটমূলে বিশ্রাম কারণ । হেনকালে দেখ তথা আশ্চর্য্য ঘটন ॥ মায়াবী মানুষ কৃষ্ণ বসিয়া কোলেতে । পাতিলা বিষম মায়া দেখিতে২ ॥ আচম্বিতে আকাশেতে মেঘের উদয় ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত ঘোর শব্দ হয় ॥ দুর দুর করে মেঘ করয়ে গর্জ্জন । স্থূলাকার বারি ধারা হয় বরিষণ ॥ বৃক্ষগণ কম্পিত হইল মহাঝড়ে । বড় বড় বৃক্ষ শাখা ভগ্ন হয়ে পড়ে ॥ দেখিয়া নন্দের মনে বড় ভয় পায় । কি করিব কি হইবে ভাবেন উপায় ॥ নন্দ বলে এ সময়ে গোবৎস ত্যজিয়া । গৃহেতে যাইব আমি কেমন করিয়া ॥ গৃহে যদি নাহি যাই বালকে কি হইবে । উভয় শঙ্কট হৈল কেমনে ঘুচিবে ॥ এইরূপে নন্দ ঘোষ ভাবিয়া আকুল । কোন মতে কোন দিকে নাহি পান কূল । হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র মায়া বাড়াইল । নিজে ভয়েশ্বর হয়ে ভয়েতে ভাসিল ॥ দুইহাতে জড়ায়ে ধরি পিতার গলেতে মহাভয়ে নরহরি লাগিল কাঁপিতে ॥ তাহা দেখি নন্দঘোষ ভাবেন অপার । ব্যাস কহে তদন্তরে ভবার্থ প্রচার ॥ গোকুলেতে আছিলেন রাধা ঠাকুরাণী । অকস্মাৎ হৈল তাঁর আকুল পরাণী ॥ সর্ব্বঅন্তর্য্যামি রাধা জানিল কারণ । কৃষ্ণসহ মিলনের দিন শুভক্ষণ ॥ এতেক ভাবিয়া তবে পূর্ব্ব ভব স্মরি । গোলোকে যেরূপে ছিলা সেই রূপ ধরি ॥ যেস্থানে আছেন নন্দ কোলেতে শ্রীহরি । দ্বিজ কহে চলিলেন শ্রীমতী সুন্দরী ॥

অথ ভাণ্ডীর বনে শ্রীমতীর আগমন ।

পয়ার । তদন্তরে হরির নিকটে হরিপ্রিয়া । উত্তরিল ধীরে ধীরে সময় পাইয়া । নির্জ্জনে তাহারে হেরে নন্দ মহাশয় ।

আশ্চর্য্য জানিয়া হৈল পরম বিস্ময়।। শ্রীমতীর রূপে দশদিক আলো করে। শ্রী অঙ্গের তেজে কোটিচন্দ্র তেজ হরে। ঈশ্বরী জানিয়া তাঁরে শ্রীনন্দ তখন। ভক্তিভাবে প্রণমিয়া করে নিবেদন।। গর্গমুনি মুখে আমি জানিয়াছি স্থির। কমলা অধিক তুমি প্রিয়া শ্রীহরির।। এই যে বালক মম বিষ্ণু অবতার। পরম নির্গুণাচ্যুত অচিন্ত্য আকার।। জানিয়া সকল তত্ত্ব নাহি থাকে স্মৃত। আমি যে মানব বিষ্ণু মায়া বিমোহিত। এত বলি ব্রজরাজ করে বহু স্তুতি। শুনিয়া তাহার বাণী বলেন শ্রীমতী।। শুন শুন সাবধানে ওহে মহাশয়। দেখ যেন এই কথা প্রকাশ না হয়।। এরূপ অপরূপ এ ব্রজ মণ্ডলে। পাইলে দর্শন তুমি বহু পুণ্যফলে।। বিফল না হয় কভু দর্শন আমার। অতএব বর মাগ যে বাঞ্ছা তোমার।। রাধার বচন শুনি ব্রজপতি কয়। দয়া করি বর যদি দিবেগো নিশ্চয় অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন। তোমাদের উভয়ের পদে রহে মন।। উভয় চরণে ভক্তি দৃঢ় করি আশ। উভয়ের নিকটেতে দেহ মম বাস।। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বর নাহি চাই। শুনিয়া তথাস্তু বাণী বলিলেন রাই।। রাই বলে বর আমি দিলাম এক্ষণে। হইবে সবে দৃঢ় ভক্তি তোমার মননে পরেতে মানবী দেহ ত্যজিবে যখন। অনায়াসে গোলোকেতে করিবে গমন।। দ্বিজ কহে রাসেশ্বরী দয়া প্রকাশিয়া পুরাও শিশুর আশা অপাঙ্গে হেরিয়া।।

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণে লইয়া গমন ও রাসমঞ্চ দর্শন।

পয়ার। এই মত উক্তি করি নন্দেরে শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণকে আপন বক্ষে লইলেন সতী। ব্যাস কন তবার্থ শুনহ মুনিগণ। কৃষ্ণেরে লইয়া দেবী যে ভাবে তখন।। গোবৎস বালক লয়ে নন্দ মহামতী। ব্যস্ত চিত্ত অতিশয় দেখিয়া শ্রীমতী।। নন্দ লয়ে যশোদার নিকটেতে দিতে। নন্দ ক্রোড় হতে কৃষ্ণ লইয়া কোলেতে।। নন্দ আনন্দিত মনে দিয়া রাধা স্থানে। আপনি রহিল তথ গোধন চারণে। শ্রীমতী লইয়া কৃষ্ণে চলেন এখন। নন্দালয় অভিমুখে করেন গমন।। এই

রূপে কত দূরে যাইতে যাইতে । কামাবিষ্ট হৈল অঙ্গ কৃষ্ণ পরশিতে ।। বহুদিন পরে সতী নিজ পতি পাইয়ে৷ আলিঙ্গন করে ঘন বাহু প্রসারিয়ে ।।পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ চুম্ব আলিঙ্গনে গোলোকের রাসমঞ্চ হইল স্মরণে ।। স্মরণ করিয়া রাধা দেখে আচম্বিত । রত্নময় রাসমঞ্চ সম্মুখে উদিত ।। কি কব তাহার শোভা প্রভা সুপ্রবল । শত শত রত্ন কলসেতে সমুজ্জ্বল ।। নানাবিধ বিভূষিত বস্ত্রে বিভূষণ । উড়িছে পতাকা তাহে অতি সুশোভন ।। মণি মুক্তা মাণিক্যাদি মালা থরে থরে । রত্নময় দর্পণেতে কিবা দীপ্ত করে ।।সপ্তসোপান সুবিধান মঞ্চে বিরাজিত । কুঙ্কুম আকার মনিগণেতে মণ্ডিত মঞ্চের বাহিরে পুষ্পোদ্যান মনোহর । প্রস্ফুটিত পুষ্পপরে গুঞ্জরে ভ্রমর।।এ সকল দেখিয়া প্যারী হয়ে হরষিত । মঞ্চের ভিতরে গিয়া প্রবেশে ত্বরিত ।। তথায় আছয়ে খাদ্যদ্রব্য সমুদয় । নানাবিধ পরিপূর্ণ নানা স্থানে রয় ।। রত্ন কুম্ভে সুবাসিত সুনির্ম্মল জল । সুধামধুপূর্ণ রত্ন ভণ্ড সুশীতল । তাম্বুল প্রস্তুত আছে কর্পূর বাসিত । পরিপাটি বাটি২ সুগন্ধ পুর্ণিত ।। দেখিয়া রাধার মনে আনন্দ অপার । দ্বিজ কহে তদন্তে শুনহ সমাচার ।

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন রূপ দর্শন করেন ।

পয়ার । মঞ্চের ভিতরে প্যারী হেরেন তখন । পুষ্পশয্যাপরে স্থিত পুরুষ রতন ।। শয়নে আছেন সুখে সর্ব্ব সুখ লয় । কি কব সে রূপ রূপতুল্য নাহি হয় ।। কিশোর বয়স কিবা রূপ মনোহর । অতিশয় কমনিয় শ্যাম কলেবর ।। কোটী কন্দর্পের সম লাবণ্য সুন্দর । চন্দনে ভূষিত অঙ্গ অতি শোভা কর ।। পীতবস্ত্র পরিধান প্রসন্ন নয়ন । সুমধুর হাস্যযুক্ত সুধাংশু বদন ।।নবীন যৌবন রূপ পুষ্প শয্যাপরে কোলেতে বালক নাই দেখি তদন্তরে ।। সর্ব্ব স্মৃতি স্বরূপ সে রাধা ঠাকুরাণী । তথাপি বিস্ময়াপন্ন কহিবেন বাণী ।।

অথ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

লঘু-ত্রিপদী। হেরিয়া সুন্দর, রূপ মনোহর, কৃষ্ণ রূপ অনুপমে। ভানুর দুহিতা, হইয়া মোহিতা, লালসা নবসঙ্গমে॥ রাধা কৃষ্ণ পায়, একদৃষ্টে চায়, নিমিষে হারায় আঁখি। মুখ চন্দ্র সুধা, পিয়ে নাশে ক্ষুধা, চক্ষু সে চকোর পাখি॥ রাধার নয়ন, সুহাস্য বদন, প্রফুল্ল কমল প্রায়। হেরি নারায়ণ, কহেন তখন, মধুর বচনে তায়॥ তুমি মম প্রিয়া, কহি বিশেষিয়া, প্রাণাধিকা প্রেমাধিনী। আমিও যেমন, তুমিও তেমন, একাত্মা অভেদ জানি। সর্ব্ব রূপা আমি, সর্ব্ব রূপা তুমি, এ কথা অন্যথা নয়। গোলোকে কাহিনী, ও রাজনন্দিনী, মনেতে তোমার হয়॥ সুরগণ মাঝে, তব প্রিয় কাজে, স্বীকার করেছি যাহা। আজি শুভক্ষণ, উভয়ে মিলন, পূর্ণিত করিব তাহা॥ শুনিয়া এ বাণী, রাধা ঠাকুরাণী, পুলকে পূর্ণিত হন। কৃতাঞ্জলি হইয়ে, শ্রীকৃষ্ণে চাহিয়ে, মধুর বচনে কন॥ গোলোক কথন, আছয়ে স্মরণ, বিস্মরণ কেন হব। কহিলে যে রূপে, মোর সর্ব্ব রূপে, তোমার দোষে সব॥ সম্প্রতি নাথ হে, তোমার বিরহে, দহিছে আমার মন। মোর বক্ষস্থলে, শিরসি মণ্ডলে, দেহ তব শ্রীচরণ॥ শুনিয়া বচন, হাসিয়া তখন, কহেন পুরুষোত্তম। হিত তথ্য সার, শ্রুতি স্মৃতি আর, ব্যবহার যে নিয়ম॥ এ ভাবে বুঝিলে, বিবাহ না হইলে, বিহার উচিত নয়। এই হেতু হরি, মনেতে বিচারি, কিশোরীর প্রতি কয়॥ জ্যৈষ্ঠ ভাদ্রক্ষণ, কাল শুভক্ষণ, হইয়াছে আগমন। তব বাঞ্ছা পূর্ণ করিব হে তূর্ণ, দ্বিজবর কহে শুন॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে ব্রহ্মার আগমন।

লঘু ত্রিপদী। কৃষ্ণের ইচ্ছায়, বিধাতা তথায়, উপনীত হৈল আসি। কুণ্ডল মালা, কণ্ঠেতে উজ্জ্বলা, চতুর্মুখে মৃদুহাসি। আসিয়া ত্বরায়, শ্রীকৃষ্ণের পায়, বিধাতা প্রণাম করি আগমোক্ত স্তুতি, করিয়া সুমতি, পুনঃপ্রণমিয়া হরি॥ রাধার কাছেতে, যাইয়া ত্বরিতে, প্রণমে মায়ের পায়। করিয়া ভক্তি

আগমোক্ত স্তুতি, অনেক করেন তাঁর ।। ব্রহ্মার স্তবনে, তুষ্ট হয়ে মনে, বলেন শ্রীরাধা সখী । লহ বাঞ্ছা বর, যে বাঞ্ছা সত্বর, দিব তাহা শীঘ্রগতি ।। শুনি হংসাসন, বলেন তখন, শুন সতী আদ্যাশক্তি । না চাহি সম্পদে, তোমাদের পদে, মহিমা সুদৃঢ় ভক্তি । রাধিকা শুনিয়া, তথাস্তু বলিয়া, বলেন সুধিরে পুনঃ । কৃত কার্য্য সারি, যাহ ত্বরা করি, বিলম্বেতে নাহি গুণ ।। কহে দ্বিজবর, বিধি পেয়ে বর, আনন্দিত হয়ে মনে । বিবাহ বিহীত, করেন ত্বরিত, রাধাকৃষ্ণ দুই জনে ।।

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ ।

পয়ার । বেদ বিধিমতে তবে বিধাতা তখন । কুশণ্ডিকা করিয়া জালিল হুতাশন ।। আর্য্য সংস্কার করি করিলেন হোম সেই মত বিবাহেতে বিহিত নিয়ম । তবে পুষ্পশয্যা হৈতে উঠি নারায়ণ । অগ্নির নিকটে আসি বসি ততক্ষণ ।। বিধাতার দর্শিত বিধি আচরণ করি । করিলেন হোম কর্ম্ম সমার্পণ হরি ।। সে বিবাহে বিধাতা যে লন সর্ব্ব ভার । কন্যাকর্ত্তা বর কর্ত্তা পৌরহিত্য আর ।। তিন কর্ম্ম সমাধা করেন হংসাসন । কন্যাকর্ত্তা রূপে কন্যা আনেন তখন ।।ব্রহ্মার আদেশে তবে আসিয়া শ্রীমতী । শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে করেন প্রণতি ।। সপ্ত-বার প্রদক্ষিণ করি তদন্তরে । পুনরপি প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ করে ।। আপনারে কমলিনী কৈলা সম্প্রদান । আপনি আপন দানে সুকল বিধান ।। তবে বিধি বর কন্যা উঠায়ে দুই জন ।বরের বামেতে কন্যা করেন স্থাপন।।বরকে কন্যার পাণি গ্রহণ করান । বেদোক্তেতে সপ্ত মন্ত্র বররে পড়ান ।। তদন্তরে কন্যার হস্ত বর কক্ষে থুয়ে । বর হস্ত কন্যা পৃষ্ঠদেশেতে রাখিয়ে ।। তিনমন্ত্র কন্যাকে পড়ান প্রজাপতি । তার পরে মালা বদলের অনুমতি ।। পারিজাত পুষ্পমালা লইয়া তখন । কন্যা হাতে বর গলে করেন অর্পন ।। পুনরপি বর হাতে মালা মনোরম । দেওয়াইলা কন্যা গলে যেমন নিয়ম কন্যারে বরের বামে রাখি আর বার । বর প্রতি কৃতাঞ্জলি করায় কন্যার ।। তদাপর পঞ্চ মন্ত্র পড়ায়ে কন্যায় ।আপনি

করেন ব্রহ্মা বিহিত বিধায়॥ পিতা যেন কন্যা করে করে সমার্পণ। বিধাতা রাধাকে করে কৃষ্ণেতে অর্প। ভক্তি ভরে প্রজাপতি করেন স্তবন। হেনকালে স্বর্গে থাকি যত সুরগণ॥ অনেক দুন্দুভি আর মুরজ প্রভৃতি। বাদ্য করে অনিবার আনন্দিত মতি॥ পারিজাত পুষ্প বৃষ্টি করে পুরন্দর। গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপসর॥ এস্থানেতে বিধি স্তুতি করিয়া বিস্তর। দক্ষিণা যাচেন রাধা কৃষ্ণের গোচর॥ বিধি বলে ধনকড়ি কিছু নাহি চাই। উভয়েরপদে যেন দৃঢ় ভক্তি পাই॥ তোমাদের উভয়ের যুগল চরণে। অচলা হইয়া ভক্তি থাকে মম মনে॥ শুনিয়া বিধির বাণী শ্রীহরি তখন। তথাস্তু বলিয়া পরে বলেন বচন। মদীয় চরণাম্বুজ সুদৃঢ় ভকতি। অচলা পাইবে এবে শুন প্রজাপতি॥ যে কর্ম্মে আইলা তাহা করে সমাধান। এক্ষণে স্বস্থানে তুমি করহ প্রস্থান॥শুনি বিধি রাধাকৃষ্ণপদে প্রণমিয়ে। স্বস্থানে গমন করেন হরষিত হইয়ে॥ব্যাসকৃত রাধাকৃষ্ণ বিবাহ কথন ভক্ত ভাবে সেই জন করয়ে শ্রবণ॥ পুনর্ব্বার ভবে তারে আসিতে না হয়। দ্বিজ কহে পূর্ণ কর শিশুর আশয়॥

অথ বিবাহান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার।

পয়ার। বিধাতা বিবাহ দিয়ে করিলা গমন। আনন্দেতে শ্রীসতীর সহাস্য বদন। বক্র চক্ষে কৃষ্ণ মুখ হেরি বার বার। লজ্জিতা হইয়া মুখ ঢাকি আপনার॥ কামবাণে প্রপীড়িতা পুলকিত কায়। ভক্তিভাবে প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়॥ ধীরে ধীরে শয্যা কাছে করিয়া গমন। কুঙ্কুমাদি কৃষ্ণ অঙ্গে করেন লেপন॥ সুতিলক সুখে দিয়া কৃষ্ণের কপালে। সুধা মধুপূর্ণ পাত্র দেন কুতুহলে॥ রাধা দত্ত সুধামধু লইয়া তখন ভোজন করিল সুখে শ্রীমধুসূদন॥ তবে রাধা সুবাসিত কর্পূরাদি পূর্ণ। কৃষ্ণ হাতে তাম্বুল তুলিয়া দিল তূর্ণ॥ তাহা কৃষ্ণ সমাদরে করিয়া ভোজন। ঐ সব দ্রব্য হরি লইয়া তখন সহস্তে রাধাকে দেন হরষিত মনে। রাধা তাহা খাইলেন লজ্জিত বদনে॥ তদন্তরে রাধায়ে হরি লয়ে বক্ষস্থলে। তুষ্টি

বধ বিহার করিলা কুতুহলে। দ্বিজ কহে রাধাকৃষ্ণ চরণ যুগলে। মজরে আমার মন মধু পান ছলে॥

অথ বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণের বালকরূপ ধারণ ও শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া যশোদার নিকটে দেন।

পয়ার। বিহারান্তে যুবা দেহ ত্যজি ততক্ষণ। পুনরপি শিশুরূপী হৈলা নারায়ণ॥ রাধিকা দেখেন নন্দ দিলেন যে রূপ। ক্রন্দিত ক্ষুধিত রীত বালক সে রূপ॥ তবেত শ্রীমতী সেই শিশু কৃষ্ণে লয়ে। চলিলেন দ্রুতগতি নন্দের আলয়ে॥ ক্ষণমাত্রে উপনীত নন্দের ভবন। যশোদার কোলে শিশু করেন অর্পণ॥ যখন শ্রীকৃষ্ণে দেন যশোদার কোলে। শ্রীমতী বলেন কিছু সুমধুর বোলে॥ শুনগো যশোদা তব স্বামী মহাশয়। গোষ্ঠেতে দিলেন মোরে তোমার তনয়। আনিতে পথেতে বড় দুঃখ পাইয়াছি। কহিতে নাপারি তাহা যেরূপে এনেছি॥ স্থূল শিশু ভারি বড় তোমার নন্দন। ক্ষুধাতে কাতর হয়ে করে আস্ফালন॥ মেঘাচ্ছন্নে ঘোর পথ পিছলি বৃষ্টিতে। আমি কিগো পারি শিশু বহিয়া আনিতে। এই দেখ বৃষ্টিতে বসন ভিজে গেছে। না পারি কহিতে পথে যে দুঃখ করেছে॥ এই লহ শিশু স্তন দিয়া শান্ত কর। বৈস গো যশোদা আমি যাইব সত্বর। গৃহেতে আসিয়াছি আমি বহুক্ষণ। গৃহে যাই বৈস সতী লইয়া নন্দন॥ এত বলি কমলিনী নিজ গৃহে গেলা। যশোদা ধাইয়া কৃষ্ণে কোলেতে লইলা॥ কবি কহে নন্দরাণী স্তন দিমুখে। শ্রীহরি মায়ের কোলে বসিলেন সুখে।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। বাস কর মুনিগণে, জলধি বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন। উভয়েতে প্রেমাবেশে, নিত্য লীলা নবরসে, কত কব তাহার কথন॥ কিঞ্চিৎ২ তার, পূর্ব্বেতে বলেছি সার, আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কর। শুনি মুনিগণ কয়, যে কহিলে মহাশয়, তুষ্ট হৈল সবার অন্তর॥ কিন্তু এক নিবেদন, মুক্তাবন বিবরণ, পূর্ব্বেতে যে কহিলা আপনি। রাধিকারে বোধ করি, মুক্তালতা সৃষ্টি করি, মুক্তা ফলাইলেন

তথাপি।। যার জন্য রাধাসতী, হয়েছিল ব্যগ্রমতি, কৃষ্ণ কত মায়া দেখাইল। কহ কহ তপোধন, কি হইল সে বন, পুনঃ কিবা তাহাতে করিল।।

অথ মুক্তাবনের বিবরণ ও শ্রীমতীর মান।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। হাসিয়া কহেন ব্যাস, শুনহ তাহার ভাষ, মুক্তাবলী কথা সুধাধার। এক দিন পৌর্ণমাসী, নিশিতে উদয় শশী, কৃষ্ণ বসি কুঞ্জেতে রাধার।। রাধিকা বসিয়া কাছে, চারিদিকে সখী আছে, সবে প্রেম রসেতে আবেশ। হেনকালে নরহরি, রাধারে আদর করি, নিজ হাতে করে দেন বেশ।। আচঁড়িয়া কেশ জাল, বেন্দে দেন নন্দলাল, সিন্দুর সীমন্ত করে আলো। পরে লয়ে আভরণ, পরাইল নারায়ণ, যে অঙ্গে যেমন সাজে ভালো।। তার পরে আর বার, হাতে গলে মুক্তাহার, তুলে দিয়া রাধিকার গলে। সাজায়ে মোহিনী সাজ, আপনি রসিক রাজ, নিরখিয়া ভাল ভাল বলে। মুক্তাহার পরাইতে, মুক্তাবন আচম্বিতে, উঠিয়া রাধার মনে হইল। মনের মানস যাহা, প্রকাশ না করে তাহা, ছিছি বলি ছিড়িয়া ফেলিল।। উপজিল প্রীতি দুঃখ, মলিন হইল মুখ, মানাব্ধিতে ভাসিল শ্রীঅঙ্গ। ত্যজি আভরণ মণি, ভূতলে পড়িল ধনী, ভাব দেখি ভাবেন ত্রিভঙ্গ। ঠেকিলেন দায় মায়, মানেতে হইল ভয়, শ্রীমতীর পূর্ব্ব মান স্মরি। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ গায়, ত্বরায় ঘুচিবে দায়, শিশুরামে দেহ পদতরি।।

অথ শ্রীমতীর মান ভঞ্জনে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা।

পয়ার। দেখিয়া রাধার মান রাজীবলোচন। মনেতে ভাবেন তবে কি করি এখন।। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বঞ্চি যে দিন যামিনী। এইরূপে হয়েছিল সে দিন মানিনী।। কুঞ্জ হৈতে আমারে বাহির করে দিল। বৃন্দা আদি সখী তারে কত বুঝাইল।। আমিও সাধিনু কত ধরিয়া চরণ। তথাপি হৈল ভঙ্গ সে মান তখন।। পরে আমি নিজ মনে ভাবিয়া।

বিশেষ। অথিবন্ত বৃন্দার লইয়া উপদেশ।। যোগী বেশ ধরে তবে মান ভঙ্গ করি। পুনঃবুঝি সেই দশা ঘটালে কিশোরী যে দেখি দারুণ মান তাহা হইতে বাড়া। হইবে কঠিন বড় এই মান ছাড়া।। তুচ্ছ কথা হেতু কত হৈল অপমান। এত দিন মুক্তা বনে না দিলাম স্থান।। আনিয়া অপূর্ব্ব মতি অন্যেরে বিলাই। অবশ্য করিতে মান পারে ইথে রাই।। অপরাধ দিতে নারি আছি অপরাধি। না পাই উপায় এবে কি রূপেতে সাধি।। পায়ে ধরে সাধিলে নহিবে সমা ধান। বরঞ্চ বাড়িতে পারে অধিকন্তু মান।। যেহয় অগ্রেতে দেখি স ধিয়া কিঞ্চিৎ। পরেতে করিব তবে যে হয় উচিত এত ভাবি রাধাকান্ত রাধা কাছে গিয়া।। সাধেন অনেক মত বিনয় করিয়া।। তাহাতে রাধার আর বেড়ে গেল মান নয়নের জলে ভাসে কমল বয়ান।। কিছুতে না কন কথা কেবল রোদন। আত্মনাদ করাঘাত কপালে আপন।। তাহা দেখি নরহরি ভাবেন অপার। কেমনে করিব ভঙ্গ এ মান রাধার।। তবে কৃষ্ণ মনে মনে করিয়া বিচার। কৌশলে কহেন প্যারী শুন আরবার।। সাধিলাম বহুমত কণে-না শুনিলে। নিতান্ত আমাকে যদি বর্জ্জন করিলে।। তবে আর কিবা ফল থাকিয়া এখানে। সুখে থাক মান লয়ে যাই যথাস্থানে।। এত বলি রাধাকান্ত ছাড়ি সিংহাসন। কুঞ্জের দুয়ারে গিয়া বসিলা তখন।। বিষাদিত ভাবেতে বসিয়া নারায়ণ। আপনার করকোষ্ঠি করেন দর্শন।। কতকালে বর হরি হেরিয়া আপন। বৃন্দারে ডাকিয়া কিছু কহেন বচন।। উপলক্ষ মাত্র বৃন্দা শুনান রাধায়। দ্বিজ কহে শিশু যেন রাধা কৃষ্ণ পায়।।

অথ শ্রীকৃষ্ণ ছলে শ্রীরাধার মান ভঞ্জন করেন।

লঘু ত্রিপদী। তবে ছল করি, কহেন শ্রীহরি, লক্ষ করি সখীগণে। শুন সহচরী, অমঙ্গল হেরি, করকোষ্ঠি দরশনে। উত্তীর্ণ নবম, দশায়ে দশম, ঘটিব জ্যেষ্ঠ মাসে। এ দশার গুণ, শুন সখী শুন, ধন যায় প্রাণ নাশে প্রথমে বি জ্ঞ

প্রেম পরিচ্ছেদ, নারী করে অপমান। দশম দশায়, বন্ধু দোষ আর, শেষেতে নাশয়ে প্রাণ ॥ আসি সেই দশা, ঘটিল সহসা, কর চিহ্নে এই দেখি। রজনী প্রভাতে, মরিব নিশ্চিতে এক্ষণে জানিনু সখী ॥ যখন এ বাণী, কন চক্রপাণি, সম্বোধিয়া সখীগণে। শুনিয়া কিশোরী, উঠিল শ্রীহরি, অস্থির হইয়া মনে ॥ কৃষ্ণ অমঙ্গল, শ্রবণে বিকল, চক্ষে শোক জল ঝরে। দূরে গেল মান, হয়ে ম্রিয়মান, উঠে অতি দ্রুততরে ধাইয়া আসিয়া, শ্রীকৃষ্ণে চাহিয়া, কহেন মধুর স্বরে। আমি জানি কর, দেখিতে সুন্দর, দেখি দেখি নটবরে ॥ এতেক বলিয়া, কাতরা হইয়া, ধরিল কৃষ্ণের কর। দেখি সখীগণ, হাসয়ে তখন, দ্বিজ কহে তদন্তর ॥

অথ মান ভঞ্জনান্তে বৃন্দা শ্রীরাধাকে বুঝান।

পয়ার। তবে প্যারী কৃষ্ণ কর করিয়া ধারণ। একে একে কর চিহ্ন করেন দর্শন ॥ সর্ব্ব সুমঙ্গল আছে অমঙ্গল নাই। দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন রাই ॥ বুঝিলেন মান ভঙ্গ করিবার ছল। করিলা চাতুরী হরি মিছা অমঙ্গল ॥ এত ভাবি বিধুমুখী অধোমুখী হয়। হাসিয়া বলেন তবে প্রভু দয়াময় কহ প্রিয়ে কি দেখিলে কহ বিশেষিয়া। কি কারণে হেট মুখে রহিলা বসিয়া ॥ রাই কন কে বুঝিবে চাতুরী তোমার মিছা ছলে মানভঙ্গ করিলে আমার ॥ অমঙ্গল কিছু নাই সকল মঙ্গল। শঠশিরোমণি তুমি জান কত ছল ॥ কার সাধ্য তব চক্র বুঝিবারে পারে। বৃথা-মান করি মান হারাবার তরে ॥ এত বলি রাধা সতী নিরব হইলা। হাসি বৃন্দা-সখী তবে কহিতে লাগিলা ॥ কি কারণে রাধে আর হও ম্রিয়মান। আপনি হারালে তুমি আপনার মান ॥ কহ দেখি মকলিনী কেমনে ভুলিলে। শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল কি ভাবে বুঝিলে ॥ জগতের কর্ত্তা যেই জগৎ কুশল। তার কি কখন প্যারী আছে অমঙ্গল। কৃষ্ণের মরণ কথা করিলে বিশ্বাস কোথা মৃত্যু মৃত্যুপতি হয় যার দাস ॥ যার নামে মৃত্যু হরে জগতের জন। কিরূপে বুঝিলে তুমি তাহার মরণ ॥ যে হোক সে হোক আর নাহে কার্য্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগে

বৈস ওগো রাই। এতবলি শ্রীমতীর হাতেতে ধরিয়া। বস-ইলা শ্রীকৃষ্ণের বামেতে লইয়া॥ দ্বিজ কহে হরি হরি বল সর্ব্বজন। মানভঙ্গ কথা এবে হৈল সমাপন॥

অথ রাধা কৃষ্ণের মুক্তাবনে গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। তবে হরি রাধা সনে, বসিলেন একাসনে দূরে গেল উভয়ের দুঃখ। সখীগণ সর্ব্বজনে, সেবা করে একমনে, অধিকন্তু বাড়ে তাহে সুখ॥ পরে শুন বিবরণ, তদন্তরে নারায়ণ, পুনঃ সেই মুক্তাবন স্মরি। কারে কিছু না বলিয়া, মনেং বিচারিয়া, উঠিলেন রাধা হস্তে ধরি॥ সঙ্গে সহচরী গণ, ভ্রমণ করিয়া বন, ক্রমেং গেলা মুক্তাবনে। তাহা দেখি রাধা সতী, অধিকন্তু মানবতী, হরি তাহা জানিলেন মনে॥ রাধার ধরিয়া হাতে, তুষিয়া অনেক তাতে, মান তার করিয়া ভঞ্জন। মুক্তাময় অলঙ্কার, মুক্তার গাথিয়া হার, শ্রীমতীরে পরান তখন॥ যত সহচরীগণে, মুক্তময় আভরণে, সাজা-ইয়া দিয়া সেইক্ষণে। আপনি সাজিয়া রঙ্গে, রাধারে লইয়া সঙ্গে, বসিলেন রত্ন সিংহাসনে॥ মরি কি যুগল রূপ, ত্রিভু-বনে অনুরূপ, কিবা রূপ অতি মনোহর। যে রূপ দেখিতে সবে, মহানন্দে মহোৎসবে, মুক্তাবন উঠিল অমর॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে, রাধাকৃষ্ণ পদতলে, অধিনেরে দেহ এই বর। শিশু মম হরেকৃষ্ণ, চাহিয়া করুণা দৃষ্ট, কুশলে রাখহ নিরন্তর॥

অথ গৌর মুখ মুনির পুঃ প্রশ্ন।

পয়ার। এত শুনি মুনিগণ হয়ে হৃষ্টমন। ব্যাসের নিকটে কিছু করজোড়ে কন॥ মুক্তালতাবলী কথা অমৃত সমান। শ্রবণে শ্রবণ স্পৃহা নহে সমাধান॥ অতএব করি প্রভু এক নিবেদন। অনুগ্রহ করি কর সন্দেহ ভঞ্জন॥ জটিলা কুটিলা দুই সতী কি অসতী। কি কারণে পাইলেক এতেক দুর্গতি॥ কোন হেতু পরীক্ষায় দুজনে ঠকিল। কেশ সেতু ছাড়ি কেন জলেতে পড়িল॥ লোক মাঝে অপমান সম নাহি তাপ। এ তাপ পাইল দোঁহে করি কোন পাপ॥

ব্যাস কন মুনিগণ শুন সে ভারতী। জটিলা কুটিলা সম ন নাহি কেহ সতী॥ সতীসাধ্বী বলে মনে বাড়ে অহঙ্কার। সেই হেতু তুচ্ছ করে জগৎ সংসার॥ ত্রিভুবন মধ্যে নারী আছে যত জন। সকলেরে ঘৃণা করে বাখানে আপন॥ এইমত নানা মত বাড়িল দুর্ম্মতি। অখিলের পতি কৃষ্ণ ভাবে উপপতি॥ কৃষ্ণ পরিবাদ দিয়া ব্রজাঙ্গনাগণে। রঙ্গে ভঙ্গে উপহাস করে প্রতিক্ষণে॥ অধিকন্তু রাধাকৃষ্ণ দ্বেশ অতিশয়। এই হেতু মহাপাপ জন্মিল হৃদয়॥ পাপ হৈলে পরিতাপ পায় মহাজন। বেদের বচন এই না যায় খণ্ডন॥ দর্প আর দ্বেশ জন্য জটিলা কুটিলা। মহাপাপ জন্মি তাপ এতেক পাইলা॥ এতযদি কহিলেন ব্যাস তপোধন। শুনিয়া সন্তোষ হৈলা যত মুনিগণ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কহে শ্রীকৃষ্ণ চরণে পুরাও শিশুর আশা প্রভু নিজ গুণে।

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ বর্ণন।

চৌপদী। কি সভা সুন্দর, কিশোরী কিশোর, সিংহাসনোপর, বসিল যোগে। দেখ ত্বরাকরি, চারু সহচরী, চামরাদি ধরি, সবা নিয়োগে॥ রূপ মনোহর, শ্যাম কলেবর, নব জলধর, চাতক লোভা। শ্রীমতীবরণ, তাহে সুগঠন, জীমুতে যেমন, বিজুলি শোভা॥ শ্যাম শিরোপরে, শিখি পুচ্ছ ধরে, কত শোভা করে, তার ছটায়। রাধাশিরে বেণী, যেন বাল ফণি, কুণ্ডলনী মণি, ভূষিতা তায়॥ সুন্দর সিন্দুর অরুণ ইন্দুর, কপালে বিন্দুর, ঝলক ভরে। কিশোর কপালো, করিয়াছে আলো, শ্যাম ভালে ভাল, ত্রিলোক হরে। শ্রীমুখমণ্ডল, উপর উজ্জল, রক্ত উৎপল, জিনিয়া ছটা নয়ন যুগল, তাহে সুপ্রবল, সম শতদল, প্রফুল্ল ঘটা। ভ্রুযুগ সমান, কামের কৃপাণ, কটাক্ষে সে বাণ, যোজন প্রায় যেন ফুল ধনু, ধরিয়া অতনু, দোঁহে দোঁহা তনু, হানিছে তায়॥ সুধাময় ভাস, অধরে সুহাস, তমো করে নাশ, তড়িত জিনি। মুক্তাময় হার, নানা অলঙ্কার, অঙ্গেতে দোঁহার ভূষিত মণি। পরিধান বাসে, শ্রীশ্রীনিবাসে, পীতবাসে সুন্দর সাজে কিবা সে সুন্দর, কটিতে ঘুঙ্গুর, মধুর নুপুর, পদে বিরাজে॥

পাদপদ্মকুল, তোহার প্রবল, সুয়ক্ত উৎপল, উর্দ্ধল প্রায়। মরি কি সুরঙ্গ, হেরিয়ে সে রঙ্গ, ভক্ত মনোভঙ্গ গুঞ্জরে তায় মুক্তাবন মাঝে, এরূপে বিরাজে, দেবীদের সাজে, দেবতা সবে বিধি আদি ভব, বরুণ বাসব, সঙ্গে যত দেব আইল তবে ॥ আসি মুক্তাবন, বিধাতা তখন, । হেরিয়া বরণ, নয়ন ভরি। সহ সুরগণে, তুলসী চন্দনে, অতি সযতনে, পূজন করি। পূজা সম র্পিয়ে, কৃতাঞ্জলি হৈয়ে, স্তবন করিয়ে, কহিল কত। রাধা কৃষ্ণ তায়, হইয়া সদয়, দেন ভবাভয়, মন বাঞ্ছিত॥ ব্যাস দেব কন, শুন মুনিগণ, হৈল মুক্তাবন, বিহার স্থান। পুনঃ ইচ্ছাময়, ইচ্ছা যবে হয়, সহ সখীচয়, তথায় যান॥ নিধু আদি বন, নিকুঞ্জ কানন, বিরহের স্থান কৃষ্ণের যত। তাহাতে প্রধান, হইল গণন, স্থান মুক্তাবন, মনের মত॥ কিন্তু যবে হরি, গেলা মধুপুরী, সে বন সংহারি, করিলা বন। এতেক বচন, শুনিয়া তখন, যত ঋষিগণ, সন্তোষ মন॥ এই অগ্রসার, মুক্তির আধার, যে শুনে তাহার, কলুশ নাশে। ধন পুত্র জয়, ইহকালে হয়, অন্তে নিরময়, বিষ্ণু বাসে॥ যদি কোনজন, বধির কারণ, করিতে শ্রবণ, অশক্ত হয়। করিয়া যতন, গৃহেতে স্থাপন, করিলে সে জন, পতি পায়॥ বন্ধ্যা আদি নারী, দৃঢ় ভক্তি করি, তিন পক্ষ ধরি, শ্রবণ করে। পুত্র বতী হয়, সৌভাগ্য উদয়, হারা পতি পায়, হরির বরে॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদে, মনের আহ্লাদে, রাধাকৃষ্ণ পদে, যাচয়ে সার। দিয়া পদতরী, হইয়া কাণ্ডারী, ভবঘোর বারি, করহ পার। তব কৃপা বলে, শমনের দলে, যাই আমি চলে, তোমার বাস। শিশুরাম দাসে, চির সুখে বাসে, রাখিবা উল্লাসে, পুরাও আশ॥

অথ গ্রন্থকারের পরিচয় ।

কলিকাতা রাজধানি বিদিত সংসারে । পরগণে মেদন্যা দক্ষিণে তাহার ॥ রামরচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত । পশ্চিম বাহিনী পূর্ব্ব অংশে অদূরস্ত । সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয় । শ্রীরাম শঙ্কর বাচস্পতি মহাশয় ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিত অতি । শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ তাহার সন্ততি সর্ব্বশাস্ত্র ব্যবসায় করি অকপটে । পুরাণ প্রসঙ্গ করেন ভক্তের নিকটে ॥ সংস্কৃত বুঝিতে সকলে হয় ভার । এই হেতু নিজমনে করিয়া বিচার ॥ বহুবিধ বুধসহ মন্ত্রণা করিয়া সাধারণ জনগণের হিতের লাগিয়া ॥ মুক্তালতাবলী ভাষা করিনু রচন । অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন ॥ পণ্ডি-তের বোধ হেতু কোন২ স্থান । যত্ন করি লিখিয়াছি মূলের প্রমাণ ॥ নিম্নভাগে ভাষা তার আছয়ে বিস্তার । হৃষ্ট হয়ে দেখিবেন যে বাসনা যার ॥ এই ভিক্ষা চাহি গুণিগণ সন্নি-ধানে । রচনে যদ্যপি দোষ থাকে কোন স্থানে ॥ সে দোষ ত্যজিয়া কর গুণের গ্রহণ । হংসসম নীর ত্যজি ক্ষীরের ভক্ষণ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম । কটাক্ষ করিয়া পূর্ণ কর মনস্কাম ॥ শিশুরাম হরেকৃষ্ণ শ্যামা চরণেরে । নিরাপদ করিয়া রাখহ নিরন্তরে ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বাঞ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চরণ । হরি হরি বল সবে গ্রন্থ সমাপন ॥

সমাপ্তঃ ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড ৺বৃন্দাবন বসাকের লেন ১৭ নম্বর ভবনে কবিতারত্নাকর যন্ত্রে শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিতং